"ভারত-প্রতিভা" গ্রন্থাবলী

প্রতাপ সিংহ

মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপ সিংহের সচিত্র জীবনবৃত্ত

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত

দৌলতপুর হিন্দু-একাডেমীর অধ্যাপক

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

কলিকাতা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী

১৩২৪

ভূমিকা।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই যে গুজরাৎ হইতে বুন্দেলখণ্ড এবং পঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত, এই দুই রেখার দুই পাশেই একজাতীয় লোক সর্ব্বত্র রাজা ও সম্ভ্রান্তদের আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহারা অসংখ্য বংশ বা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও নিজদিগকে একবর্ণ মনে করিত, এবং ইহাদের আচার ব্যবহার, চরিত্র ও কার্য্যকলাপ প্রায় একরূপই ছিল। এই জাতির নাম রাজপুত, এবং ইহারা নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

কিন্তু ইহারা কি সেই প্রাচীন ভারতের প্রথম ক্ষত্রিয়দের বংশধর? কই, "রাজপুত" শব্দটি বেদ, মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে কোথায়ও পাওয়া যায় না। তাহাদের বংশের নাম যথা,—গুহিলোট, রাঠোর, কাচ্ছোয়া, ধঁধেড়া, গহরবাল প্রভৃতিও আটশত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে কখন শুনা যায় নাই। আর্য্যগণ এদেশে বসতি আরম্ভ করিবার পরই, বেদের সময়ে লোকের কর্ম্ম অনুসারে তাঁহাদের সমাজ চারি বর্ণে ভাগ হইয়া গেল। যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা "রাজন্য" (ক্ষত্রিয়) নাম লইলেন, এবং ক্রমে তাঁহারা শুধু নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করিয়া একটি পৃথক্ জাতি হইলেন। সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের সহিত আধুনিক রাজপুতদিগের যে নামের সম্বন্ধ নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

তবে কি রক্তের সম্বন্ধ ছিল? তাহাও নহে। বর্ত্তমান রাজপুত রাজাদের বংশাবলীতে ঐতিহাসিক পুরুষদের নাম ৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে

পৌঁছে না। যেন তাহার আগে তাঁহাদের বংশগুলি অজ্ঞাত, অখ্যাত বা পরদেশবাসী ছিল। আবার, অতি দূরে দূরে স্থিত ভারতীয় নানা প্রদেশে (যথা গুজরাৎ, বঙ্গ, উড়িষ্যা ও কামরূপে) প্রাচীনকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, সমাজে সুজাত ব্রাহ্মণ না থাকায় স্থানীয় রাজা কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সদ্‌ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদের বংশধরদের দ্বারা পবিত্র নব হিন্দুসমাজ গঠন করান।

রাজপুতদের মধ্যেও এই ধরণের প্রবাদ আছে। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে পর মানবের শাসনকর্ত্তা না থাকায়, দেশময় পাপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঋষিদের কাতর প্রার্থনায় দেবগণ আবু পর্ব্বতের শিখরে গিয়া তথাকার অগ্নিকুণ্ড হইতে চারি জন বীর সৃষ্টি করিলেন; তাঁহারা নব-ক্ষত্রিয়, এবং পরিহার, প্রমার, সোলাঙ্কি এবং চৌহান বংশের আদিপুরুষ।

এই সব প্রবাদ হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদেশীর আক্রমণের অথবা ঘোরতর ও দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে প্রাচীন হিন্দু সমাজ উলট্‌ পালট্‌ হইয়া যায়, বৈদিক সময় হইতে আগত জাতিগুলির পুরুষপরম্পরার সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া অনেক জাতি নির্ব্বংশ, অনেক বংশ মিশ্রিত বর্ণসঙ্কর হইয়া যায়, এবং এই সব বিপ্লবের অবসানে নূতন বংশ লইয়া নূতন করিয়া চারি বর্ণ রচনা করিয়া, নবহিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সপ্তম শতাব্দীর লোক বিভাগের সময়, ঠিক বৈদিক যুগের মতই, শুধু ব্যবসায় দেখিয়া জাতি নির্দ্দেশ করা হইত, জন্ম দেখিয়া নহে। রাজপুতেরা এই নব্য ক্ষত্রিয়।

তাহারা কোথা হইতে আসিল? রাজপুত বংশগুলির তালিকায় আমরা গুর্জার, বড়গুর্জার, হূন প্রভৃতি নাম পাই। গুর্জারজাতি এখনও

পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের অনেক স্থানে বাস করে। তাহারা কৃষক, কিন্তু পূর্ব্বে পশুচারণকারী ছিল, এবং স্পষ্টই বিদেশ হইতে ভারতে আগত জাতি। অথচ এক গুজর বংশ (সংস্কৃত, গুর্জ্জর) যোধপুর রাজ্যের ভিন্নমল্ল নামক নগরে রাজধানী করিয়া একটি বড় রাজ্য স্থাপন করে, এবং পরে, নবম শতাব্দীতে, পরিহার (সংস্কৃত, প্রতিহার) নামক তাহাদের এক শাখা কান্যকুব্জ জয় করিয়া তথায় রাজ্য বিস্তার করে। তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশের ও রক্তের যোগ ছিল। রাজপুতেরা যে শকজাতীয় বিদেশী, তাহা টড সাহেব এক শতাব্দী পূর্ব্বেই অনুমান করেন। তাহার পর গত একশত বৎসরে আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপকরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে যে, রাজপুতদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বংশ, অর্থাৎ চিতোরের মহারাণারা, রামচন্দ্রের বংশধর বা সূর্য্যবংশীয় নহেন; তাঁহারা পারস্য বা অন্য কোন বিদেশ হইতে ভারতে আগত জাতির সন্ততি।

এই মহারাণার বংশের নাম গুহিলোট (সংস্কৃত, গুহিলপুত্র, গৌহিল্য)। এইবংশের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বাপ্পা অতি প্রাচীন। আবুপর্ব্বতের ১৩৪২ সংবতে উৎকীর্ণ এবং চিতোরের ১৩৩১ সংবতে খোদা দুইখানি শিলালিপিতে এই বাপ্পাকে ব্রাহ্মণ ও বিপ্র বলা হইয়াছে। একলিঙ্গ-মাহাত্ম্য নামকগ্রন্থে গুহদত্ত (গুহিল) কে নাগর ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাণা কুম্ভ-রচিত "রসিকপ্রিয়া" গ্রন্থেও বাপ্পাকে দ্বিজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আরও একখানি প্রাচীনতর শিলালিপিতে (একাদশ শতাব্দী সংবৎ) গুহিলবংশের এক শাখার রাজা বালাদিত্যকে পরশুরামের মত "ব্রহ্মক্ষত্রান্বিত" বলা হইয়াছে। এমন কি খৃষ্টীয় সপ্ত-দশ শতাব্দীতে রচিত একখানি রাজস্থানী খ্যাৎ অর্থাৎ কবিগাথায় মহারাণাবংশের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"আদিমূল উতপত্তি ব্রহ্ম,
পণ ক্ষত্রী জাঁণাঁ
আণঁদ পুর সিণগার"—ইত্যাদি ;

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মূল হইতে তাঁহার উৎপত্তি, পরে আমরা তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানি। তিনি আনন্দপুরের শোভা," ইত্যাদি। আনন্দপুর গুজরাতের "বড়নগরের" প্রাচীন নাম এবং "নাগর ব্রাহ্মণগণের" আদি কেন্দ্রস্থল।

এখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে গুহিলোট রাজারা প্রথমে নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। অন্য শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা মৈত্রক নামক বিদেশী জাতিবিশেষ। ক্রমে গুহিলের পুত্র পৌত্রাদি কোশাকুশি ছাড়িয়া ঢালতলবার ধরিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন, এবং ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যেই ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদের (এবং বঙ্গের সেন রাজাদের) উপাধি "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থ "আদৌ ব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়ঃ"—অর্থাৎ আধুনিক ক্ষত্রিয় কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ।

এইরূপ ব্যবসায়ভেদে জাতিভেদ অর্থাৎ গীতার কথামত "জ্ঞানকর্ম্মবিভাগতঃ চাতুর্বর্ণ্য লোক"—সাজান আরও অনেক হিন্দু বংশে ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভণ্ডারকর দেখাইয়াছেন যে চৌহান বংশও প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল, পরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয়মধ্যে গণ্য হয়। কদম্ববংশও সেইরূপ। প্রতিহারবংশে ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়মাতার সন্তানকে ক্ষত্রিয় নাম দেওয়া হইত। ফলতঃ সেই যুগে সমাজ পুনর্গঠনের সময় যাহারা যুদ্ধ করিত বা রাজ্যশাসনে লিপ্ত থাকিত তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় উপাধি দেওয়া হইত। লোক যে বংশে জাত তাহার উপর তাহার জাতি নির্ভর করিত না।

অহিন্দু বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়া বসতি করিতে করিতে কত শীঘ্র ও কত বেমালুম হিন্দু হইয়া যাইত, আমাদের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বাঙ্গাল নিধিরাম" গল্পে লিখিয়াছেন "গয়েশউদ্দিনের পুত্র হরিদাস ঘোষ" অর্থাৎ মুসলমানের ছেলে টাকার জোরে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটা কাল্পনিক হইলেও প্রাচীন ভারতে অনেকবার সত্যই ঘটিয়াছে। যথা,—কুষাণ নামক শক জাতীয় রাজা কুজুল কদফিস্, তস্যপুত্র (বা পৌত্র) বিম কদফিস, তস্যপুত্র কণিষ্ক, তস্যপুত্র হুবিষ্ক, (সব পাকা তুর্কমান্)—তস্যপুত্র বসুদেব! গোখাদক মঙ্গোলীয় বর্ব্বর আহোম রাজা সুক্লেং মুং, তস্যপুত্র সুরাং ফা, তস্যপুত্র সুত্যিং ফা, তস্যপুত্র জয়ধ্বজ! তস্যপুত্র চক্রধ্বজ, তস্যপুত্র রামধ্বজ! আবার, পারসিক "সত্রপ" উপাধিধারী শকবংশীয় উজ্জয়িনীর রাজারাও এইরূপে হিন্দু সমাজে ঢোকেন; তাঁহাদের আদিপুরুষ ঘ্ঝামোটিক, তস্যপুত্র চষ্টন, তস্যপুত্র জয়দামন, তস্যপুত্র রুদ্রদামন!

ফলতঃ সেই প্রাচীনযুগে বিদেশীরা হিন্দু আচার ও পূজাপার্ব্বণ মানিয়া লইয়া অতি সহজে হিন্দু হইয়া যাইত। ভারত ও ভারতের বাহিরের জগতের মধ্যে তখনও ধর্ম্মের এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর খাড়া হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম তখন সজীব ছিল, বিশ্ববিজয়ী ছিল, পলাতক একঘ'রে ছিল না। হিন্দু সমাজের দেহ তখন সুস্থ, পরিপাকশক্তি অতি প্রবল; সে কত কত বিদেশী জাতি ও বংশ হজম করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, নিজদেহের রক্ত ও শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

গোয়ালিয়ার রাজ্যে বেসনগরের প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে—

"দেবদেবস্য বাসুদেবস্য গরুড়ধ্বজোঽয়মং কারিতঃ ইহ হেলিওদোরেন ভাগবতেন দিয়ন-পুত্রেন তক্ষশিলাকেন যোনদূতেন আগতেন মহারাজস্য অন্তলিকিতস্য উপেত্য সকাশম্‌ রাজ্ঞঃ কাশীপুত্রস্য ভাগভদ্রস্য"...* অর্থাৎ "মহারাজ আন্তিআল্‌কিদের (Antialcidas) নিকট হইতে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের সকাশে আগত যবনদূত দিয়ন (Dion)-পুত্র হেলিওডোর (Heliodoros)—যিনি তক্ষশিলাবাসী এবং ভাগবত অর্থাৎ বিষ্ণু-উপাসক—এখানে এই গরুড়ধ্বজ দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে স্থাপিত করিলেন।"

তখন "যবন" (গ্রীক) ও হিন্দু হইতে পারিত, বিষ্ণু পূজা করিত, "ভাগবত" উপাধি লইত। কিন্তু মুসলমানযুগে সে পথ বন্ধ হইল। ইহুদী ধর্ম্মের, এবং তাহার দুই শাখা খৃষ্টানি ও ইস্‌লামের, উপাস্য দেবতা "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌"। তিনি সেবক হৃদয়ে অংশীদার সহিতে পারেন না; তিনি "a living and a jealous God." সুতরাং ভারতে আগত মুসলমান ও খৃষ্টানেরা শক, অহোম, ক্ষত্রপ রাজাদের অথবা যবনদূত হেলিওডোরের মত হিন্দু হইতে পারিল না, তাহারা চিরদিন পৃথক্‌ জাতি ও সমাজ রহিয়া গেল। ক্রমে সময়ের গতিতে হিন্দু সমাজ নিজ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, চারিদিকে গণ্ডী দিল। এবং এখন এই ছাপাখানা, খবরের কাগজ ও টেলিগ্রাফের যুগে কোন বিদেশীরই হিন্দু হইবার চেষ্টা সফল হয় না; কোন বংশই ব্যবসায় অনুসারে জাতি বদলাইতে পারে না। আমাদের বর্ণ এখন আর কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না, জন্মের উপর করে।

কিন্তু নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ বিদেশীকে নিজের অঙ্গ করিয়া লইত; আর তাহাকে নিজের ধর্ম্মে আনিয়া নৈতিক নবজীবন দান

* বুঝার সুবিধার জন্য মূলের প্রাকৃত ভাষাটা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছি।

করিত। মধ্য এসিয়ার মেষচারণকারী লুণ্ঠনব্যবসায়ী যে সব শক হূন প্রভৃতি বর্ব্বর ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরাই রাজপুত। হিন্দু হইবার পূর্ব্বে তাহারা কি ছিল, এটিলা, চেঙ্গিজ খাঁ ও তোড়মন হূনের অনুচরগণের ব্যবহার হইতে তাহা বুঝা যায়। (অথবা মহাভারতে প্রভাসের পর আভীর ও যৌধেয় জাতির কার্য্য হইতে।) তাহারা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিত্য অত্যাচার করিত, লুণ্ঠন তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় ছিল, তাহারা দয়ামায়া জানিত না। ষোড়শ শতাব্দীতেও অ-মুসলমান তুর্কমানেরা বোখারা লুঠ করিতে আসিয়া, দয়া-ভিখারী এক সাধু মৌলবী ও তাঁহার চারিশত বালক ছাত্রকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারিয়াছিল। আর সেই জাতিই ভারতে আসিয়া হিন্দু হইয়া রাজপুতে পরিণত হইল; শৌর্য্য, বীর্য্য, ত্যাগ, "স্বামি-ধর্ম্ম" (অর্থাৎ প্রভুভক্তি) এবং উদারতা—(chivalry)র দৃষ্টান্ত হইল। হিন্দু হইয়া তাহারা আদর্শ মানিল কাহাকে? রাজযোগী রামচন্দ্রকে, সিংহাসনত্যাগী ভরতকে, চিরকুমার সত্যপরায়ণ ভীষ্মকে, সীতা সাবিত্রীকে।

ইহা দেখিয়া একজন ইংরাজ সত্যই বলিয়াছেন—"হিন্দু ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ সত্য হিন্দু সভ্যতার আকর্ষণী শক্তি। ইহার বলে হিন্দু সমাজ মুসলমান ও ইউরোপীয় [না, খৃষ্টান] ব্যতীত আর সমস্ত বিদেশী আক্রমণকারীকে হজম করিয়া নিজের অংশে পরিণত করিয়াছে। যে সব হিন্দুরা বুঝেন না যে, কিরূপে তাঁহাদের দেশ মধ্যে এসিয়ার গৃহহীন বর্ব্বরদিগকে পোষ মানাইয়া সভ্য করিয়াছে, উন্মত্ত তুর্কমান জাতিগুলিকে বিখ্যাত রাজপুত রাজবংশে পরিণত করিয়াছে, তাঁহারা ভারতের প্রকৃত গৌরব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ।" (A. M. T. Jackson, I. C. S.)

রাজপুতদের প্রথম গুণ মৃত্যুপ্রিয়তা। ফার্সীতে তাহাদিগকে মর্গ-দোস্ত অর্থাৎ যমের বন্ধু বলা হয়। যে যুদ্ধে প্রাণ যাওয়া নিশ্চিত,

বিজয়ের আশা একেবারেই নাই, তাহাতে তাহারা বাসন্তী রঙ্গের কাপড় পরিয়া গলায় মুক্তার মালা দিয়া বাসরঘরে বরের মত উল্লাসে প্রবেশ করিত।

"প্রিয়ে, নিলেম অবসর
এসেছে ঐ মৃত্যু সভার ডাক।"

সে আহ্বান তাহারা সাদরে গ্রহণ করিত।

কিন্তু যুদ্ধে জয় শুধু বাহুবল বা হৃদয়ের বলের উপর নির্ভর করে না; বুদ্ধিরও দরকার। আরবীতে একটি বচন আছে যে যুদ্ধ একরকম প্রতারণা। এ বিষয়ে রাজপুতেরা বড়ই অক্ষম। ফার্সী ইতিহাসে তাহাদিগকে "জাহিল-ই-মর্কজ" অর্থাৎ "গণ্ডমূর্খ" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ রাজপুতদের একমাত্র কর্ম্ম যুদ্ধ ও যুদ্ধের অনুকরণ অর্থাৎ মৃগয়া। তাহারা জ্ঞানবুদ্ধির চর্চ্চা করিত না, লেখা পড়া বাণিজ্য প্রভৃতি ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তাই রাজস্থানে বাহু ও মস্তিষ্কের পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; একজাতি শুধু পড়িত, একজাতি শুধু লড়িত*। ইহাতে সমাজ দুর্ব্বল হইবেই হইবে। অথচ মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় এক ভাই যোদ্ধা এক ভাই লেখক অথবা আবুল ফজল্, আবদুর্ রহিম, আওরাংজীব প্রভৃতির মত একাধারে পণ্ডিত ও বীর (কলম ও তলবারে সমান দক্ষ—"সাহিব-ই-সইফ-ও-কলম") অনেক ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধে "গণ্ডমূর্খ" রাজপুতদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

রাজপুতেরা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বা দূরদেশে গিয়া যুদ্ধ চালাইতে পারিত না; তাহার জন্য রসদ, সংবাদ সংগ্রহ, তীর বারুদ ও অন্য সরঞ্জাম

---

* ইহার বিরুদ্ধে দুই একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত থাকিলেও সমগ্র জাতির পক্ষে আমার মতই সত্য।

যোগানের বন্দোবস্ত করা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে। এমন কি, নিজ জন্মভূমি রক্ষা করিতে গিয়াও তাহারা অবশেষে মুঘল বুদ্ধি, বন্দোবস্ত ও লোকবলের নিকট পরাজিত হইত। মুঘল বাদশাহেরা শত্রুর কেন্দ্র-স্থলে তিন চারিদিক্ হইতে ঠিক একসময়ে সৈন্য সমবেত করিয়া রাজপুত বাধা ব্যর্থ করিতেন; এরূপ কার্য্যে (converging movements এ) তাঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন, রাজপুতেরা একেবারেই অক্ষম। আর, বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি না থাকায় রাজস্থানের ধন অত্যন্ত কম ছিল, রাজাদের অর্থবল অত্যন্ত হেয়। তাঁহাদের দেশ "একমুষ্টি জোঁয়ারি মাত্র।"

পাহাড় ও মরুভূমির মধ্যে কোণঠেশা হইয়া ক্রমোন্নতিহীন নিশ্চেষ্ট অজ্ঞতায় রাজপুতেরা কাল কাটাইত। যুদ্ধ ভিন্ন কোন ব্যবসায় না থাকায়, শান্তি ও বিশ্রাম তাহাদের পক্ষে ভীষণ অবনতির কারণ হইল। যখন কনিষ্ঠ রাজপুত্রেরা বা উৎসাহী সম্ভ্রান্তগণ নিজের জন্য নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে ভারতে আর স্থান দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা "ভূমির ক্ষুধায়" পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যায় অনেক সময় পরাঙ্মুখ হইতেন না।

মুঘলের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার পর যখন রাজপুতদের পক্ষে পররাজ্য লুণ্ঠন অসম্ভব হইল, তখন বাদশাহের অধীনে বেতনভোগী সেনানীর কাজ করাই তাহাদের একমাত্র জীবিকা রহিল। সব রাজপুত বংশই ইহা করিতেন, মহারাণার অনেক সামন্ত, এমন কি ভাই পুত্র পর্য্যন্ত তুর্কের চাকরি করিতেন। কিন্তু এই কার্য্যক্ষেত্রও সংকীর্ণ এবং সব সময়ে ইচ্ছানুরূপ ছিল না।

শান্তির অবসরে কর্ম্মহীন রাজপুতেরা আফিম খাইয়া সময় কাটাইত। সে ভীষণ আফিম খাওয়া; রাজা হইতে কৃষক পর্য্যন্ত বালকবৃদ্ধ সকলেই আফিং খোর। উৎসবে দুই বৈবাহিক মিলিলেন, একজন এক তোলা আফিম লইয়া হাতে পাকাইয়া সাপের মত লম্বা করিয়া তাহার লেজটা

অপরের মুখে দিলেন, কুটুম্ব মহাশয়ও পরম আহ্লাদে মুদিত নেত্রে চুষিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাপটা গিলিয়া ফেলিলেন! ইহাই রাজস্থানের সম্ভ্রান্ত সমাজের আমোদ।

"মাচাটুর" নামে এক শ্রেণীর রাজপুত সদাসর্ব্বদা আফিমে বিভোর হইয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিত, এবং ঠিক যুদ্ধের সময় উঠিয়া অত্যন্ত মরিয়া হইয়া লড়িয়া প্রাণ দিত। ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে সুচতুর স্থিরবুদ্ধি মুঘল সেনাপতিদের লোকক্ষয় হইত বটে, কিন্তু পরাজয় হইত না।

এই সব কারণে রাজপুতেরা জগতে জয়ী হইতে পারে নাই; মুঘল বা মারাঠার হাত হইতে স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু ইতিহাসে শুধু শেষ ফলটি দেখিয়া, লাভ-লোকসানের হিসাব খতাইয়া, কোন জাতিকে বিচার করে না। চরিত্রের জন্য, শক্তির জন্য জাতিবিশেষ অমর হয়, শক্তির ফললাভের জন্য নহে। যাহার কীর্ত্তি সেই জীবিত থাকে। তাই কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
'ভয় নাই ওরে ভয় নাই!
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই!'"

রাজপুতেরা অক্ষয়, কীর্ত্তির জন্য অমর। তাহাদের মহত্ত্বের কাহিনী ভারতের চিরকালের সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে।

এই মহত্ত্বের দৃষ্টান্তে কোন রাজপুতই প্রতাপসিংহকে ছাড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার চরিত আগে রাজস্থানে চারণদের মুখে আবদ্ধ ছিল; টডের গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতে তাহা সার্ব্বজনীন, ভারতের সর্ব্ব-প্রদেশে সর্ব্বভাষায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, জাতীয় জীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইয়াছে।

প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রকাশিত সমস্ত উপকরণ বিচারের সহিত ব্যবহার করিয়া, অনেক পরিশ্রমে সুপাঠ্য ভাষায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমার উপদেশ মত আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া একেবারে নূতন করিয়া লিখিয়া এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষাভাষীদিগকে ইহা পড়িতে আহ্বান করি।

মোরাদপুর, পাটনা
২৪শে এপ্রিল, ১৯১৭

শ্রীযদুনাথ সরকার।

*** রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা আরও বেশী জানিতে চান তাঁহারা এই কটি গ্রন্থ পড়িবেন :—*Indian Antiquary*, January 1911, pp. 1—28 ; J. *A. S. Bengal*, June 1909, pp. 167—187 ; *Indian Empire*, ii 307—318, V. A Smith's *Early History of India*, 3rd. ed., 407—420 *Bombay Gazetteer* (1896) Vol. I, pt. 1, 464, 2-5, 164 ; Tod. Vol. I. ch. VI.

আত্মকথা।

দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহার কিছু আদর হইয়াছিল; তজ্জন্য দুই বৎসর মধ্যে আর একটি সংস্করণের আবশ্যক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে সেই দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় পুনরায় মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ইউরোপীয় মহাসমরের জন্য কাগজাদি দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু একেবারে কার্য্যটি ফেলিয়া রাখিতে পারি নাই; কারণ প্রতাপসিংহের মত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা আগ্রহ আছে। এ কথাও বলিতে পারি যে, এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে বা পরে প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উপন্যাস কাহিনী বা নাটক, একখানিও ইতিহাস নহে। এই পুস্তক প্রতাপসিংহ সম্বন্ধীয় একমাত্র ইতিহাস এবং উহার সেই ঐতিহাসিকতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্যই এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এবার শুধু সংস্করণটি নূতন নহে, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত এত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, উহা একরূপ নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা বালকপাঠ্য ছোট বই ছিল, এখন তাহার আকার প্রকার সবই বড় হইয়াছে। সংসারে অনেক ছোটই বড় হইয়া থাকে, সুতরাং বড় হওয়ার জন্য বিশেষ কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে প্রতাপসিংহের প্রতিমূর্ত্তিটি মাত্র ছিল, এবার ইহাতে আরও কতকগুলি ছবি ও মানচিত্র সংযোজিত করিয়াছি। আকারের পরিবর্ত্তন এবং কাগজ

ও ছবির মূল্য বৃদ্ধি জন্য পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি। তবে অবস্থা বিবেচনা করিলে মূল্য অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

প্রত্যেক দেশেরই ভবিষ্যৎ সেই দেশের অতীত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। অতীত ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তি-দিগের জীবন-বৃত্ত ব্যতীত কিছুই নহে। স্বদেশের অতীত কাহিনীর শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা; স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ-জীবন হইতে শিক্ষালাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। এই জন্য আদর্শ-জীবনী শুধু স্কুল কলেজে নহে, সর্ব্বত্রই সমভাবে সকল লোকের অবশ্যপাঠ্য! ভারতীয় আর্য্যপ্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য "ভারত প্রতিভা" গ্রন্থাবলী কল্পিত হইয়াছিল। প্রস্তাবনা ছিল, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, দানবীর ও রণবীর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহাত্মগণের জীবন চরিত এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রতাপসিংহ উহার প্রথম পুস্তক। প্রতাপসিংহই শেষ পুস্তক হইবে কি না, ভগবান্ জানেন।

একক কেহ এরূপ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে পারে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে বহুজনে মিলিয়া এরূপ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করা হয়। তজ্জন্য আশা করিয়াছিলাম, সোৎসাহ বন্ধুবর্গের সহায়তা পাইব; কিন্তু দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কেহ আমার সহযোগী হন নাই। কোন বিষয় বিস্তৃত করিয়া না জানিলে, সংক্ষিপ্ত করিয়া লেখা যায় না। ঐতিহাসিকতায় সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বিস্তৃত ভাবে সব চরিত আলোচনা করা একজনের কার্য্য নহে। কতকগুলিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাই সুব্যবস্থিত করা সঙ্গত। তাই প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, সব একত্র সমাবেশ করিয়া এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। যদি জীবনে কুলায়, আরও দুই একটি জীবনীর জন্য এই ভাবে পরিশ্রম করিবার সাধ রহিল।

যখন "প্রতাপসিংহ" প্রথম লিখি, তখন মহাত্মা কর্ণেল জেমস্ টড কৃত "রাজস্থান" নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ হইতেই উহার প্রধান উপাদান সংগ্রহ করি। যদিও সঙ্গে সঙ্গে তাৎকালিক মুসলমান ইতিবৃত্ত হইতে কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, প্রকৃত নির্ভরতা রাজস্থানের উপরই ছিল। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ভাবিত হইয়াছে; সমসাময়িক অনেক মুসলমান ইতিহাসের মূল বা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বদাউনী স্বয়ং হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; তিনি সাধারণতঃ কতকটা হিন্দুদ্বেষী হইলেও তাঁহার লেখনীমুখে যে রাজপুতের বীর্য্য-প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কম খ্যাতির কথা নহে। আবুল্ ফজল্ জীবনান্ত পর্য্যন্ত বাদশাহ আকবরের প্রায় প্রত্যেক অভিযানে যোগদান করিয়া স্বীয় ইতিহাসের বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন; সে ইতিহাসেও রাজপুত-কাহিনীর, বিশেষতঃ চিতোর ধ্বংস ও মিবারাবরোধের বিশেষ বিবরণ আছে। আবুল ফজলের "আকবরনামা" যে আকবরের রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহা পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। (*see* Bloch. Ain p. 418 *note*)। বাদশাহ আকবরের তরবারি অপেক্ষা আবুল ফজলের লেখনীর শক্তি অধিক ছিল। সেই আবুল ফজলের গ্রন্থ হইতে প্রতাপের বীর্য্যকথা যাহা পাওয়া যায়, তাহা যথেষ্ট আদৃত হওয়ার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব দুর্ব্বোধ্য আকবর-নামার যে বিরাট্ অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। উহার যে অংশে প্রতাপসিংহের কথা আছে, তাহা বর্ত্তমান পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পূর্ব্বে বাহির হয় নাই। বিগত কয়েক বর্ষ মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকর ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিকের গবেষণায় রাজপুত কাহিনীর উপর যথেষ্ট আলোকপাত

হইয়াছে। এই সকল নবালোকে বিচার করিতে গেলে মহামতি টড্
সাহেবের কোন কোন মত সমর্থন করা চলে না। দৃষ্টান্তক্রমে একটি
কথার উল্লেখ করিতেছি। টড্ লিখিয়াছেন, সেলিমই হল্‌দিঘাট যুদ্ধের
প্রধান সেনাপতি। কিন্তু নানাসূত্রে নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় যে,
তখন তাঁহার বয়স ৬।৭ বৎসর মাত্র; সুতরাং তিনি যে সে যুদ্ধে উপস্থিত
ছিলেন না, ইহা সত্য কথা এবং আবুল ফজল ও বদাউনী সেই কথারই
পোষকতা করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এই ভ্রম বুঝিতে পারিলেও টড্
সাহেবের মত পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করিয়াছিলাম; এবার সে দ্বিধা
নাই; এ জন্য ঐ অংশ আমূল নূতন করিয়া লিখিয়াছি। এইরূপ আরও
অনেকস্থলে ভ্রান্তমত বদলাইয়া দিয়াছি। স্থানের পরিচয় ও দূরত্বের
পরিমাণ যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। মোট কথা বহুগ্রন্থ
হইতে প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়, তাহার
সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করি নাই। প্রধানতঃ যে সকল গ্রন্থের সাহায্য
লইয়াছি, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করিলাম।
কোন কোন গ্রন্থের উল্লেখ জন্য যে সব সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার
করিয়াছি, তাহা ঐ তালিকা হইতে জানা যাইবে।

টডের কোন কোন মত বিচারসহ না হইলেও তাঁহার বহুশ্রমলব্ধ
বিবরণীই যে রাজপুত-কাহিনী সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বনীয়, তাহাতে সন্দেহ
নাই। অনেকেই ইতিহাস লিখেন, কিন্তু মহাত্মা টডের মত মহাপ্রাণতা
ও পরজাতির প্রতি সহানুভূতি অতি কম ঐতিহাসিকের আছে। তাঁহার
ভাবকল্পনা ও ভাষার চমকে অনেক নগণ্য ঘটনা নবগৌরবে উদ্ভাসিত
হইয়াছে। বহু ভ্রম-প্রমাদ থাকিলেও তাঁহার "রাজস্থান" হিন্দুস্থানের
এক অমূল্য সম্পত্তি এবং তজ্জন্য ভারতসন্তান মাত্রেই তাঁহার নিকট চির-
ঋণী। বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা এই মহাত্মার নিকট আরও ঋণী।

বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসের বোধ হয় এক চতুর্থাংশ পুস্তকের অনেক উপকরণ মহাত্মা টডের গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বৈদেশিকের লিখিত কোন পুস্তক কোন উন্নতিশীল ভাষার উপর এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ স্থল।

আমার গুরুস্থানীয় ঐতিহাসিক, পাটনা গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস, মহোদয় আমার পূর্ব্বতন পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ভাবে ইহার আমূল সংস্কার করিয়াছি। অবশেষে তিনি স্নেহবশে দয়া করিয়া, এক সুদীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা দ্বারা এই নগণ্য পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে চিরাবদ্ধ রহিলাম। আধুনিক গবেষণার ফলে রাজপুত দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে নবমত আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান, উক্ত ভূমিকা হইতে তাহার একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যাইবে। এখনও অনেক মাননীয় পণ্ডিত ব্যক্তি এই নব মত গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত এবং তাঁহারা সত্য সত্যই রাজপুতদিগকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির বংশধর বলিয়া গ্রহণ করেন। উপযুক্ত যুক্তিবলে তাঁহারা কোন ক্রমে নব মত খণ্ডন করিতে পারিলে, কেহ আমাদের মত সুখী হইবে না। অপর পক্ষে, হিন্দুধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন উদারতা ও ঐন্দ্রজালিক শক্তি অসভ্য শকজাতিকে এক রণদুর্ব্বার ত্যাগশীল মহাজাতি করিয়া গড়িয়াছিল, এবং চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী বিশ্ববিশ্রুত করিয়া রাখিয়াছে, হিন্দু হইয়া আমরা সে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের মহাপ্রাণতাকে অগৌরবের বিষয় মনে করি না। পরন্তু বাদবিতর্ক ব্যতীত প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের উপায়ান্তর নাই।

নানাভাবে পুস্তকখানিকে সুপাঠ্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আকবর কর্ত্তৃক চিতোরের ধ্বংসসাধন প্রতাপসিংহের জীবনের প্রধান

ঘটনা হইলেও উহার উপর তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ফলাফল ও সুখ-দুঃখ বিশেষভাবে নির্ভর করে এবং উহা হইতে আকবরের প্রকৃত চরিত্র ও শাসননীতি জানা যায়, এজন্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে উহার বিবরণ দিয়াছি। হল্‌দিঘাটের মহাযুদ্ধ শুধু রাজপুতের কেন, ভারতের ইতি-হাসেও একটি স্মরণীয় ঘটনা; কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইতিহাসেই এই ঘটনার উল্লেখ নাই; প্রকৃতপক্ষে উহা যে একটি কল্পিত কাহিনী নহে, তাহাই বিশিষ্টভাবে দেখাইয়াছি এবং যুদ্ধক্ষেত্রের একখানি মানচিত্র দিয়া দর্শকের সাক্ষ্য হইতে উহার প্রামাণিকতা রক্ষা করিয়াছি। উভয় পক্ষীয় সৈন্যের অবস্থান ও গতিপথাদি নির্ণয় করিবার জন্য রাজপুতনার একখানি সাধারণ মানচিত্র দিয়াছি। আবশ্যকমত সর্ব্বত্রই 'ফুটনোটে' বিভিন্ন মতামত ও প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

দুঃখের বিষয়, বহু চেষ্টায়ও পুস্তকখানিকে ভ্রম-প্রমাদশূন্য করিতে পারি নাই। একজাতীয় ভুল অপরিহার্য্য; অনুবাদ গ্রন্থ হইতে তথ্য-সংগ্রহ করিতে গেলে উচ্চারণ বৈষম্য জন্য অনেক ভুল রহিয়া যায়। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; মধো (মাধব) কে মধু, লোন করণকে লম্বকর্ণ, ইংরাজী রিন্তাম্ভরকে রত্নাম্বর করিয়াছি। সম্ভবতঃ শেষোক্ত নামটি রণ-স্তম্ভপুরের অপভ্রংশ। এইভাবে ভাঁইস্রোরকে ভাইন্‌স্রোর, 'কালিচ'কে কুলিজ, ও তর্থণকে তর্ষণ করা হইয়াছে। সব দোষ আমার নহে। ফারসীতে ক্ এর উপর একটি টান দিলে গ্ হয়, অনেক হস্তলিপিতে ঐ টানটা থাকে না; এইভাবে অনুবাদকেরা গো-গণ্ড বা গোগাণ্ডাকে কোকাণ্ডা পড়িয়াছেন (৬৫ ও ৮৯ পৃঃ)। চন্দায়ৎ, জগায়ৎ, শক্তায়ৎ স্থলে চন্দাবৎ, প্রভৃতি পড়াই উচিত; গিয়াস ও গাজীকে ঘিয়াস প্রভৃতি পড়িলে উচ্চারণ সঙ্গত। যাহা হউক, এ সব ভ্রান্তির জন্য প্রকৃত

অর্থবোধে অসুবিধা হইবে না। ইহা ছাড়াও মুদ্রাকরের হাতে কিছুতে নিস্তার পাই নাই। "দুরন্ত"কে কিছুতেই "দূরন্ত" (৫৭ পৃঃ) করিতে পারি নাই; অনেকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে; তজ্জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত কে, ডি, সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ কয়েকখানি ছবি ও মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া এবং স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র পুস্তক প্রণয়নকালে নানা-ভাবে আমার সাহায্য করিয়া, আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

দৌলতপুর কলেজ,
(খুলনা)
২০শে বৈশাখ, ১৩২৪

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

এই পুস্তক প্রণয়নে প্রধানতঃ যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহার তালিকা :—

1. Tod's Rajasthan, Original Edition of Lieut.-Col. James Tod, published in 1829. Vols. I & II, published by Lalit Mohan Auddy, 1896. Quoted as Raj.

2. Rajputana Gazetteer Vols. I, II & III, published by Government in 1879.

3. Ain-i-Akbari Vol. I edited with notes by H. Blochmann 1873. Quoted as Bloch.

4. Ain-i-Akbari, Vol. II edited by Jarett.

5. History of India by Elliot & Dowson, specially Vols. V & VI (1875.)

6. Tabakat-i-Akbari, translated by Elliot in Vol. V of his History. Quoted as T. A. or Tab.

7. Tarikh-i-Alfi, translated by Elliot.

8. Akbarnama Vols. I, II & III, translated by H. Beveridge and published by the Asiatic Society of Bengal (1902-12). Quoted as A. N. (Bev.)

9. Al-Badaoni's Muntakhab-ut-Twarikh Vols. I & II translated by W. H. Lowe, (1898). Quoted as Bad. Or Lowe.

10. Memoirs of Emperor Jehangueir by Major Price (Bangabasi Edition) 1904; Tuzuk-i-Jahangiri translated by W. H. Lowe, Part I; Tuzuk-i-Jahangiri...translated by Rogers and Beveridge, published by Royal Asiatic Society, 1909, Vols. I & II.

11. Gazetteer of the Bombay Presidency Vol. I, Part I (History of Guzerat) published by Government, (1896).

12. Sketch of Mairwara by Lieut.-Col. Dixon (1850). Smith Elder & Co.

13. La Touche's Ajmere-Mairwara (1879).

14. A Tour in the Punjub and Rajputana in 1883-84 by H. B. W. Garrick, Vol. XXIII (1887.)

15. Native States of India by Col. G. B. Malleson (Longman Green & Co) 1875.

16. Malleson's Akbar (Rulers of India series.)

17. Brigg's Ferishtah Vol. II (1829).

18. A general History of the Mogol Empire by F. F. Catrou. (Bangabasi Edition.)

19. Gladwin's Ayeen Akbari Vols. I & II (1783.)

20. Bishop Heber's Indian Journal Vol. II (John Murray) 1844.

21. Stewart's History of Bengal (Bangabasi Edition.)

22. Bernier's Travels in Hindusthan translated by Henry Ouldinburgh (Bangabasi Edition.)

23. Elphinstone's History of India, edited by E. B. Cowell, (9th edition) 1911.

24. Vincent A. Smith's Early History of India (3rd edition) 1914.

25. Turks in India by H. G. Keene (W. H. Allen & Co.) 1879.

26. History of Aurangzeb Vols. I, II and III by Prof. J. N. Sarkar 1912-16.

27. Imperial Gazetteer (New Edition) Vol. I. Do published by Clarenden Press 1909.

28. Agra and the Taj by E. B. Havell (Longman, Green & Co.) 1912.

29. Agra, Historical and Geographical by Syed Mahammad Latif 1896.

30. Rawlinson's Indian Historical Studies.

31. Under the Sun or Impressions of Indian Cities by Perceval Landon (Hurst and Blackett Ld.) 1906.

32. বিশ্বকোষ,—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

33. Journals of the Asiatic Society of Bengal. Quoted as J. A. S. B.

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কৃত "প্রতাপসিংহের" জন্য — রাজপুতনার মানচিত্র — ১ পৃঃ

প্রতাপ সিংহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজপুতনা।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মধ্যস্থলে রাজপুতনা নামে একটি বিস্তৃত প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে পঞ্জাব বিভাগ, পূর্ব্বভাগে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ, বম্বে ও গুজরাট অঞ্চল এবং পশ্চিমদিকে সিন্ধু দেশ অবস্থিত। এস্থানে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় বংশীয় রাজপুত জাতির বাস; এজন্য ইহাকে রাজপুতনা, রাজবারা বা রাজস্থান বলে।

রাজপুতনাকে ভারতবর্ষের হৃদয় বলা যাইতে পারে। মনুষ্য-হৃদয় যেরূপ শরীরের মধ্যভাগে সংস্থিত, রাজপুতনাও সেইরূপ বহুরাজ্য পরি-

বেষ্টিত হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্য-হৃদয় যেরূপ অস্থি-পঞ্জরের অন্তরালে নিভৃত ভাবে অবস্থিত, রাজপুতনাও সেইরূপ পর্ব্বতমালা ও মরুভূমির অন্তর্ব্বর্ত্তী। মানুষের প্রধান বল যেরূপ হৃদয়ে এবং হৃদয়ের বলেই যেরূপ প্রকৃত মহত্ত্ব সূচিত হয়, সেইরূপ ভারত-ভূমিরও এক প্রধান শক্তি রাজপুতনায় এবং এক সময়ে রাজপুতনার মহাশক্তিই ভারতবর্ষের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল।

রাজপুত রাজ্য পূর্ব্বে যত বিস্তৃত ছিল, এখন তাহা নাই। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে রাজপুতের অধিকার উত্তরে গঙ্গা-যমুনার পরপারে পঞ্জাব পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে বিহার ও বঙ্গপর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে রাজপুতনার সীমা চতুর্দ্দিক্ হইতেই সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ও বহুবিপ্লবে বীরভূমি রাজপুতনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে আজমীর-মৈরবারা ইংরাজরাজের অধিকৃত, পূর্ব্ব-ভাগে টঙ্করাজ্যে মুসলমান রাজা শাসন করিতেছেন; অবশিষ্ট অংশ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া রাজপুতদিগের অধীন আছে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সামন্ত রাজা। এখন আর সে রাজপুতনা নাই। সব লইয়া বর্ত্তমান রাজপুতনার পরিমাণ ১৩০,৯৩৪ বর্গমাইল।

আরাবল্লী নামক এক সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম রেখায় বিস্তৃত হইয়া রাজপুতনাকে প্রায় সমভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। এই দুই খণ্ডকে যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ বলা যাইতে পারে। মোটামুটি ধরিতে গেলে, পশ্চিম খণ্ডে মাড়বার বা যোধপুর, যশল্মীর ও বিকানীর এই তিনটি রাজ্য এবং পূর্ব্ব খণ্ডে মিবার, কোটা ও বুন্দী এই তিনটি রাজ্য এবং মধ্যস্থানে আরাবল্লীর উপরিদেশে ও পার্শ্বে অম্বর বা জয়পুর এবং ইংরাজাধিকৃত আজমীর-মৈরবারা এই দুইটি রাজ্য অবস্থিত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে ঢোলপুর, ভরতপুর, আল-

ওয়ার, টঙ্ক, নিমচ ও ডুঙ্গারপুর প্রভৃতি আরও কতকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্য আছে; এখানে তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আরাবল্লীই রাজপুতনার সর্ব্বস্ব। এ দেশের যাহা কিছু প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহার প্রকৃত মূলই এই পর্ব্বতমালা। সমুদ্র হইতে যে মেঘ উঠে, তাহা দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ুতাড়িত হইয়া রাজপুতনার মধ্যে আরাবল্লী পর্ব্বতে প্রতিহত হয়। সে মেঘ আরাবল্লী ছাড়াইয়া পশ্চিম দিকে যাইতে পারে না; তজ্জন্য পূর্ব্বাংশে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। তাহাতে সে দিক্ সমুর্ব্বর ও সবুজ বৃক্ষে মণ্ডিত হইয়াছে। সেই দিকে পর্ব্বতের গাত্র ধুইয়া ধুইয়া, ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, ক্রমনিম্ন হইয়া, মনুষ্যের বাসোপ-যোগী হইয়াছে। পাহাড়ের নিম্নে পার্ব্বত্য নদীর কূলে কূলে বেশ শস্যাদি হয়। আরাবল্লীর অপর দিকে তেমন বারিপাত হয় না বলিয়া এই পর্ব্বতমালা হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সেদিকে পর্ব্বতগাত্রও উত্তুঙ্গ, তাহাতে সহজে উঠানাবা যায় না। এজন্য বহিঃশত্রুও সহজে সে পথে প্রবেশ করিতে পারে না। শুধু সিন্ধুনদ নহে, রাজপুতনার মরুপ্রান্তরও পশ্চিমদিক্ হইতে ভারতবর্ষে আগত শত্রুগণের পথ রুদ্ধ করিয়া বসিয়াছে।

পূর্ব্বভাগে বনাসই প্রধান নদী। সে আরাবল্লীর মিষ্ট জল বহিয়া লইয়া উত্তর-পূর্ব্ব মুখে চম্বলে মিশিয়াছে; চম্বলনদী গিয়া যমুনায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। তাই আরাবল্লী পর্য্যন্ত গঙ্গার প্রভাব বিস্তৃত; রাজ-পুতনার পূর্ব্বাংশকে অনুগঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত বলা যায়। * রাজপুতনার পশ্চিমাংশে থর নামক মরুভূমি, সেখানে শুধু বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে; তাহারই মধ্যে সম্বর প্রভৃতি লবণাক্ত হ্রদ, আর একমাত্র প্রবাহিনী, লুনী নদী লবণাক্ত জল বহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে।

* Imperial Gazetteer, New Edition, Vol. 1, p. 34.

পূর্ব্বাংশে প্রকৃতিদেবীর নানা খেলা। কোথায়ও উচ্চ দুরারোহ পর্ব্বত, নিম্নে উপত্যকা, স্থানে স্থানে সংকীর্ণ গিরিপথ; একটু নিম্নে প্রান্তরে কত আঁকাবাঁকা গিরিনদী তীরবেগে প্রবাহিত, নিমেষে নিমেষে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া দর্শকের সম্মুখে নূতন দৃশ্য আনিয়া দেয়। সে প্রদেশে যে দিকেই চাহিয়া দেখ, তাকে তাকে পর্ব্বতমালা; শ্রেণীর পর শ্রেণী, আবার পর্ব্বতশ্রেণী, প্রাচীরের পর প্রাচীর যেন দূরে গিয়া আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। কেহ চলিতে চলিতে, বাঁক ফিরিলেই অদৃশ্য হয়, কোথায় কোন্ অলিগলি গিরিবর্ত্ম, লোকে নিতান্ত অভ্যস্ত অভিজ্ঞ না হইলে, জানে না। নবাগত শত্রু আসিয়া সহজে এই পাহাড়িয়া দেশে অধিকার লাভ করিতে পারে না। পর্ব্বতের এমনই কি মোহিনী শক্তি আছে, যে তাহার রঙ্গভূমিতে যাহারা বাস করে, তাহারা স্বাধীনতা ভালবাসে, আর তাহার জন্য প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে, যে দেহের বল, মনের শক্তি ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা লাগে, তাহা সহজেই পার্ব্বত্য লোকেরা পায়। অশ্ব এই প্রদেশের একমাত্র যান ও প্রধান অবলম্বন; অশ্বারোহী রাজপুতসৈন্য বীরত্বে অদ্বিতীয় এবং স্বদেশের গৌরবস্থল।

আর পশ্চিমাংশে? সেদিকে শুধু মরুভূমি—অনন্ত বিস্তৃত বালুরাশি খররবিকরে অনলবৎ জ্বলিতেছে। পথের সন্ধান নাই, আশ্রয়ের সম্ভাবনা কম, শ্রান্তক্লান্ত পথিক সর্ব্বদাই দস্যু-দুর্ব্বৃত্তের ভয়ে আতঙ্কিত। ফাকা ফাকা কণ্টক-বৃক্ষের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখা যায়, বালুকার ঢিপিগুলি এমনভাবে শ্রেণীবদ্ধ সমান্তরালভাবে একটির পর একটি দাঁড়াইয়া আছে, যে জানিবার উপায় নাই, কোথায় শত্রু লুক্কায়িত। সে ঢিপিগুলি ৫০ হইতে ১০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং কোন কোনটি দুই মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ। বালুকাময় মরুভূমির উপর সেই ধবল ঢিপিগুলি দূর হইতে

দেখিলে বিস্তীর্ণ সাগর-বক্ষে অনুচ্চ তরঙ্গভঙ্গের মত বোধ হয়। এই মরু-প্রান্তরে উষ্ট্রই একমাত্র যান, সমস্ত রাজপুতনায় তাহারাই একমাত্র ভারবাহী জন্তু।

মধ্যস্থলে আরাবল্লী যে শুধু মেঘের পথ রুদ্ধ করিয়া বর্ষার জলে পূর্ব্বাংশকে সরস ও সজীব করিয়াছে তাহা নহে, পশ্চিমদিক্ হইতে বায়ু-তাড়িত বালুকারাশিও মিবারাদি রাজ্যে আসিতে দেয় না। আরাবল্লী রাজপুতনার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষেত্রী নামক স্থান হইতে আরব্ধ হইয়াছে। প্রথমে ছিন্নভিন্ন খণ্ড পাহাড়গুলি একটু একটু উচ্চ হইতে হইতে আজমীরের * নিকট আসিয়া বেশ উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজমীর হিন্দুস্থানের প্রান্তরে বোধ হয় সর্ব্বোচ্চ সুন্দর সহর। সেখান হইতে আরাবল্লী আর খণ্ড পাহাড় নহে, ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন প্রাচীরের মত চলিয়াছে ; সেই উন্নত পর্ব্বতের উপর মৈরবারা রাজ্য। ভীলদিগের মত মৈরগণও এক অসভ্য জাতি। এই ভীল ও মৈর প্রভৃতি জাতি সুসভ্য রাজপুতদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া যে পাহাড়িয়া দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়াছে মৈরবারা, ভীলবারা প্রভৃতি।

উত্তরদিক্ হইতে যে কোন বলশালী জাতি রাজপুতনা অধিকার করিবার কল্পনা করিয়াছেন, আজমীরই তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। ইহা রাজপুতনার দ্বারস্বরূপ। কোন ক্রমে আজমীরের দুর্ভেদ্য তারাগড় একবার অধিকার করিতে পারিলে, রাজপুতনার দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সাহস হয়। †

---

* মীর শব্দের অর্থ পর্ব্বত। অজয় সিংহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই স্থানের নাম অজয়মীর বা অজমীর।

† এই স্থানে চৌহানবীর পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করিতেন, পরে তিনি দিল্লীশ্বর হন।

আজমীর হইতে প্রায় ৭০ মাইল পর্য্যন্ত আরাবল্লী আজমীর-মৈরবারা রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে পর্ব্বতের পশ্চিমগাত্র অত্যন্ত উচ্চ এবং গিরিসঙ্কটগুলি বড় সঙ্কীর্ণ। মৈরবারার শেষ সীমায় দেবীর নামক গিরি-বর্ত্ম। তৎপরেই পর্ব্বতের পূর্ব্বগাত্র হইতে মিবার রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। দেবীর হইতে পর্ব্বতমালা ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়াছে, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমদিকে ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, উহার উপর অসংখ্য শিখরমালা আকাশ ছুঁইবার জন্য দেশ জুড়িয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মিবারের এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতীব দুর্গম এবং ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ। এখন মাড়বারের সানুদেশে দেসুরী নামক স্থান হইতে একটি নাতিপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছে ; সে পথে শকট চলিতে পারে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিব, তখন সে পথ ছিল না। তখনকার দুরারোহ গিরিসঙ্কটগুলি এত বক্র ও সংকীর্ণ ছিল যে, কোন কোন স্থানে একটি অশ্ব বা একটি উষ্ট্র অতি কষ্টে সে পথে যাইতে পারিত। সেই সব পথের দুইপার্শ্বে পর্ব্বতমালা সোজাভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদের কোন শৃঙ্গ বা উচ্চ গহ্বর হইতে সামান্য-

---

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন ঘোরী বহু লোক ক্ষয় করিয়া আজমীর অধিকার করেন। পরে আবার ইহা রাজপুতদিগের হস্তে আসে। আকবর আজমীর অধিকার করিয়া (১৫৫৯) ইহা তাঁহার একটি সুবার রাজধানী করেন। এই স্থানে জাহাঙ্গীর প্রথম স্যর টমাস রো নামক ইংলণ্ডীয় রাজদূতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। (১৬১৫)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা কিছুকাল মাড়বারের রাঠোরদিগের হস্তে ছিল বটে, কিন্তু পরে হোলকার ইহা অধিকার করেন এবং তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে ১৮১৮ অব্দে ইংরাজগণ আজমীর পান। Rajputana Gazetteer Vol. I., pp. 49-50, Vol. II., pp. 14-19, Imperial Gazetteer, Vol. XI. pp., 403-7. ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মৈরবারা ইংরাজাধিকার ভুক্ত হয়। তদবধি পার্ব্বত্য মৈরগণ ক্রমে সভ্যতার আস্বাদন পাইয়া উন্নত হইতেছে। Lieut, Col. Dixon's "Sketch of Mairwara (1848) p. 229, La Touche's Ajmere-Mairwara (1879).

সংখ্যক লোকে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে প্রকাণ্ড শত্রুদলের সর্ব্বনাশ করিতে পারিত।

দেবীরের পর পর্ব্বত পার হইবার প্রথম পথ সোমেশ্বর নাল; তাহার পরে যে পথটি ছিল, তাহাই এক্ষণে দেসুরীবর্ত্ম হইয়াছে। দেসুরীর পর হাতিগড়া নাল; ইহারই উপর কৈলবারা নগরী ও কমলমীর দুর্গ। এক সময়ে কৈলবারা মিবারের রাজধানী ছিল, এবং কমলমীর দুর্গ অধিকার করিবার জন্য মোগলেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। আরও ছয়মাইল দক্ষিণে সদ্রিসঙ্কট; তাহার উপর রামপুরার বিখ্যাত জৈনমন্দিরমালা ভীষণ জঙ্গলের মধ্য হইতে মস্তক উন্নত করিয়া এক পুরাতন নগরীর গৌরব ঘোষণা করিতেছে। সদ্রির দক্ষিণে কোন বিশেষ দীর্ঘপথ নাই; এইস্থান হইতে দুরারোহ পর্ব্বতাবলী বিখ্যাত আবুশৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। আবুর জৈনমন্দির জগতের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। ইহার পূর্ব্বদিকে কিছুদূরে আরাবল্লীর উপরিভাগে গোগুণ্ডার গিরিদুর্গ; তেমন উচ্চ দুর্গ ভারতবর্ষে আর নাই। গোগুণ্ডা হইতে পূর্ব্বদিকে আরও নিম্নে অবতরণ করিলে চিরমনোরম উদয়পুর নগরে পৌঁছান যায়। প্রতাপসিংহের সময় উদয়পুরই মিবারের রাজধানী ছিল; এখনও তাঁহার বংশধর মিবারের মহারাণা সেইস্থানে রাজত্ব করিতেছেন।

উদয়পুর হইতে পূর্ব্বমুখে কিছুদূর অবতরণ করিলেই আরাবল্লী শেষ হইয়াছে। সেইস্থান হইতে মিবারের প্রান্তর আরম্ভ হইয়াছে। সেই প্রান্তরে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি খণ্ডশৈলের উপর চিতোরদুর্গ অবস্থিত। এমন সুন্দর সুবিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গ অতীব বিরল। চিতোরই মিবারের আদিরাজধানী ছিল; মোগলের অত্যাচারে সেখান হইতে উহা উদয়পুরে স্থানান্তরিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাজপুত জাতি।

জপুতগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ক্ষত্রিয় বংশজাত নহেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত শাকদ্বীপ হইতে শকগণ নানা সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্ব হইতে কাশ্মীরের পশ্চিম পর্য্যন্ত পারস্যদেশের উত্তর সীমাস্থিত মধ্যএশিয়ার প্রদেশসমূহের পুরাতন নাম ছিল—শাকদ্বীপ। * এই শাকদ্বীপের সহিত প্রাচীন ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তথায় প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের বসতি ছিল বলিয়া জানা যায়। অতি পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। তৎপরে শকক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণাভাবে অনাচারী হইয়া যান। † উহারা শক, কুষণ, জাট প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়-ভুক্ত; কিন্তু তাঁহাদের সকলের সাধারণ নাম ছিল শকজাতি। এই

---

* এই শাকদ্বীপ (Scythia) হইতে শকবীরগণ কালক্রমে কৃষ্ণসাগর পার হইয়া ইয়োরোপের নানা ভাগে বসতি করেন। সেই দুর্দ্দান্ত শক বা স্কিদীয় জাতির সহিত পারস্য ও অন্যান্য দেশের রাজারা বহুকাল যুদ্ধ করেন। মহাবীর আলেক-জেণ্ডারের উত্থানের পর হইতে ইয়োরোপ অঞ্চলে শক প্রভাব লুপ্ত হয়। বিশ্বকোষ, ২০শ খণ্ড, ২৬৬-৭০ পৃঃ।

† মনুসংহিতা, ১০ম, ৪৩-৪৪।

সকল শকজাতি বহুকাল ধরিয়া ভারতীয় রাজাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করেন; শকদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াই রাজা বিক্রমাদিত্যের আর একটি উপাধি হয় শকারি। এখনও আমাদের দেশে শককুষণ জাতীয় রাজা কণিষ্কের প্রতিষ্ঠিত শকাব্দ চলিয়া আসিতেছে। শকগণ ক্রমে ক্রমে নানাস্থানে অধিকার স্থাপন করিয়া বাস করেন এবং তাঁহারা নানাসূত্রে এদেশীয় আর্য্য-সমাজে প্রবেশলাভ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত হন। ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে রাজপুতেরা এই শকজাতীয়। কর্ণেল টড বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছেন যে এখনও রাজপুতদিগের আচার-ব্যবহার, পূজাপদ্ধতি ও উৎসবাদিতে নানাভাবে শকপ্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। * অতি প্রাচীনকালে শকজাতীয় কোন কোন রাজার উপাধি ছিল "রাজপুত্র"; সম্ভবতঃ উহা হইতেই "রাজপুত" নামের উদ্ভব হইয়াছিল। সেই শকজাতীয় রাজপুতগণ যে প্রদেশে বিশেষভাবে রাজ্যস্থাপন করেন, তাহাই রাজপুতনা।

রাজপুতনার ক্ষত্রিয় রাজপুতগণ নানাবংশীয়। রাজস্থানের ইতিহাসে ইঁহাদের ছত্রিশটি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ তিনটি বংশ প্রধান;—সূর্য্যকুল, চন্দ্রকুল ও অগ্নিকুল। এস্থলে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আমরা মোটামুটি সামান্য পরিচয় দিব।

সূর্য্যবংশীয় রাজপুতগণ অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রের বংশীয় বলিয়া

---

* সর্ব্বপ্রথমে কর্ণেল টডই শকজাতি হইতে রাজপুতের উৎপত্তির বিষয় বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন, তৎপরে ঐতিহাসিকগণ বহুপ্রমাণে সেই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। See Tod's Rajasthan, Vol. I., Chap. I to VI, V. A. Smith's Early History of India, 3rd Edition, pp. 322, 407-9 বিশ্বকোষ ১৬শ খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ।

পরিচয় দেন। এই বংশের অনেকগুলি শাখা আছে, তন্মধ্যে তিনটি শাখা প্রধান;—গিহ্লোট, রাঠোর ও কচ্ছবাহ বা কুশ্বাহ। গিহ্লোটগণ রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশ এবং রাঠোর ও কচ্ছবাহগণ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কুশের বংশ। গিহ্লোটবংশ সূর্য্যকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; এই বংশে আবার ২৪টি প্রশাখা আছে, তাহার একটির নাম শিশোদীয়। মিবারের রাণাগণ সূর্য্যবংশীয় রাজপুতের গিহ্লোট-শাখার শিশোদীয় বংশজাত। এই বংশে মহারাণা প্রতাপসিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

রাঠোরেরা প্রথমতঃ কনৌজে বাস করিতেন। সেখান হইতে তাঁহাদের কতক যোধপুরে রাজ্যস্থাপন করেন। সেইজন্য যোধপুরের রাণাগণ রাঠোরবংশীয়। জয়পুর বা অম্বরের রাজগণ কচ্ছবাহ কুলজাত।

চন্দ্রকুলে যদু একজন আদিপুরুষ বলিয়া, এই বংশের আর এক নাম যদুকুল। ভট্টি, তুয়ার প্রভৃতি এই বংশের শাখা। যশল্মীরের অধিপতিগণ ভট্টি এবং দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল তুয়ারবংশীয় ছিলেন। অগ্নিকুলে প্রমার, পরিহার, চালুক্য ও চৌহান্ এই চারিটি শাখা। আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাজ চৌহান্‌বংশীয় ছিলেন, তাঁহারই হস্ত হইতে মুসলমানেরা প্রথম হিন্দুরাজ্য অধিকার করেন।

নানাশাখাভুক্ত হইলেও রাজপুতদিগকে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য সকল জাতি হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝা যায়। তাহারা এক মহাজাতি। সকল মহাজাতির ন্যায় রাজপুতেরও বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব—রাজপুতের শারীরিক গঠন। ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য্যপ্রতিভা রাজপুতের সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হয়। তাহাদের দেহ উন্নত, বলিষ্ঠ ও দৃঢ়; রাজপুতের মধ্যে কতক কৃষ্ণকায় হইলেও তাহারা সাধারণতঃ গৌরবর্ণ। কৃষ্ণ কেশ, প্রশস্ত বক্ষঃ ও বিস্তৃত নেত্র রাজপুতের বিশিষ্ট চিহ্ন। রাজপুতগণ অত্যন্ত সাহসী, অসাধারণ বিক্রমশালী এবং সাতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণু। তাহারা বিপদ

বা মৃত্যুকে ভয় করে না, অনাহারে বা অনিদ্রায় ক্লেশ বোধ করে না। বিলাসিতা বা অনর্থক আড়ম্বরপ্রিয়তা তাহাদের নাই। রাজপুতগণ যেমন সবল ও সমর্থ, তেমনই কর্ম্মঠ। তাহাদের দেশ যেমন সমতল নহে, তাহাদের কার্য্যতৎপরতাও সেইরূপ সব সময় সমান থাকে না। হয়ত কখনও কখনও রাজপুত আলস্য ও উৎসবে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত, কিন্তু যখন কাজের সময় আসিত, রাজপুতের মোহ ভাঙ্গিত, রাজপুত তখন কার্য্যক্ষমতার চরম সীমা দেখাইত। হয়ত তাহারা মারহাট্টাদিগের মত ক্ষিপ্রকারিতায় বা কূটকৌশলে দক্ষ নহে, কিন্তু রাজপুতগণ যে কার্য্য যখন আপনার বলিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে প্রতিপদে যে দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব দৃষ্ট হইয়াছে, তেমন দৃষ্টান্ত অন্যজাতির ইতিহাসে বড় বিরল।

রাজপুতগণ স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম—এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসক। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য বা স্বধর্ম্মের গৌরব-বর্দ্ধন জন্য রাজপুতগণ যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম ও মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজপুত না পারে এরূপ কর্ম্ম নাই। রাজপুত স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারে না। রাজপুত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে পারে না। স্বদেশ বা স্বধর্ম্মের জন্য যখনই রাজপুত যুদ্ধ করিতে করিতে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়াছে, তখনই তাহারা পূর্ব্বাহ্নে পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে প্রজ্বলিত চিতানলে তনু বিসর্জ্জন করিতে দিয়াছে * এবং পরমুহূর্ত্তে রুদ্রমূর্ত্তিতে রণাঙ্গনে শত্রুকরে দেহত্যাগ করিয়াছে। কত শত বার রাজস্থানের উপর দিয়া ভীষণ বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে; কত শত বার যবন-হস্তে রাজস্থান বিধ্বস্ত, বিদগ্ধ বা লুণ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু রাজপুত-রমণী ধর্ম্ম বা সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয় নাই।

* ইহারই নাম জহরব্রত।

রাজপুত জাতির এই বিশেষত্ব তাহাদের কীর্ত্তি-কথা অক্ষয় অক্ষরে রক্ষা করিয়াছে।

রাজপুতের মত সত্যনিষ্ঠ জাতি অতীব বিরল। রাজপুতের মুখের কথা বা প্রতিজ্ঞা উভয়ই তুল্য। রাজপুত বীর কখনও সত্য ভঙ্গ করে নাই; যদি কেহ কোন কার্য্য করিবে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, তবে তাহা করিবে না বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া সর্ব্বস্ব হারাইতেও রাজপুত কাতর নহে। রাজপুতের ইতিহাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কোথায়ও প্রবঞ্চনা, সত্য-ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজপুতের নীতিশাস্ত্রানুসারে "গুণচোর" (অকৃতজ্ঞ) এবং "সৎচোরের" (বিশ্বাস-ঘাতক) মত মহাপাপী আর নাই।

রাজপুত-চরিত্রে নীচতার চিহ্ন নাই। প্রকৃত হিন্দুর মত রাজপুতগণ অতিথিসেবা ও আশ্রিত-প্রতিপালনকে মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া জানে; যে অতিথি, রাজপুত তাহাকে পূজা করিবে; যে অবনত, রাজপুত তাহাকে আশ্রয় দিবে। আশ্রিত ব্যক্তির পূর্ব্বাপরাধ যতই অধিক হউক না কেন, তাহাকে আশ্রয় দিতে গিয়া যতই বিপদে পতিত হইতে হউক না কেন, রাজপুতের নিকট আশ্রয় চাহিলেই আশ্রয় মিলিবে। ক্ষমা করিতে এত মুক্তহস্ত জাতি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে শত্রুর ভীষণ অত্যাচারে বহুকাল বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে, পরাজিত বা পদানত হইবা-মাত্র তাহাকেও রাজপুত ক্ষমা করিবে। রাজপুত যুদ্ধ করিয়াছে, দেশ জয় করিয়াছে, দেশ লুণ্ঠনও করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর কখনও অত্যাচার করে নাই। অন্যায় সমর বা দুর্ব্বলের উপর বলপ্রয়োগ রাজ-পুতের ধর্ম্ম নহে।

রাজপুতের ইতিহাস আদ্যোপান্ত আত্মোৎসর্গের ইতিহাস। স্বার্থ-

ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে রাজপুত অতুলনীয়। স্বদেশীয় নৃপতিকে তাহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করে; জন্মভূমিকে জননী অপেক্ষাও গরীয়সী মনে করে। রাজার জন্য, দেশের জন্য বা দশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিবার দৃষ্টান্ত রাজপুত-ইতিহাসের পত্রে পত্রে দৃষ্ট হয়। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—এ নীতির সত্যতা রাজপুত-চরিত্রে বর্ণে বর্ণে প্রতিপন্ন হয়। থর্ম্মপলির বিখ্যাত গিরিবর্ত্মে স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া গ্রীক্ বীর লিওনিডস্ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু রাজস্থানের মধ্যে এমন কোন ক্ষুদ্র দেশ নাই, যাহাতে থর্ম্মপলির মত যুদ্ধ হয় নাই এবং এমন কোন ক্ষুদ্র নগরী নাই, যাহাতে লিওনিডসের মত বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। এক লিওনিডসের বীরত্বে ও মহত্ত্বে জগৎ মুগ্ধ—কিন্তু রাজস্থানের গিরি-কন্দরে ও মরুপ্রান্তরে যে কত শত লিওনিডসের কীর্ত্তিকথা লোকলোচনের বহির্ভূত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। * রাজপুতের বড়ই দুর্ভাগ্য যে গ্রীক্‌দিগের মত তাহাদের কোন ঐতিহাসিক বিবরণী নাই।

* "There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylœ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas. But the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration." *Tod's Rajasthan, Vol. I., p. 8.*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বপুরুষ।

র্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব স্বীয় নামানুসারে লবকোট বা লাহোর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান হইতে লবের বংশধরগণ কেহ কেহ ভারতবর্ষের দক্ষিণ-ভাগে গিয়া সৌরাষ্ট্র ও বল্লভীপুর প্রভৃতি স্থানে রাজ্য-স্থাপন করেন। কথিত আছে, কনক সেনই প্রথম জন্মভূমি ত্যাগ করেন। তাঁহার বংশীয় শিলাদিত্য নামক একজন বল্লভীপুরে রাজা ছিলেন। এই সময়ে মধ্যএসিয়া হইতে হূন্ প্রভৃতি নানা দুর্দ্ধর্ষ জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, যেখানে-সেখানে অধিকার বিস্তার করিতে-ছিল। তাহারাই শিলাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে এবং তাঁহার রাজধানী বল্লভীপুর তাহাদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে রাণী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি একটী দূরবর্ত্তী স্থানে ভবানীদেবীর মন্দির দর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুর হস্তে নিস্তার পান। পথে আসিবার সময় দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া রাণী একান্ত অধীরা হন এবং একটী পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইয়া এক পুত্র প্রসব করেন। গুহায় জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের নাম রাখা হয়—গুহাদিত্য বা গোহ। গুহা-দিত্যের বংশীয় বলিয়া মিবারের রাজপুতগণ গুহিলৎ বা গিহ্লোট্ বলিয়া পরিচিত হন। *

---

* গুহাদিত্যের গুহিল নামও দেখা যায়; তাঁহার বংশীয়গণ গুহিলপুত্র, গেভিল

রাণী পুষ্পবতী সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে কমলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজে চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি গোহ ব্রাহ্মণগৃহে ব্রাহ্মণপুত্রের মত প্রতিপালিত হইতে থাকেন। তাঁহাকে সাধারণ লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। গুহাদিত্যের পুত্রের নাম বাপ্পাদিত্য বা বাপ্পারাও। * চিতোরগড়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে বাপ্পারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্ভবতঃ গুহাদিত্যকে লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিত বলিয়া তাঁহার পুত্র বাপ্পাও বিপ্রকুলজাত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। †

বাপ্পারাও ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি দৈববলে অল্পবয়সে মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। বাপ্পার মাতৃকুল প্রমারবংশীয়। এই বংশের এক শাখা এই সময়ে চিতোরে রাজত্ব করিতেছিলেন। বাপ্পা শিশুকাল হইতে ইদর নামক অজানিত পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। ভাগ্যবান্

পুত্র প্রভৃতি নামেও কথিত হইয়াছেন। রাণা কুম্ভের সময়ের একলিঙ্গ-মন্দিরের একখানি শাসনে উল্লিখিত হইয়াছে :—

"জয়তি শ্রীগুহ দত্তঃ প্রভবঃ শ্রীগুহিল বংশস্য"

J. A. S. B. 1909 pp. 172, 180.

কেহ কেহ গোভিল গোত্র হইতে গোহ্লত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলেন।

বিশ্বকোষ, ৫ম, ২৯৬ পৃঃ।

* শ্রীযুক্ত টড্ সাহেবের মতে গুহাদিত্যের বংশীয়েরা আট পুরুষ ইদর প্রদেশে অজ্ঞাতভাবে বাস করেন; অধস্তন অষ্টম পুরুষের নাম নাগাদিত্য। এই নাগাদিত্যের পুত্র বাপ্পারাও। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যাপক ভাণ্ডারকর যোধপুরে প্রচলিত একটী খ্যাৎ বা আখ্যায়িকা হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, গুহাদিত্যেরই পুত্রের নাম বাপ্পারাও। মুন্সী করিম্ উদ্দীন্ কৃত "তারিখ-ই-মালওয়া" হইতেও ঐ একই কথা জানা যায়। Tod, Vol. I., p. 186, J. A. S. B. 1909 pp. 167-87, article on "Guhilots."

† চিতোরগড়ের শিলালিপি এক্ষণে উদয়পুরে ভিক্টোরিয়া হলে রক্ষিত হইতেছে। উহাতে বাপ্পার কথায় একস্থলে আছে—"আনন্দপুর সমাগতঃ বিপ্রকুলানন্দনো মহীদেবঃ।"

পুরুষেরা আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ আপনারাই পরিষ্কার করিয়া থাকেন। উন্নতিকামী বাপ্পা পাহাড়ীয়াদিগের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মিবারে আসিলেন এবং তথায় চিতোরের রাজবংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। চিতোরের উত্তর পশ্চিম ভাগে শিশোদীয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে আসিয়া বাপ্পারাও প্রথমে অধিষ্ঠান করেন। এই জন্য তাঁহার বংশীয়গণ শিশোদীয় রাজপুত বলিয়া গৌরবান্বিত হন। * বাপ্পা অল্পদিন মধ্যে এরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠেন যে তিনি বীরবিক্রমে চিতোর অধিকার করিয়া লন এবং ৭২৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া হিন্দু-সূর্য্য উপাধি গ্রহণ করেন। চিতোর ক্রমে সমগ্র মিবারের রাজধানী হয়।

বাপ্পারাও মিবার-রাজকুলের আদিপুরুষ বলিয়া রাজপুত কর্ত্তৃক পূজিত হন। সুশিক্ষা ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি স্বীয় মুষ্টিমেয় বংশধরগণকে অচিরে এক রণদুর্ব্বার জাতিতে পরিণত করেন। কথিত আছে বাপ্পা প্রায় শতবর্ষকাল জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য বহুবিস্তৃত হইয়াছিল।

তাঁহার বহুসন্তান হইতে ক্রমে রাজপুতের সংখ্যা বাড়িতে থাকে।

১১৫০ খৃষ্টাব্দে এই বংশে সমরসিংহের জন্ম হয়। তিনি চৌহান বংশীয় দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনী কর্ম্ম দেবীকে বিবাহ করেন। যেদিন সরস্বতীতটে সাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন, সেদিন সমরক্ষেত্রে দিল্লীশ্বরের পার্শ্বে মহাবীর সমরসিংহও চিরনিদ্রায় অভিভূত হন (১১৯৩)। সমরের শিশুপুত্র কর্ণকে মিবারের সিংহাসনে বসান

* দুঃখের বিষয় উদয়পুরের মহারাণা পিতৃপুরুষের এই কীর্ত্তি স্থানটী সযত্নে রক্ষা করেন নাই। এক চারণদেবের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া মহারাণা শিশোদীয়া পল্লীটী তাহাকে দান করেন। Tod's Rajasthan, Personal Narratives, Vol. I., p. 521.

হয়। এই সময়ে দিল্লীর পাঠান শাসনকর্ত্তা কুতব-উদ্দীন রাজপুতনা জয় করিতে আসেন; তখন কর্ম্মদেবী স্বয়ং সামন্ত রাজগণের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন।

কর্ণের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাহুপ রাজা হন। তাঁহার সময়ে দুইটি প্রধান পরিবর্ত্তন হয়; এই সময় হইতে মিবারের গিহ্লোট-বংশীয় রাজপুতগণ শিশোদীয় রাজপুত বলিয়া বিশেষিত হন; এবং এতদিন চিতোরেশ্বরের উপাধি ছিল—রাওল, তিনি সে উপাধি ত্যাগ করিয়া "রাণা" উপাধি গ্রহণ করেন। *

সুবিখ্যাত ভীমসিংহ এই রাহুপেরই অধস্তন বংশধর। তিনি যখন তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে রাজ্যশাসন করিতেন, তখনই রাজধানী চিতোর দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন্ খিলিজী কর্ত্তৃক প্রথমবার আক্রান্ত হয়। সেবার ভীমসিংহের পত্নী মহারাণী পদ্মিনীর কৌশলে পাঠানবীরকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে বহু সৈন্যসহ পুনরাক্রমণ করেন; এবার রাণা লক্ষ্মণসিংহ বহুপুত্রসহ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু চিতোরের উদ্ধার হইল না। আলাউদ্দীন্ দুর্গ অধিকার করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন; রাণার একটিমাত্র

---

* মিবারের রাজপুতগণ রাজস্থানে আসিবার পূর্ব্বে "সূর্য্যবংশী" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পরে গুহাদিত্যের বংশীয় বলিয়া তাঁহাদের নাম হয় গুহিলৎ বা গিহ্লোট, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রাজপুতদিগের সাধারণ রাজোপাধি রাওল। বাপ্পারাও চিতোরের রাজা হইয়া মহারাওল উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শিশোদীয়া গ্রামবাসী হইলেও, তাঁহার বংশীয়েরা তখনও শিশোদীয় আখ্যা পান নাই। রাহুপ ভাগ্যক্রমে কনিষ্ঠবংশ হইতে রাজা হন। তিনি অন্য শাখা হইতে পৃথক্ করিবার জন্য চিতোরের রাণাকে শিশোদীয় বংশীয় বলিয়া চিহ্নিত করেন। জ্যেষ্ঠের বংশীয় রাওলগণ তখন স্থানান্তরে ছিলেন; তাঁহাদেরই এক শাখা এক্ষণে ডুঙ্গারপুরে রাজত্ব করিতেছেন; তথাকার অধীশ্বর মহারাওল উপাধিতে ভূষিত। মাণ্ডোরের পুরীহর বংশীয় রাজার উপাধি ছিল রাণা; তাঁহাকে জয় করিয়া রাহুপ মহারাণা উপাধি লন। Tod, Vol, I pp. 180, 217; Malleson, Native States, p 11.

পুত্র পরিবারবর্গ সহ পলায়ন করেন। কিছুদিন পরে রাণার পৌত্র মহাবীর হাম্বীর চিতোরের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। হাম্বীরের বীরত্ব-কাহিনী রাজস্থানের ইতিহাস সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

শতাধিকবর্ষ পরে রাণা কুম্ভ নামক আর এক নৃপতি চিতোরের কীর্ত্তি-কলাপ লোক-বিশ্রুত করিয়া দেন। তাঁহার সময়ে মালব ও গুজরাটের

চিতোরের জয়স্তম্ভ।

অধীশ্বর বহুসৈন্য লইয়া মিবার আক্রমণ করেন। রাণা কুম্ভ তাঁহাদিগকে ভীষণ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া, মালবেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি চিতোরে এক অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশলসম্পন্ন বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। উহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই স্তম্ভব্যতীত তাঁহার সময়ের আরও অনেক কীর্ত্তিমন্দির আছে। কথিত আছে, মিবারের পরিরক্ষা জন্য যে ৮৪টি দুর্গ ছিল, তন্মধ্যে ৩২টি দুর্গ কুম্ভের সময়ে নির্ম্মিত। বিখ্যাত কুম্ভমেরু বা কমলমীর দুর্গ এখনও তাঁহার কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে। কমলমীর দুর্গের কথা পরে বলিব।

কুম্ভের পৌত্র রাণা সঙ্গ বা সংগ্রামসিংহের সময়ে রাজপুত-গৌরব বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে অধিকাংশ রাজপুত সামন্তবর্গ একই বিজয়-বৈজয়ন্তী-তলে সমবেত হইয়াছিলেন। বহুদিন হইতে দিল্লীর রাজদণ্ড তোগ্‌লক, সৈয়দ, লোদী প্রভৃতি নানাজাতীয় নৃপতি দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু রাজপুতগণ সে সব রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান না করিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির কথা এবং আত্মকলহ লইয়া কালযাপন করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সংগ্রামসিংহ পৈতৃক সিংহাসনে সমাসীন হন, তখন ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। এই সময়ে মোগলবংশীয় বাবর ভারত আক্রমণ করেন।

মধ্য এশিয়া হইতে বহুবার বহু শত্রু ভারত আক্রমণ করিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই রাজ্যাধিকার অপেক্ষা ধনরত্ন লুণ্ঠনে অধিকতর ব্যস্ত ছিল। কিন্তু বাবরের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র; তিনি পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া, দিল্লী অধিকার করিলেন (১৫২৬) এবং দৃপ্ত সেনাদল লইয়া, চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এবার সংগ্রাম দেখিলেন যে, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিলে, সমস্ত হিন্দুরাজ্য যবনাধীন হইয়া যাইবে; সুতরাং তিনি বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য, সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সমস্ত রাজপুত সামন্তবর্গ তাঁহার অধীনে সমবেত হইলেন। প্রথমতঃ কানুয়া নামক স্থানে বাবরের একদল সৈন্য শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইল। সন্ত্রস্ত বাবর রাজপুতের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। অল্পদিন

মধ্যে শিকৃরীর সন্নিকটে বিয়ানা নদীতটে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৫২৭)
বাবর দুইপার্শ্বে অশ্বারোহী ও মধ্যস্থলে কতকগুলি কামান সজ্জিত করিয়া আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণ এরূপ যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কামান লইয়া যুদ্ধ করেন নাই; কামানের মুখে রাজপুতসৈন্য উড়িয়া যাইতে লাগিল; সম্মুখবর্ত্তী জনৈক রাজপুত সেনাপতি বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখাইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলেরা প্রাণপণে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিল। অবশেষে সংগ্রাম পরাজিত হইলেন। বিধির বিধান মানুষের অগম্য। এ যুদ্ধে মোগলের পরাজয় হইলে, ভারতের ইতিহাস কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইত, কে জানে?

পরাজিত সংগ্রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মোগল-শত্রুকে পরাভূত না করিয়া, তিনি রাজধানী চিতোরে প্রত্যাগত হইবেন না। কিন্তু অচিরে তিনি পরলোক গমন করিলেন (১৫২৮)। রাজপুতের সকল আশা-ভরসা ফুরাইয়া গেল। রাণা সংগ্রাম আজীবন বীরধর্ম্মে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি নানা স্থানে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে অষ্টাদশ বার জয়লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার এক চক্ষু, এক হস্ত ও এক পদ নষ্ট হয়; তাঁহার শরীরের সম্মুখভাগে অশীতিসংখ্যক অস্ত্রচিহ্ন ছিল। বীরকেশরী রাণা সঙ্গের আকস্মিক মৃত্যুতে রাজপুত জাতির ও সমগ্র. ভারতবর্ষের ভীষণ ক্ষতি হইল। রাজপুতোচিত মহাপ্রাণতার জন্য সংগ্রামের সহিত একমাত্র তাঁহার পৌত্র মহারাণা প্রতাপসিংহেরই তুলনা হইতে পারে।

সংগ্রামের মৃত্যুর পর বাবর তৎপুত্র রাণা বিক্রমজিতের সহিত এক সন্ধি করেন (১৫২৮)। বিক্রমজিতের শাসন দোষে বিভিন্ন রাজপুতসম্প্র-দায়ের মধ্যে নানা বিরোধ উপস্থিত হয়; এই সুযোগে গুজরাটের মুসলমান নৃপতি মিবার আক্রমণ করিয়া, দ্বিতীয়বার চিতোর ধ্বংস করেন। অল্প-দিন মধ্যে বনবীর নামক সংগ্রামের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সর্দ্দারদিগের দ্বারা

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন; কারণ রাণা বিক্রমজিৎ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন। 'এই সময়ে সংগ্রামের ছয় বৎসর বয়স্ক এক শিশু পুত্র জীবিত ছিলেন; তাঁহার নাম উদয়সিংহ। সর্দ্দারগণ নির্দ্ধারিত করিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত উদয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, বনবীর রাজত্ব করিবেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত বনবীর সংগ্রামের বংশ ধ্বংস করিয়া, স্থায়িভাবে রাজত্ব লাভের জন্য সমুৎসুক হইলেন। তিনি প্রথমতঃ রাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা করিলেন, পরে রক্তাক্ত অসিহস্তে শিশু উদয়ের প্রাণবিনাশের জন্য তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। উদয়ের লালনপালনের ভার পান্না নাম্নী এক ধাত্রীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই উন্নতহৃদয়া ধাত্রীর অসামান্য আত্মোৎসর্গেই শিশুর জীবন রক্ষা হইয়াছিল। ধাত্রীর এক পুত্র ছিল; সে উদয়ের সমবয়স্ক। ধাত্রীপুত্র ও উদয় উভয়েই নিদ্রিত ছিল। বনবীরের গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই পান্না স্বীয় পুত্রকে উদয়ের শয্যায় শায়িত করিয়া, উদয়কে স্থানান্তরিত করিলেন। নৃশংস মতিচ্ছন্ন বনবীর দাসীপুত্রকেই নিহত করিলেন; উদয়সিংহ রক্ষা পাইলেন।

দেবীপ্রকৃতি দাসী উদয়কে লইয়া পলায়ন করিলেন। যে জাতির ইতিহাসে পান্নাদাসীর কথা আছে, সে জাতি যে হৃদয়বলে কত উন্নত, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। রাজার জন্য প্রজার কি কর্ত্তব্য, প্রভুর জন্য দাসের কি কর্ত্তব্য, পান্নার জীবন্ত দৃষ্টান্তে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। উদয়সিংহের জীবন রক্ষা না হইলে, মহারাণার পবিত্রকুল নির্ব্বংশ হইত। পান্না কুলরক্ষা করিয়া প্রতাপসিংহের আবির্ভাব সম্ভবপর করিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য পান্নার কথায় রাজস্থানের কাহিনী পবিত্র হইয়াছে। পান্না পুত্রশোক ভুলিয়া, উদয়ের প্রাণরক্ষার জন্য মিবারের পার্ব্বত্যপ্রদেশে বহুস্থানে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন; কিন্তু কেহই দুর্দ্দান্ত বনবীরের ভয়ে আশ্রয়দানে সাহসী হইল না। অবশেষে পান্না দুরারোহ

পর্ব্বতমালা পার হইয়া কমলমীরে উপনীত হইলেন। তত্রত্য কুম্ভমেরু দুর্গাধিপতি অশ্ব-শাহের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করা হইল। মাতৃ-আজ্ঞায় তিনি উদয়সিংহকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় ভাগিনেয়রূপে পরিচয় দিয়া পরম শ্রদ্ধায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অগ্নি যেরূপ বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে না, সংগ্রামের বংশধরও সেইরূপ বহুদিন কমলমীরে লুক্কায়িত রহিলেন না। উদয়সিংহের তেজস্বিতা ও গর্ব্বোন্নত দেহ তাঁহাকে প্রকৃত রাজপুত ও রাজকুমার বলিয়া পরিচয় দিল। অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন রাজবারার নানাস্থান হইতে হর্ষোৎফুল্ল সর্দ্দারগণ দলে দলে কমলমীরে সমাগত হইতে লাগিলেন। অশ্ব-শাহ রাজপুত সর্দ্দারগণের হস্তে উদয়সিংহকে সমর্পণ করিয়া, নিরুদ্বেগ হইলেন এবং সামন্তগণও সেই কমলমীর দুর্গেই উদয়ের কপালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অত্যাচারী বনবীরের সর্ব্বনাশ সমাগত হইল।

বনবীর সংগ্রামের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের ঔরসে শীতলা নাম্নী এক দাসীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন; এজন্য সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিত। বিশেষতঃ তাঁহার অশান্ত ও দুর্দ্দান্ত স্বভাবে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। সর্দ্দারগণ সকলে একমত হইলেন এবং অবশেষে বনবীরকে দূরীভূত করিয়া, প্রাপ্তবয়স্ক উদয়কে পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অচিরে তুমুল সংগ্রামের উদ্যোগ হইল। রাজপুত-বীরমণ্ডলীর সমবেত শক্তির সন্নিকটে বনবীরের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল। চিতোর-দুর্গ অধিকৃত হইল; দুর্গশিখরে উদয়সিংহের জয়পতাকা উড্ডীন হইল। পরাজিত বনবীর ধনজনসহ দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন। মহাসমারোহে সংগ্রামের বংশধর চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১৫৪২)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:০:—

জন্ম ও শৈশব

সকল রাজভক্ত রাজপুত-সামন্ত কমলমীরে উদয়সিংহের কপালে রাজটীকা পরাইয়া দেন, তন্মধ্যে ঝালোরের শোণিগুরু সর্দ্দার অন্যতম।* তিনি বংশমর্য্যাদা ও বীরত্ব-গৌরবে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি উদয়সিংহের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন, অন্যান্য সর্দ্দারগণ সকলে তাহাতে সম্মতি দিলেন। বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন কয়েকজন সামন্ত সদলবলে কমলমীর আসিতে ছিলেন; পথিমধ্যে সহস্র রাজপুতসৈন্যের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল; উহারা দশ হাজার বৃষ ও পাঁচশত অশ্ব-দ্বারা বনবীরের কন্যার যৌতুক দ্রব্য কচ্ছ দেশ হইতে চিতোরে লইয়া যাইতেছিল। সর্দ্দারগণ অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, সমস্ত দ্রব্যসম্ভার কাড়িয়া লইলেন এবং উহার দ্বারা কমলমীরে মহাসমারোহে উদয়সিংহের বিবাহ-ক্রিয়া সমাহিত করিলেন। উদয় রাজা হইবার কয়েক বৎসর পরে, উক্ত শোণি-গুরুবংশীয়া মহিষীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই নাম রাখা হয়—প্রতাপসিংহ। ভবিষ্যদ্-জীবনে প্রতাপের অসাধারণ প্রতাপ তাঁহার পবিত্র নাম সার্থক করিয়াছিল।

---

* শোণিগুরু চৌহান বংশীয়দিগের একটি শাখা। সম্ভবতঃ স্বর্ণাঙ্গ বা সোণাঙ্গ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শোণিগুরু কাহারও নাম নহে।

উদয়সিংহের সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি পুত্র হয়; তন্মধ্যে প্রতাপসিংহ জ্যেষ্ঠ ও শক্তসিংহ দ্বিতীয়। শিশুকাল হইতে প্রতাপ ও শক্ত উভয়ে আহারে বিহারে শয়নে প্রমোদে সাথের সাথী ছিলেন; অথচ সেই সময় হইতে তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার বিজাতীয় বিদ্বেষভাব সঞ্জাত হয়। কোথাও কোন কার্য্যে যাইতে হইলে, প্রতাপ শক্তকে ডাকিতেন। শক্তও অম্লান বদনে জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিতেন; কিন্তু অনেক সময়ে সামান্য কারণে তাঁহাদের মধ্যে এরূপ তর্ক ও বিরোধ উপস্থিত হইত যে, সে বিবাদের ভীষণ পরিণাম আশঙ্কা করিয়া, আত্মীয়গণ সন্ত্রস্ত হইতেন। কিছুকাল পরে ইঁহাদের মধ্যে চিরশত্রুতা সংস্থাপিত হইয়াছিল—একজন রাজপুত-কুল-প্রদীপ ও অন্য জন রাজপুত-কুলকলঙ্কস্বরূপ হইয়াছিলেন।

এই বীর বালকদ্বয়ের শৈশব-ক্রীড়াতেও তাঁহাদের জীবনের কার্য্যাবলী সূচিত হইত। তাঁহারা নিরীহ ছাত্রের মত শান্তভাবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষালাভে সমধিক অনুরক্ত ছিলেন না; পরন্তু বর্শাহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে পর্ব্বতকন্দরে বা গহন বনে মৃগান্বেষণে বিচরণ করাই তাঁহাদের অধিকতর প্রিয় ছিল। যাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহার শৈশবের ক্রীড়া-ক্ষেত্রেও তাহাই ক্রীড়নক হইয়া থাকে। মসীজীবী বাঙ্গালীর শিশু কলম লইয়া খেলা করে; অসিজীবী রাজপুতের শিশু তরবারিই ভালবাসে। আমরা শিশুর হাতে ক্ষুদ্র ছুরিকা দেখিলে ত্রস্তভাবে কাড়িয়া লইয়া শান্ত হই, রাজপুত-পিতা শিশুর হাতে ক্ষুদ্র তরবারি তুলিয়া দিয়া আনন্দানুভব করেন। শিশুর গায়ে সামান্য রক্তপাত হইলে, আমরা ভয়বিহ্বল হইয়া শিশুর ভয় বাড়াইয়া দিয়া থাকি; রাজপুত-মাতা তাঁহার রক্তাক্ত-দেহ শিশুর বীরত্ব চিন্তা করিয়া, আনন্দোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরে মুখচুম্বন করেন। রাজপুতের সহিত অন্যজাতির তুলনা নাই। এরূপ আজন্মবীর মহানুভব জাতি জগতের ইতিহাসে সুলভ নহে।

প্রতাপ ও শক্ত উভয়েই যোদ্ধৃধর্ম্মে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরম বীর ও অতীব সাহসী। কোন প্রকার বিপদ্‌কে কেহই গ্রাহ্য করিতেন না। প্রতাপ গম্ভীর ও উদার; শক্ত কঠোর ও উচ্ছৃঙ্খল। প্রতাপের স্বদেশ-ভক্তি অপরিমিত এবং প্রতিজ্ঞা অটল; তাঁহার বিস্তৃত ললাট ও বিশাল চক্ষুর জ্যোতিতে তাহাই প্রতিফলিত হইত। উগ্রস্বভাব শক্তের জীবনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইত না।

শক্তের কোষ্ঠীপত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, তিনি মিবারের কলঙ্ক-স্বরূপ হইবেন। এজন্য উদয় সিংহ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। যখন শক্তের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন একদিন একখানি নূতন তরবারি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। উহার ধার পরীক্ষা করিবার জন্য এক গোছা মোটা সূতা কাটিয়া দেখিবার প্রস্তাব হইতেছিল। বালক শক্ত অস্ত্রকারের নিকট হইতে তরবারিখানি লইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাংস কাটিয়াই কি তরবারির ধার পরীক্ষা করা উচিত নহে?"—এই কথা বলিতে বলিতে স্বীয় অঙ্গুলির উপর তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন; আহত স্থান হইতে প্রবলবেগে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু বালকের মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু উদয় সিংহ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং শক্তের কোষ্ঠীর ফল ভাবিয়াই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রের মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। সে বার সালুম্ব্রা-সর্দ্দারের একাগ্র প্রার্থনায় বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

প্রতিবৎসর বসন্তের প্রারম্ভে রাজপুতনায় "আহেরিয়া" নামক একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই দিনের মৃগয়ার ফলাফল হইতে সম্বৎসরের যুদ্ধাদির ফলাফল ও দেশের শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হইত। সুতরাং

এদিনে প্রত্যেক রাজপুতবীরই সাধ্যমত 'পশুশিকারে' বীরত্ব প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইতেন। প্রতাপ, শক্ত ও তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ প্রতিবৎসর মহোৎসাহে এই বীরোৎসবে যোগদান করিতেন এবং বীরত্বে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ করিতেন।

রাজপুতদিগকে বীরধর্ম্মে সমুৎসাহিত রাখিবার জন্য, যাঁহারা গৃহে গৃহে পূর্ব্বতন বীরগণের কীর্ত্তিকথা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদিগকে "চারণ" বলিত। যখনই কোন শত্রু বা যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী হইত, তখন চারণদিগের বীরগাথা দেশ মাতাইয়া তুলিত। অতি শিশুকাল হইতেই প্রতাপ চারণদিগের গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রাজস্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চারণদেবের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; কিন্তু ভক্তিমান প্রতাপের তেজোদীপ্ত পবিত্র মূর্ত্তির মত আর কিছুই তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিত না।

প্রতাপ ও শক্ত উভয়েই অসাধারণ শস্ত্রকুশল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অসি চালনায় বা বর্শা নিক্ষেপে তখন কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। একদিন মৃগয়ায় গিয়া একটি লক্ষ্যবেধ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই সময়ে প্রতাপ চক্রাকারে অশ্বচালনা করিতেছিলেন; তাঁহার হস্তে শাণিত বর্শা ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। উভয় ভ্রাতার মধ্যে যে বিদ্বেষভাব ছিল, তাহাই জ্বলিয়া উঠিল। প্রতাপ চীৎকার করিয়া বলিলেন "আইস, দেখি, কাহার লক্ষ্য অব্যর্থ।" শক্তও সরোষে বলিলেন "দেখিও পশ্চাৎপদ হইও না; আইস, আরম্ভ কর।" দুই জনেই শাণিত বর্শা উর্দ্ধোত্থিত করিয়া ভীম বিক্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুল-পুরোহিত দূর হইতে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন—এইবার শিশোদীয় কুলের সর্ব্বনাশ হইল। তিনি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না—দৌড়িয়া আসিয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যস্থলে

দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ক্রোধান্ধ ভ্রাতৃযুগল তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন পরমহিতৈষী কুলপুরোহিত ক্ষণিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয় ভ্রাতার মধ্যস্থলে স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন; রক্তস্রোতে ধরাতল ভাসিয়া গেল; রাজপুত-কুলদেবতা রাজপুত্রদ্বয়ের জীবন রক্ষার জন্য আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন এবং অসাধারণ আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে নরলোকে অমর হইয়া রহিলেন।

সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ প্রতাপ ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। স্বীয় ঔদ্ধত্য ও ভ্রাতৃদ্বেষের জন্য মনে অনুশোচনা হইল। তিনি শক্তকে মিবার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। শক্তও জ্যেষ্ঠের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইল। প্রতাপ শান্ত হইলেন; কিন্তু শক্তের রোষ শান্ত হইল না। তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য, রাজপুতের চিরশত্রু মোগলের শরণাপন্ন হইলেন (১৫৬৭)।*

এদিকে প্রতাপ যথাবিহিত ভাবে কুলদেবতার অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করাইলেন এবং উত্তর কালে তাঁহার পুত্রকে পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবার জন্য যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

---

* বাদশাহ আকবর মালব জয় করিবার পর যখন ঢোলপুরে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন শক্ত সিংহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে মালবাধিপতি মোগলের হস্তে পরাজিত হওয়ার পর মহারাণা উদয় সিংহের শরণাপন্ন হন। তজ্জন্য আকবর রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। আবুল ফজলল বলেন, শক্ত তাহা শুনিয়া চিতোরে গিয়া পিতাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শক্ত যে পুনরায় মোগল দরবারে প্রবেশ করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পরে দেখিব, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে শক্ত মোগল পক্ষীয় ছিলেন। Akbarnama, Beveridge Vol. II pp 442-3, Ain-i- Akbari, Blochmann, p. 519.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:০:—

বাদশাহ্ আকবর

বা সঙ্গের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, মোগল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পরলোকগত হন (১৫৩০)। তখন তাঁহার পুত্র হুমায়ুন রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। আট নয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তিনি বঙ্গেশ্বর শের শাহ কর্ত্তৃক কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হন (১৫৩৯) এবং রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। তখন শের শাহের বিজয়ী সেনা দিল্লী অধিকার করিয়া হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবন করিল। হুমায়ুন নানা স্থান ঘুরিয়া, অবশেষে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া আশ্রয় পাইবার প্রত্যাশায় মাড়বারে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে আশ্রয় মিলিল না। মাড়বারাধিপতি মল্লদেব শিক্রীর যুদ্ধে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় মল্লকে হারাইয়া মোগলের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন; এজন্য তিনি রাজপুতের চিরন্তন প্রথা লঙ্ঘন করিয়া, আশ্রয়-প্রার্থীকে আশ্রয়-দানে বিমুখ হইলেন; এমন কি, তিনি হুমায়ুনকে বন্দী করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ নিগ্রহের কথা হুমায়ুন কখন বিস্মৃত হন নাই। মল্লদেবের এই হীনতার জন্য সমস্ত রাজপুতজাতিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

হুমায়ুন মাড়বারে আশ্রয় না পাইয়া, বহুকষ্টে মরুদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক অমরকোটে পৌছিলেন। তত্রত্য নৃপতি রাণাপ্রসাদ পরমযত্নে তাঁহাকে

আশ্রয় দান করিলেন। এইস্থানে তাঁহার আসন্ন-প্রসবা মহিষী হামিদা বেগম এক পুত্র প্রসব করেন (১৫৪২)। এই পুত্রের নাম জালাল্ উদ্দীন মোহম্মদ আকবর। যে বৎসর উদয় সিংহ চিতোরের সিংহাসন লাভ করেন,—আকবরও সেই বৎসর জন্মগ্রহণ করেন।

হুমায়ুন অমরকোট হইতে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া প্রথমে কাবুলে এবং তৎপরে পারস্যে পলায়ন করেন। তথায় পূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষকাল নানাবিধ বিঘ্ন, বিপদ্ ও ভাগ্যবিপর্য্যয় সহ্য করিয়া, পুনরায় একদল প্রবল সৈন্য লইয়া ভারতভূমিতে প্রত্যাগত হন। এ সময়ে শের শাহের এক হীন-প্রভাব বংশধর পুত্তলিকাবৎ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এদিকে অকর্ম্মণ্য রাণা উদয় সিংহ নিতান্ত শিথিলহস্তে চিতোরের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি এক বারবিলাসিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, রাজপুত-ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তখন যদি সংগ্রাম সিংহের মত এক পরাক্রান্ত নৃপতির হস্তে মিবারের রাজদণ্ড ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে শের শাহের বংশধরেরা দিল্লীতে তিষ্ঠিতে পারিতেন কি না সন্দেহ এবং সম্ভবতঃ হুমায়ুনও পুনরায় রাজ্যাধিকারের কল্পনা লইয়া প্রত্যাগত হইতে সাহসী হইতেন না।

যাহা হউক, হুমায়ুন আসিয়া পিতৃ-রাজ্য অধিকার করিলেন; কিন্তু অধিক দিন রাজ্যভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। অচিরে দৈবক্রমে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আকবর সিংহাসন লাভ করিলেন (১৫৫৬) এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত রাজকার্য্য রীতিমত করায়ত্ত ও সুব্যবস্থিত করিয়া লইলেন। মল্লদেবের অপব্যবহারের কথা হুমায়ুন কখনও বিস্মৃত হন নাই; কিন্তু প্রতিশোধ লইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আকবর পিতৃ-বৈরীর নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। রাঠোর নৃপতিকে

উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য, আকবরের ভ্রাতা তাঁহাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে আকবর বিপুলবাহিনী-সহ মাড়বার আক্রমণ করিলেন।

আজমীরে তাঁহার সেনা-নিবাস স্থাপিত হইল। তিনি প্রথমেই সুবিখ্যাত মৈর্‌তা দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৬২)। তখন অম্বর-রাজ বিহারী মল্ল ও তাঁহার পুত্র ভগবান্ দাস আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। আকবর বিহারী মল্লের এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে বিহারী মল্লই প্রথম মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন এবং যবনকে কন্যাদান করিয়া রাজপুত-কুল কলঙ্কিত করেন। * রাজধানীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, আকবর এই সময় দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং চারি পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় রাজস্থান আক্রমণ করেন। এবার নাগর প্রভৃতি হস্তগত হইল; মাড়বার নানা-স্থানে অবরুদ্ধ হইল। বিকানীরের অধিপতি রায় সিংহ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, মৈর্‌তা, নাগর ও মল্লকোট প্রভৃতি দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন। নানাস্থানে পরাজিত হইয়া, অবশেষে মল্লদেবও অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। মল্লদেবের কন্যা যোধা বাইর সহিত আকবরের বিবাহ হইল। এই মহিষীর গর্ভে আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম জন্মগ্রহণ করেন (১৫৬৯)। মালবের মুসলমান নৃপতি এই সময়ে চিতোরের রাণা উদয় সিংহের আশ্রয় লন; শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, চিতোরের প্রতি আকবরের আক্রোশ হয়। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভীমবলে চিতোর আক্রমণ করেন।

* এই সময়ে ভগবান্ দাস ও তাঁহার দত্তকপুত্র মানসিংহ মোগল সরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজ্যাধিকার ব্যাপারে মানসিংহ আকবরের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে আকবর-পুত্র সেলিমের সহিত ভগবান দাসের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

আকবর ও উদয় সিংহের জীবনের কতকটা সাদৃশ্য আছে। রাজ্যচ্যুত হুমায়ুনের পলায়নকালে মরুদেশে নানা কষ্ট ও বিপদের মধ্যে আকবরের জন্ম হয়, এবং শত্রুর দেশে, বনে জঙ্গলে, শিবিরে শিবিরে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়; উদয়সিংহও অতি শৈশবে ধাত্রীর কৃপায় জীবন রক্ষা করিয়া, নানাস্থানে সহস্র বিপদ্ পার হইয়া, অবশেষে পার্ব্বত্যপ্রদেশে গুপ্তভাবে নানাকষ্টে কালাতিপাত করেন। আকবর পঞ্চদশবর্ষ বয়সের সময়ে দৈবক্রমে পিতৃরাজ্য লাভ করেন; উদয়সিংহও সেই একই বয়সে পিতৃরাজ্যে পুনরভিষিক্ত হন। কিন্তু উদয়ের জীবনের গতি ভিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়।

আকবর যে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন, তাহাতে তাঁহার বীরত্ব ও কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল; এদিকে রাজপুত-সর্দ্দারেরা বীরবিক্রমে চিতোর দখল করিয়া উদয়কে পিতৃসিংহাসনে বসাইয়া দেন, তিনি সে সিংহাসনের উপযুক্ত অধিকারী ছিলেন না। আকবর রাজ্যলাভ করিয়া, সমগ্র বাহু ও মস্তিষ্কের বলে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া সমগ্র উত্তর-ভারতে মোগলের অখণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কৌশলে ও হৃদয়বলে পর-প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লোকসমাজে বরণীয় হন। উদয়সিংহ কিন্তু দুর্ভেদ্য চিতোর-দুর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রভুভক্ত সর্দ্দারগণের সহায়তায়ও কিছু করিতে পারেন নাই; তিনি বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া রাণা সঙ্গের রাজ্য সঙ্কীর্ণ ও দুর্ব্বল করিয়া তুলেন এবং শেষে চিতোর রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়া অকর্ম্মণ্য জীবন শেষ করেন। আকবরের প্রতিভা মোগলকে রাজ্য ও রাজধানী দিয়া বহুদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; উদয়সিংহের দোষে চিরদিনের জন্য তাঁহার পৈতৃক রাজধানী চিতোর করচ্যুত হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:০:—

চিতোর নগরী

চিতোর মিবারের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত একটী মহানগরী। বাপ্পারাও প্রথম এই নগরীকে মিবার রাজ্যের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন (৭২৮খৃঃ); সে সময় হইতে আকবর বাদ্‌শাহের সময় পর্য্যন্ত আট শত বৎসরেরও অধিককাল ইহা মিবারের মহারাণাদিগের রাজপাট ছিল। বাপ্পা রাওলের পূর্ব্বে ও পরে যে ইহা জৈনদিগের একটী প্রধান স্থান ছিল, তাহার প্রাচীন চিহ্ন ও শিলালিপি এখনও বর্ত্তমান আছে। *

চিতোর আরাবল্লী পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে দূরে একটী খণ্ডশৈলের উপর অবস্থিত। † শৈলটীর শীর্ষদেশ প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত, উহার নিম্নের বেষ্টন ৮ মাইল হইবে। চিতোরের নিম্নভূমি সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৩০০ ফুট উচ্চ, এবং সমতল হইতে শৈলটীর উচ্চতা ৪৫০ ফুট।

---

* Garrick's Tour in the Punjab and Rajputana p. 103, Tod's Rajasthan Vol. II, Personal narratives, p. 647. বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ। ৭৫ ফুট উচ্চ একটি জৈন স্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান আছে। ফার্গুসান উহার বর্ণনা করিয়াছেন। Rajputana Gazetteer, Vol. III p. 51.

† নিমচ হইতে নসিরাবাদে যে রাজবর্ত্ম গিয়াছে, উহারই পার্শ্বে চিতোর শৈল অবস্থিত। চিতোর বম্বে বরোদা ও মধ্য ভারত রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেশন। রাজপথ বা রেলওয়ে হইতে চিতোরে যাইতে হইলে, মধ্যবর্ত্তী প্রায় এক মাইল পথের মধ্যে গাম্ভেরী নামক এক পার্ব্বত্য নদী এক প্রাচীন সেতু দ্বারা পার হইতে হয়।

পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ সর্ব্বত্র ভীষণ জঙ্গলে আবৃত এবং উহার দুরারোহ শীর্ষদেশ প্রায় পাঁচক্রোশব্যাপী দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এইরূপ ভাবে স্বাভাবিক অবস্থান ও মানুষের শিল্পকৌশলে রক্ষিত হওয়াতে চিতোর দুর্গ বহুকাল শত্রুর হস্তে আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটি তোরণদ্বার আছে। উত্তর-দিকে লক্ষপোল *, উহা একটি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ উত্তুঙ্গ পথ, এ পথ প্রায় বন্ধ থাকিত। পূর্ব্বদিকে শৈলের উপরিভাগ কিছু নিম্ন, এই দিকের তোরণের নাম সূর্য্যপোল; উহাও সঙ্কীর্ণ ও দুরারোহ হইলেও দুর্ভেদ্য নহে; এজন্য শত্রুর পক্ষে এই পথ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য যিনি বীরত্বে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই উপর সূর্য্যতোরণ রক্ষার ভার থাকিত। সাধারণতঃ সালুম্ব্রা-দুর্গেশ্বর চন্দায়ৎ সর্দ্দার এই তোরণ রক্ষার ভার পাইতেন। চিতোরের প্রধান বা সদর তোরণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। উহা সুবিস্তৃত ক্রমোচ্চ সুন্দর রাজপথ। এই পথে জিনিস পত্র, গাড়ীঘোড়া ও লোকজন যাতায়াত করিত। কিন্তু শত্রুর আক্রমণসময়ে এই সহজ পথ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য উহাতে সাতটি তোরণ ছিল। প্রথম তোরণের নাম 'পায়দল পোল'; সেখান হইতে পথটি ক্রমে অল্প অল্প উচ্চ হইয়া সোজা উত্তর মুখে উঠিয়াছে। সেই দিকে মধ্যস্থানে 'ভৈরব পোল' পার হইয়া 'হনুমান পোলে' পৌঁছিতে হয়। এই হনুমান পোল অতি প্রধান স্থান; শত্রুর পথ রোধ করিতে বহুবার এই স্থানে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। হনুমান পোল হইতে পথটি দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া ক্রমে 'গণেশ' ও 'ঝরণা পোল' পার হইয়া, আবার উত্তর মুখে গিয়াছে। উহারই মধ্যস্থলে 'লক্ষ্মণ পোল' এবং সর্ব্বশেষে 'রামপোল'।

---

* 'পোল' শব্দে তোরণ বুঝায়।

প্রত্যেক পোলের উভয় পার্শ্বে সৈন্যদিগের থাকিবার জন্য কতকগুলি সুরক্ষিত গৃহ ছিল। রামপোল পার হইলেই দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।

সমস্ত নগরী লইয়াই চিতোর দুর্গ। চিতোরের যখন সুদিন ছিল, তখন নগরীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভোজ্য সঞ্চিত থাকিত। কয়েকটী চিরপ্রবাহিত সুন্দর প্রস্রবণ ও ৩২টী জলাশয় দুর্গবাসিগণের পানীয়ের সংস্থান করিত। এ জন্য দীর্ঘ অবরোধেও তাহাদের পানাহারের কষ্ট হইত না। উন্নত পর্ব্বত-শ্রেণীর উপর কোনও মনোহর নগরী নির্ম্মিত হইলে, তাহাতে নানা সুবিধার মধ্যে অতিবৃষ্টি, শীতাধিক্য ও মেঘাড়ম্বর প্রভৃতি উৎপাতও থাকে; কিন্তু উন্মুক্ত স্থানে এক খণ্ডশৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, চিতোরে তেমন কোনও দুর্দ্দৈব ছিল না; বরং নাতিশীতোষ্ণ-প্রদেশে অধিবাসিগণ স্বাস্থ্য-সম্পদে ধনী হইয়া, পরম সুখে বাস করিতেন। চিতোরের শীর্ষ হইতে তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন সেই দিকেই শ্যামশোভাময়ী প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়া উৎকট আনন্দে পরি-প্লুত হইতেন।

সেই ঘনবনবহুলা উপত্যকা ও শস্যশ্যামল প্রান্তরের কেন্দ্রশীর্ষে চিতোর পুরীতে বহু শত বৎসর ধরিয়া যে অসংখ্য প্রাসাদ, মন্দির ও কীর্ত্তিস্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের সৌন্দর্য্যও অতীব মনোহর। চিতোর ত আজ শ্মশানপুরী হইয়াছে; কালের কঠোর হস্তে ও শত্রুর অমানুষিক অত্যাচারে ইহার সৌধরাজি যে কত বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। আলাউদ্দীন্ ও বাহাদুর চিতোর অধিকার করিয়া বহুকীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। বাদশাহ আকবরের অত্যাচারকাহিনী পরে বর্ণিত হইবে। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব যখন স্বয়ং চিতোর দর্শন করিতে যান, তখন তাঁহার আদেশে চিতোরের ৬৩টি সুন্দর মন্দির

বিনষ্ট হয়। * এই সব কারণে এক্ষণে চিতোরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড ও অসংখ্য ভগ্নস্তূপমাত্র নয়নগোচর হয়। চিতোর আজ নিরাভরণা বিধবার মত হতশ্রী হইয়াছে; যখন তাহার সুসময় ছিল, তখন তাহার অপূর্ব্ব অবস্থানাদি বিচার করিয়া, বলা যাইতে পারিত যে ভারতবর্ষে এমন সুন্দর ও দুর্ভেদ্য রাজপাট বোধ হয় কোথাও বিরচিত হয় নাই। †

চিতোরের ভগ্নদশায় ও তাহাতে বহুশত প্রস্তর-গৃহ লক্ষিত হইত। এখন যে সব কীর্ত্তি-চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে কুম্ভরাণার বিজয়স্তম্ভ, মুকুলজীর মন্দির ও শিঙ্গার চৌরী প্রধান। বিজয়স্তম্ভের কথা একবার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই প্রস্তরস্তম্ভটি নয়টি তালায় ১২২ ফুট্ উচ্চ। উহার ভিতর দিয়া একটি ঘুরাণো সিঁড়ি আছে। স্তম্ভের ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব ভাস্কর-কারু-কার্য্যে এমন সমাবৃত, যে উহার কোথায় একটু ফাঁক্ নাই। কিন্তু তাহাতে দূর হইতে উহার সৌন্দর্য্য বা বাহ্যদৃশ্যের বিশালত্বের কোন প্রতিবন্ধক হয় নাই। ‡ স্থাপত্য-কৌশলে ইহা দিল্লীর কুতব-মিনারের সহিত তুলিত হইতে না পারিলেও, ইহাও যে সৌন্দর্য্যে

---

* "Masir-i-Alamgiri p. 189, quoted by Professor J. N. Sarkar "History of Aurangzeb," Vol. III p. 323.

† মহামতি টড সাহেব রাওত খোমান নামক চারণ কবির নবম শতাব্দীতে রচিত "খোমান রাসো" গাথা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন "of all the royal abodes of India none could compete with Chitor before she became a "widow" Rajasthan, *personal narratives*, Vol II p. 642. "Travellers do not speak of any fortress like this in the whole habitable world—Tarikh-i-Alfi, Elliot Vol. v, p. 170.

‡ Dr. Stratton's "Chitor and the Mewar Family", Quoted in Archæological Survey Report of the Punjab and Rajputana, Vol, XXIII, p. 104.

অতুলনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।* 'মুকুলজীর মন্দির' কুম্ভের পিতা রাণা মুকুল স্বয়ং নির্ম্মাণ করান এবং শিঙ্গার চৌরী নামক মন্দির কুম্ভের জৈনধর্ম্মাবলম্বী কোষাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক রচিত হয়। ইহা ব্যতীত আরও যে কত কীর্ত্তিমন্দির চিতোরের ললাটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, তাহা বলিবার নহে। চিতোরের যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা চিতোরের যাহা ছিল, তাহারই স্মৃতি দর্শকমাত্রকে আত্মহারা করিয়া তুলে।

চিতোর বহুবার দুর্দ্দান্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, চিতোর রক্ষার জন্য যাহা হইয়াছে, জগতের কোনও দেশে কোনও নগরীর রক্ষার জন্য সেরূপ বিরাট্ আয়োজন, ভীষণ যুদ্ধ, লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ও অমানুষিক আত্মোৎসর্গ সংসাধিত হয় নাই। চিতোরে এমন কোন গৃহ ছিল না, যাহাতে কখনও কেহ দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করে নাই; এমন কোন গিরিবর্ত্ম নাই, যাহা স্বদেশ-রক্ষার জন্য কখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই; এমন কি, চিতোরের গিরিগাত্রে এমন অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও পাওয়া যায় না, যাহা কোন স্বদেশ-প্রেমিকের উষ্ণশোণিতে রঞ্জিত হয় নাই। প্রস্তরোৎকীর্ণ অসংখ্য ভগ্ন স্তম্ভ এখনও কত শত বীর পুরুষের কীর্ত্তিকাহিনীর পরিচয় দিতেছে।

---

* কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে আছে :—

"পুণ্যে পঞ্চদশে শতে ব্যপগতে পঞ্চাধিকে বৎসরে
মাঘে মাসি বলক্ষপক্ষদশমী দেবেজ্য পুষ্যাগমে।
কীর্ত্তিস্তম্ভমকারয়ন্নরপতিঃ শ্রীচিত্রকূটাবলৈ
নানা নির্ম্মিতনির্জ্জরাবতরণৈর্মেরো র্হসন্তং শ্রিয়ম্॥"

অর্থাৎ ১৫০৫ সংবতে (১৪৪৮ খ্রীঃ) নরপতি মাঘ মাসের শুক্লদশমী বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষত্রে চিত্রকূটে অচলস্বরূপ খোদিত নানা দেবতার মূর্ত্তির দ্বারা সুমেরুর শোভা-জয়কারী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ।

কিন্তু স্বল্পসংখক স্মৃতিস্তম্ভ রাজপুত বীরের সুকীর্ত্তিরক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।* যে প্রকাণ্ড খণ্ডশৈলের শীর্ষস্থানে চিতোরের বিশ্ব-বিশ্রুত দুর্গ প্রতিষ্ঠিত, সেই অক্ষয় গিরিবরই বাপ্পারাওয়ের মহাপ্রাণ বংশধরগণের সুযোগ্য কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ অনন্তকাল দণ্ডায়মান থাকিবে।

---

* "Who could look on this lonely, this majestic column, which tells, in language more easy of interpretation than the tablets within, of

'———deeds which should not pass away,
And names that must not wither,'

and with hold a sigh for its departed glories? But in vain I dipped my pen to embody my thoughts in language, for wherever the eye fell, it filled the mind with images of the past and ideas rushed too tumultuously to be recorded."—*Tod's Rajasthan Vol. II p.* 642.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

চিতোরধ্বংস।

দুর্ভেদ্য চিতোরদুর্গ বহু দিগ্বিজয়ী বীরের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রাজপুতের বীরত্ব-খ্যাতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর মনে চিতোরজয়ের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চিতোর অধিকার করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল; সুতরাং চিতোর জয় করিলে একজন রাজা এক দিনে সমগ্র ভারতে বিখ্যাত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। এই জন্য বহু বার চিতোর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাদশাহ আকবর চিতোরধ্বংসকারিগণের অন্যতম।

রাজপুতেরা বলেন চিতোর সাড়ে তিনবার আক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দিল্লীশ্বর আল্লাউদ্দীন খিল্‌জী চিতোরের প্রথম আক্রমণকারী। অপ্রাপ্তবয়স্ক রাণা লক্ষ্মণসিংহের সময় তাহার খুল্লতাত ভীমসিংহ. চিতোরের মহারাণা ছিলেন; ভীমসিংহের স্ত্রী মহারাণী পদ্মিনী তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে অসামান্যা সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আল্লাউদ্দীন পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। কপটাচারীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় ভীমসিংহ বন্দী হন; পরে মহারাণী পদ্মিনীর দুঃসাহসিক কৌশলে কিরূপে তিনি উদ্ধার পান এবং মহাবীর গোরা ও দ্বাদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের নিকট পরাজিত হইয়া আল্লাউদ্দীন কিরূপে .প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ইহাই চিতোরের অর্দ্ধেক ধ্বংস; কারণ

এবার চিতোর অধিকৃত না হইলেও তাহার প্রধান প্রধান বীরদিগের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে আল্লাউদ্দীন স্বীয় কলঙ্কমোচনের জন্য দ্বিগুণ বলে চিতোর আক্রমণ করেন। তখন চিতোর আর রক্ষা পাইল না; রাণা লক্ষ্মণ ও তাঁহার একাদশ পুত্র, বহুসংখ্যক রাজপুতযোদ্ধা ও বীর রমণী আত্মোৎসর্গ করেন; চিতোরনগরী শ্মশানে পরিণত হইয়া যায় (১৩০৩)। ইহাই চিতোরের প্রথমবার পূর্ণ ধ্বংস। কয়েক বৎসর পরে মহাবীর হাম্বীর চিতোরের পুনরুদ্ধার করেন। শতাধিক বর্ষ পরে মহারাণা কুম্ভ মালব ও গুজরাট জয় করিয়া চিতোরে বিখ্যাত কীর্ত্তিকুম্ভ বা জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।* উভয় রাজ্যের সহিত চিতোরের চির-শত্রুতা চলিতে থাকে। রাণা রায়মল্লের সময়ে তাঁহার পুত্র পৃথ্বীরাজ গুজরাটের মজঃফর সাহকে বন্দী করিয়া আনেন। সেই জন্য রাণা সঙ্গের পুত্র বিক্রমজিতের সময় গুজরাটাধিপতি বাহাদুর সাহ চিতোর আক্রমণ করেন (১৫৩৩)। সে বারও ভীষণ যুদ্ধ হইল; চিতোরের পথ ঘাট রুধির-স্রোতে ভাসিয়া গেল; প্রায় ৩২ হাজার রাজপুত-বীর যুদ্ধে এবং ১৩ হাজার রাজপুত-রমণী চিতানলে, তনুত্যাগ করিলেন। ইহাই চিতোরের দ্বিতীয় ধ্বংস। এই সময়ে হুমায়ুন দিল্লীর মোগল বাদশাহ।

রাজপুতদিগের আখ্যায়িকায় কথিত আছে, রাণা সঙ্গের পত্নী মহারাণী কর্ণবতী এই সময় হুমায়ুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; রাজপুতের বীর-প্রথানুসারে তিনি হুমায়ুনকে ভ্রাতা সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট

---

* মালবাধিপতি মামুদশাহ গুজরাটেরও রাজা ছিলেন। ১৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে রাণা কুম্ভ তাঁহার নিকট প্রথম পরাজিত হন। তজ্জন্য মামুদ স্বীয় রাজধানী মাণ্ডুতে একটি সপ্ততল বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। আবুল ফজল ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর মধ্যে মামুদকে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্তম্ভের অনুকরণে রাণা কুম্ভ চিতোর নগরীর বিখ্যাত জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। উহাতে ৯০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। Brigg's Ferishtah IV, p. 210, Bombay Gazetteer Vol. I. p. 361.

"রাখী" পাঠাইয়াছিলেন। কেহ কোন রমণীর "রাখী" গ্রহণ করিয়া হাতে পরিলে, তিনি উক্ত রমণীর "রাখীবন্ধ-ভাই" নামে কথিত হইতেন। হুমায়ুন কর্ণবতীর রাখী গ্রহণ করিয়া ভাগিনেয় রাণার রাজ্য রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চিতোর ধ্বংস শেষ হয়। বাহাদুর হুমায়ুনের ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তখন চিতোরের পুনরুদ্ধার হয়।

হুমায়ুন যে চিতোর রক্ষা করিয়াছিলেন, আকবর তাহারই ধ্বংসের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। এই জন্য আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ তাঁহার চরিত্রের একটি কলঙ্কস্বরূপ। ধর্ম্মসম্পর্কে উদয়সিংহ তাঁহার ভ্রাতা; কিন্তু যশোলোভে সে সম্পর্ক ভাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে তিনি যখন মাড়বার আক্রমণ করিয়া বিখ্যাত মৈরতা-দুর্গ হস্তগত করেন, তখন তিনি রাজপুতের বীরত্ব দেখিয়াছিলেন। বেদনোরের রাঠোর সর্দ্দার জয়মল্ল এই স্থানে অসাধারণ বীরত্ব ও কৌশলে শত্রু মিত্র সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।* কিন্তু মোগলের নিকট হইতে তিনি দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই। আজমীর বিনা যুদ্ধে হস্তগত হইল; যোধপুর অধীনতা স্বীকার করিল; অম্বররাজ বিহারীমল্ল পদানত হইলেন; অবশেষে দুর্ভেদ্য মৈরতা-দুর্গ অধিকৃত হইল। আকবরের আনন্দ ধরে না; তাঁহার সাধ হইল সমস্ত রাজপুতনা জয় করিয়া স্বীয় বীর্য্য-প্রতিভা দেখাইবেন। আকবর আজন্ম বীর এবং যুদ্ধ-কৌশলে কৃতী, তাহাতে সন্দেহ নাই; পাণিপথ প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহাতে আবার তাঁহার উদীয়মান প্রথম জীবন; সে বয়সে বীরত্ব দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতে সকলেরই তীব্র ইচ্ছা হয়। রাজপুতের বীরত্ব-

* Blockmann, Ain-i-Akbari, p. 368, Tabakat-i-Akbari, Elliot Vol. V, p. 325.

কাহিনী তিনি অনেক শুনিয়াছেন ; কিন্তু এখন দেখিলেন রাজপুতকে জয় করা একেবারে অসম্ভব নহে। তিনি শুনিয়াছিলেন, চিতোর দুর্গ না কি অজেয় ; মৈরতার পতনের পর, তাঁহার চিতোর জয় করিয়া কীর্ত্তি-মণ্ডিত হইবার বাসনা জাগিল। এই যশোলিপ্সা আকবরের চিতোর আক্রমণের প্রথম কারণ।

মাড়বার জয়ের পর রাজ-কার্য্যের জন্য আকবরকে আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে হইল। ইহার পর গোয়ালিয়র, মালব ও জৌনপুর অধিকৃত হইল। হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গ ক্রমে ক্রমে মোগলের নিকট অবনত হইতেছিলেন। কিন্তু চিতোরের মহারাণা তখনও বলদৃপ্ত ; সে দর্প খর্ব্ব করিতে না পারিলে দিগ্বিজয়ী আকবরের বীরত্বের খ্যাতি যে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে! সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল, চিতোর জয় করিতেই হইবে। ইহাই তাঁহার চিতোর আক্রমণের দ্বিতীয় কারণ।

আকবর মালব জয় করিতে সেনাপতি আদম খাঁকে পাঠান। আদম খাঁ আকবরের ধাত্রী-পুত্র ; সুতরাং রাজদরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট এবং সেই সাহসে তাঁহার প্রশ্রয় বাড়িয়া গিয়াছিল। আদম খাঁ মালবেশ্বর বাজবাহাদুরকে * পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী এবং এমন কি, তাঁহার পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন (১৫৬১)। বারংবার পরাজিত হইবার পর বাজবাহাদুর চিতোরেশ্বর রাণা উদয়সিংহের শরণাপন্ন হন। শরণাগতকে রক্ষা করা রাজপুতের

---

* বাজ বাহাদুরের পূর্ব্বনাম মালিক বায়াজিদ। তিনি ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে মালবের রাজা হইয়া বাজবাহাদুর নামে পরিচিত হন। চিতোরাক্রমণকারী বাহাদুর শাহ ও এই বাজবাহাদুর পৃথক্ ব্যক্তি। শের শাহ গুজরাটের রাজা বাহাদুরকে পরাজিত করিয়া সুজাত খাঁকে শাসনকর্ত্তা করেন। সুজাত খাঁর পুত্রই বাজবাহাদুর। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ইহাকে বাজাজেত করিয়াছেন। Bombay Gazetteer, History of Guzrat, p. 369, Brigg's Ferishtah Vol. II., p. 206, Elliot, Vol. V, p. 168, Tod, Vol. I. p. 265.

মহাধর্ম্ম। সুতরাং চিতোরের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, বাজবাহাদুর আজ নিরাপদ্।* গোয়ালিয়র জয়ের পর দুর্গাধিপতি রাম শাহও মহারাণার শরণাপন্ন হন। † এই সকল সংবাদ শুনিয়া আকবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ইহাই চিতোর আক্রমণের তৃতীয় কারণ।

নানাকারণে মহারাণার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও তিনি চিতোরাক্রমণের জন্য সুযোগ পাইতেছেন না। বিজয়ী মোগল সেনা মালবের নানাস্থান দখল করিলেও তদঞ্চলের গোলমাল মিটে নাই। এ জন্য আকবর স্বয়ং সেই দিকে সৈন্য চালনা করিলেন (১৫৬৭)। বর্ষান্তে তিনি সসৈন্যে আগ্রা হইতে ঢোলপুর আসিলেন। আবুল ফাজল এই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ এক দিন উদয়সিংহের পুত্র শক্তসিংহ, সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ, মোগল পক্ষে যোগ দিবার অভিপ্রায়ে ঢোলপুরে আসিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শক্তের আগমনে আকবর আনন্দিত হইলেন। তিনি শক্তকে বলিলেন যে, অন্যান্য রাজার মত উদয়সিংহ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন না বলিয়া, তিনি চিতোর আক্রমণ করিয়া রাণাকে সমুচিত শাস্তি দিবেন। বাদশাহ ভাবিলেন, শক্ত যখন স্বজাতিদ্রোহী হইয়া তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি এ সব কথা শুনিয়া খুসী হইবেন; এ জন্য তিনি প্রস্তাবিত আক্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা অসঙ্কোচে তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিলেন। শক্ত কিন্তু মহাসমস্যায় পড়িয়া গেলেন; তিনি জানিতেন না যে, আকবর তখনই চিতোর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তিনি

---

* Blockmann's Ain, p. 429; চিতোর ধ্বংসের পর বাজবাহাদুর আকবরের শরণাপন্ন হইয়া দুইহাজারী মনসবদার হন। Tabakat, Elliot V. p. 276, Lowe's Badaoni Vol. II. p 48.

† Tarikh-i-Alfi, Elliot & Dowson, Vol. V, p. 168.

‡ Akbarnamah, Beveridge, Vol. II, 442-4, Blockmann p. 519.

ভাবিলেন, এখন মোগলের সহিত থাকিলে, তাঁহার স্বজাতীয়েরা দেখিবে যে শক্ত গিয়া আকবরকে চিতোর ধ্বংসের জন্য লইয়া আসিয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শক্তসিংহ মোগল-শিবির হইতে পলায়ন করিয়া চিতোরে আসিলেন ও সকল কথা বলিয়া দিলেন। *

শক্তের অন্তর্দ্ধানের পর আকবর দেখিলেন, যখন মতলব প্রকাশ হইয়াছে, তখন চিতোর আক্রমণে বিলম্ব করিলে শত্রুপক্ষ বিশেষভাবে প্রস্তুত হইবে, তাহাতে অভীষ্টসাধনের পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে। সুতরাং তিনি বর্ত্তমান অভিযানেই মালব অঞ্চলে না গিয়া চিতোর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সুতরাং শক্তসিংহের আগমন চিতোর আক্রমণের আর একটি কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বাদশাহ চম্বল নদীর বামতীরের পথে সোজা আসিয়া রন্থাম্বর দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্গবাসিগণ পূর্ব্বেই পলায়ন করায় অনায়াসে দুর্গ অধিকৃত হয়। দুর্গ রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া বাদশাহ কোটা নগরীতে পৌঁছেন; সে নগরীও হস্তগত করিয়া তিনি গাগ্রুন দুর্গের সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করেন। এই স্থান হইতে চিতোর প্রায় একশত মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। †

মালবের দিকে সৈন্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে আকবরের কিছু

---

* শক্তসিংহ যে স্বদেশদ্রোহী হইয়া মোগলপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা রাজস্থানের আখ্যায়িকায় আছে; কিন্তু এই সময় যে তিনি মোগল শিবির হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা "আকবর নামা"য় ভিন্ন অন্যত্র নাই। শক্ত বা সাগর সিংহ নামক প্রতাপসিংহের আর এক ভ্রাতা—হলদিঘাট যুদ্ধের পূর্ব্বে মোগল সরকারে প্রবেশ করেন, দেখিতে পাওয়া যায়। চিতোর ধ্বংসের পর পুনরায় সাগর শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন ও ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ১১শ বর্ষে তিনহাজারী মন্‌সবদার হন। Blockmann, Ain-i-Akbari, p. 519.

† গাগ্রুন কোটার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত দুর্গ, ইহা আহু ও কালীনদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। Rajputana Gazetteer, Vol. II, pp 208-11.

বিলম্ব হইল। তিনি তন্মধ্যে আসফ খাঁ ও উজীর খাঁকে সসৈন্যে মণ্ডলগড় আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। মণ্ডলগড় চিতোর হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহাও মহারাণার শাসনাধীন একটি উৎকৃষ্ট দুর্গ এবং তাহার রক্ষক ছিলেন রাওৎ বল্লভী সোলাঙ্কী। তিনি মোগল সেনাপতিদিগের দ্বারা পরাজিত হইলেন, মোগল সেনা দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। এদিকে বাদশাহ সদলবলে চিতোরের সন্নিকটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। (১৫৬৭)* ঐস্থানে মর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত একটি উচ্চ স্তম্ভ স্থাপিত হয়; উহার নাম "আকবর-কা-দেওয়া" বা আকবরের দীপমঞ্চ। † এই মঞ্চের উপর এক প্রকাণ্ড আলোক দেওয়া হইত; তদ্দ্বারা শত্রু-মিত্র সকলেই দূর হইতে বাদশাহী শিবির দেখিতে পাইত।

উদয়সিংহ বোধ হয় শক্তের নিকট আকবরের চিতোরাক্রমণের প্রথম সংবাদ পাইয়াছিলেন। মোগল-শিবির হইতে শক্তের ফিরিয়া আসিবার প্রায় দেড়মাস পরে আকবর সসৈন্যে চিতোরে উপস্থিত হন। এই দেড়-মাস কাল চিতোররক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। রাজপুতদিগের মনে মনে ধারণা ছিল, চিতোর দুর্গ এমন দুর্ভেদ্য ও

* আকবরের শিবির চিতোরের সদর তোরণের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে প্রায় ১০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে চিতোরে পৌঁছেন, এবং ১৫৬৮ অব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তথায় ছিলেন। অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ৪ মাস ৮ দিন চিতোর অবরুদ্ধ ছিল।

† এই স্তম্ভটি ৩৫ ফুট উচ্চ; ইহার বিস্তৃতি পাদদেশে ১২ ফুট, ক্রমে সরু হইয়া উপরিভাগে গিয়া ৩।৪ ফুট মাত্র। মধ্যে একটি ঘুরাণো সিঁড়ি ছিল। ৯০ বৎসর পূর্ব্বে যখন শ্রীযুক্ত টড সাহেব উহা দেখিয়াছিলেন, তখনও স্তম্ভটি ভাল অবস্থায় ছিল। "It is as perfect as when constructed". Tod, Vol I.p. 266, Vol. II, p. 641.

দুরারোহ, যে কোনও শত্রু ইহা জয় করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ রাণা সঙ্গের সময়ে দুর্গ-প্রাচীর ও তোরণাদির যথোপযুক্ত সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। তবে মোগলদিগের দীর্ঘ অবরোধে লোকের খাদ্যাভাব হইতে পারে; এজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া সমস্ত দুর্গবাসীর কয়েক বৎসরের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভারে ভারে সংগৃহীত হইয়া দুর্গমধ্যে নীত হইল। চিতোরে এত জলাশয় ছিল যে জলকষ্টের কোন সম্ভাবনা ছিল না। উদয়সিংহ পূর্ব্বে যেরূপই থাকুন, বিপদ্ সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া তিনি কতকটা কার্য্য-তৎপর হইলেন। বিশেষতঃ সামন্ত সর্দ্দারেরা সময় বুঝিয়া সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্গনিম্নে চারিদিকে সমতলস্থ গ্রামসমূহে মোগলেরা যাহাতে আবশ্যক খাদ্যোপকরণ না পায়, তজ্জন্য ঐ সকল স্থান লোকশূন্য, শস্যশূন্য এবং এমন কি তৃণশূন্য করিয়া দেওয়া হইল। * সেই মরুবৎ প্রান্তরভূমিতে আসিয়া আকবর ছাউনি করিলেন।

উদয়সিংহ বিলাস-স্রোতে বীরত্ব-গৌরব ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মিবার তখনও বীরশূন্য হয় নাই। মহারাণা মনুষ্যত্বহীন হইতে পারেন, কিন্তু সামন্তবর্গ মনুষ্যত্ব হারান নাই। উদয়ের প্রতি রাজপুতের অভক্তি হইতে পারে, কিন্তু চিতোরের প্রতি অভক্তি হয় নাই। মোগলবাহিনী নানাপথে যতই চিতোরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, চারণগণের বীণার ঝঙ্কারে বীরকাহিনী নানা প্রদেশে ততই রাজপুতের শোণিত উষ্ণ করিয়া দিতেছিল। সংবাদ পাইবামাত্র দলে দলে সামন্তবর্গ চিতোর রক্ষার্থ সমবেত হইতে লাগিলেন। রাণার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সালুম্ব্রা-দুর্গেশ্বর সহিদাস তাঁহার অসংখ্য চন্দায়ৎ সৈন্য সহ চিতোরের সূর্য্য-তোরণ রক্ষার জন্য আসিলেন। বেদনোরের রাঠোর সর্দ্দার মহাবীর জয়মল্ল আসিলেন; কৈলবারা হইতে জগায়ৎ-কুল-তিলক বীরযুবক পুত্ত আসিলেন; আর

* Akbarnamah, Vol. II. p. 464 (Major Price's Translation.)

আসিলেন সদ্রি হইতে ঝালাপতি, বিজলীর প্রমার সর্দ্দার, ঝালোরের শোণিগুরু রাও, বেদলা ও কোটারিও হইতে চৌহান সর্দ্দার এবং রাঠোর, সঙ্গায়ৎ ও কচ্ছবাহ প্রভৃতি বংশীয় আরও কত বীর, তাহার সংখ্যা নাই। * গোয়ালিয়রের তুয়ার বংশীয় রামশাহ চিতোরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি প্রাণপণে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

আকবর চিতোর দুর্গ অবরোধ করিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গের চারিদিক্ ঘুরিয়া সমস্ত অবস্থাদি পরিদর্শন করিলেন। পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীরা পরিমাপ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। কোথায় কি ভাবে সৈন্য স্থাপন ও তোপ বসাইতে হইবে আকবর স্বয়ং সে সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তদনুসারে যাবতীয় আয়োজন শেষ করিতে প্রায় একমাস লাগিয়াছিল। আকবরের আগমন মাত্রই চিতোরের তিনদিকের দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং সেই প্রথম দিবস হইতেই দুর্গবাসী-দের সহিত অবরোধকারিগণের ক্রমাগত অল্পবিস্তর যুদ্ধ চলিয়াছিল। দুর্গবাসীরাও মোগলের তোপ দেখিয়া স্থানে স্থানে দুর্গের আবশ্যক সংস্কারাদি করিতেছিল। এ জন্য যদিও সময়ে সময়ে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিত, প্রকৃত যুদ্ধের জন্য কোন পক্ষই তখনও প্রস্তুত ছিল না।

---

* সালুম্ব্রা দুর্গ চিতোর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। চিতোরের ৭০ মাইল উত্তরপশ্চিমে বর্ত্তমান মৈরবাবার সীমার সন্নিকটে বেদনোর নগরী। কমলমীর দুর্গের পাদদেশে কৈলাবারা। চিতোরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে বড় সদ্রিতে এখন একটি পার্ব্বত্য দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। চিতোরের ৬০ মাইল উত্তরে ও উদয়পুরের ১০১ মাইল উত্তরপশ্চিমে বিজলী নগরী ছিল। মাড়বারের দক্ষিণভাগে যোধপুর হইতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে ঝালোর নগরী; এখানে একটি সুন্দর দুর্গ ছিল। মিবারের যে ১৬ জন প্রথমশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার রাজদরবারে মহারাণার দক্ষিণভাগে আসন পাইতেন, সদ্রি, বেদলা, কোটারিয়া, সালুম্ব্রা, বিজলী ও বেদনোরের সামন্তগণ তাহার অন্তর্গত। বেদলা উদয়পুরের ৩ মাইল উত্তরে ও কোটারিয়া ২৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

টড্ সাহেব রাজপুতনার প্রচলিত খ্যাৎ বা আখ্যায়িকা হইতে দেখাইয়াছেন যে, আকবর দুইবার চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার প্রথমবারের সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এইবার নাকি উদয়সিংহের উপপত্নী রাণী স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালন করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য অপদার্থ মহারাণা বিশেষ গৌরব অনুভব করিয়া বাহবা দিতেছিলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া সামন্তবর্গ উক্ত উপপত্নীর হত্যা সাধন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই নিরুপায় উদয় সিংহও চিতোর পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লন। আকবর সেই সময় দ্বিতীয়বার অবরোধ করেন এবং সেইবার জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আবুল ফাজল্, নিজামুদীন্ বা ফেরিস্তা প্রভৃতি কেহই একবারের অধিক অবরোধের কথা বলেন নাই। আমাদিগের "আকবরনামা" প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণ গ্রহণ না করিয়া উপায়ান্তর নাই।

আকবরনামা প্রভৃতি গ্রন্থে আছে যে, আকবর চিতোর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করেন।* এখানে দুইটি অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, আমরা দেখিয়াছি যে, আকবর মালবের দিকেই যাইতেছিলেন, এবং পথিমধ্য হইতে মণ্ডলগড় প্রভৃতি অধিকারের জন্য আসফ্ খাঁ ও উজীর খাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। তাঁহারা মণ্ডলদুর্গ অধিকার করিয়া চিতোরে আসেন। হয়ত সেই সময় কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত রাজপুতদিগের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে উদয় সিংহের রাণী বীরত্ব দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আন্তরিক ঘৃণাবশতঃ রাজপুত সর্দ্দারেরা রাণীকে হত্যা করিলে, উদয়সিংহও আকবরের আগমন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করেন। দ্বিতীয় অনুমান এই,

* Akbarnamah, Beveridge, Vol. II, p. 464. Tabakat-i-Akbari, Elliot Vol. V, p. 325. Badaoni, Lowe, Vol. II. p. 105.

সম্ভবতঃ আকবরের চিতোর পৌছিবার পূর্ব্বে উদয়সিংহ দুর্গ ত্যাগ করেন নাই। মোগল সৈন্যেরা যে একমাস ধরিয়া সৈন্য সমাবেশের ব্যবস্থাদি করিতেছিল এবং যে সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছিল, সে সময় উদয়সিংহ চিতোরে ছিলেন এবং তিনিও আবশ্যক আয়োজন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। হয়ত এই সময় তাঁহার রাণী বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। পরে যখন মোগলেরা চারিদিকে রীতিমত তোপ বসাইয়া চিতোর ধ্বংসের বিশেষ ব্যবস্থা করিল, তখন সামন্তবর্গের পরামর্শে উদয়সিংহও সপরিবারে গুপ্তভাবে দুর্গ ত্যাগ করেন। হয়ত ইহারই পরবর্ত্তী যুদ্ধকে রাজপুত-কাহিনীতে দ্বিতীয় আক্রমণ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, যে অনুমানই গ্রহণ করা যাউক না কেন, অবরোধের পর যখন উভয়পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যে উদয়সিংহ চিতোরে ছিলেন না, তাহা সত্য। এই সময় চিতোর রক্ষার গুরুভার সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহাবীর জয়মল্লের উপর অর্পিত হইয়াছিল।

মোগল পক্ষে প্রধান সেনাপতি ছিলেন স্বয়ং বাদশাহ আকবর। তিনি রাণার রাজ্যধ্বংসের জন্য চারিদিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আসফ খাঁ সসৈন্যে গিয়া চিতোরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে রামপুরা প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া আসিলেন; হোসেন কুলি খাঁ উদয়সিংহের সন্ধানে পশ্চিম দিকে পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়াছিলেন। মহারাণা চিতোর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ পশ্চিমদিকে বনাস নদীর তীরে রাজপিপ্পলি * নামক স্থানে গোহিলদিগের নিকট আশ্রয় লন; পরে আরও দক্ষিণে আরাবল্লী পর্ব্বতের মধ্যে অগ্রসর হন। এই প্রদেশে এক অতি সুন্দর উপত্যকায় তিনি

* রাজপিপ্পলির নাম পূর্ব্বে পিপ্পলিই ছিল; চিতোর হইতে পশ্চিমদিকে রাস্তা পথে উহার দূরত্ব ৪০ মাইল হইবে। পিপ্পলি হইতে উদয়পুর সোজা দক্ষিণে ও প্রায় ৪০ মাইল। এক্ষণে পিপ্পলি হইতে দেলবারা, বেদলা, উদয়পুর দিকে দক্ষিণমুখে দীর্ঘ রাজপথ দেখিতে পাওয়া যায়।

জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং যাঁহারা মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর বুন্দীর রাজা ব্যতীত আর কাহারও সহিত শিশোদীয় বংশের বিবাহাদি হইতে পারিবে না বলিয়া কঠোর নির্দ্দেশ করিলেন। শিশোদীয় বংশের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ রাজপুত মাত্রেরই শ্লাঘনীয় ছিল এবং মিবারেশ্বর প্রতাপের সহিত আহার ব্যবহার করিতে না পারিলে, রাজপুত সমাজে পতিত হইয়া থাকিতে হয়, ইহা কাহারও অবিদিত রহিল না; এজন্য অধিকাংশ সামন্তগণ প্রতাপ সিংহের অনুগ্রহ পাইবার প্রত্যাশায় বহু অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন এবং তিনি উদ্ধার না করিলে তাঁহাদের গতি কি হইবে বলিয়া, বহু আক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ প্রতাপ সিংহ বিচলিত হইবার নহেন।

রাজপুতদিগের মধ্যে যাঁহারা আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মানসিংহই প্রধান। তিনি অতি প্রবীণ ও পরাক্রান্ত বীর ছিলেন; যবন-সংস্পর্শ জন্য রাজপুত-সমাজে তাঁহার যে হীনতা হইয়াছিল, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। রাজপুত আখ্যায়িকায় চারণ কবিরা তাঁহাকে "কলিযুগের কালিমা" বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মহারাণা প্রতাপের সন্তুষ্টি-সাধনের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। প্রতাপের সহিত আকবরের প্রকাশ্য যুদ্ধসংঘটিত হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে, ডুঙ্গারপুর বিজয়ের পর, একদা মানসিংহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মহারাণা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তখন প্রতাপ কমলমীরে ছিলেন। তিনি অতিথির অভ্যর্থনার জন্য উদয়-সাগরের তটে অগ্রসর হন এবং তথায় আতিথ্য-সংকারের

যথানির্দিষ্ট ব্যবস্থা হয়।* আহারীয় প্রস্তুত হইলে, মানসিংহকে আহ্বান করা হইল। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ অমরসিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি মানসিংহকে বিনীত ভাবে বলিলেন,—"পিতার শিরঃপীড়া হইয়াছে বলিয়া, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই; আপনি তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না; আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানসিংহের নিকট প্রতাপের উদ্দেশ্য অবিদিত রহিল না। তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"রাণাকে বল, আমি তাঁহার শিরঃপীড়ার অর্থ বুঝিয়াছি; যাহা হইয়াছে, তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; মহারাণা যদি আমার সম্মুখে ভোজনপাত্র না দেন, তবে কে দিবেন?" প্রতাপকে এ কথা জানান হইলে, তিনি উত্তর পাঠাইলেন, —"যে রাজপুত তুর্কিকে ভগিনী বিক্রয় করিয়াছেন, সম্ভবতঃ যবনের সহিত যাঁহার পান ভোজন চলে, তাঁহার সহিত রাণা একত্র আহার করিতে পারেন না।"

মানসিংহ তখন বুঝিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়া ভাল করেন নাই; এই অপমানের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তিনি গ্রাসমাত্রও অন্ন গ্রহণ করিলেন না; কেবল ক[illegible]টি মাত্র দানা

* নিজামউদ্দীন ও আবুল ফজল উভয়ই বলিয়াছেন, যে মানসিংহ এ সময়ে প্রতাপকে বাদশাহ প্রদত্ত খেলাত প্রদান করেন ও উহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য মানসিংহ তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি নানাবিধ আপত্তি দেখাইয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। উভয় ঐতিহাসিকের পারস্য ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থে "ওজর" কথা আছে, মহামতি ইলিয়ট সাহেব উহার পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া, প্রতাপসিংহ প্রতারণা করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। Erskine প্রভৃতি অনুবাদকেরা সেরূপ ভুল করেন নাই। *Elliot* Vol. VI. p. 43, *Akbarnamah* (*Beveridge*) Vol. III. p. 57.

অন্ন-দেবের নামে উষ্ণীষে রাখিলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে, রাণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আপনারই সম্মান বর্দ্ধনের জন্য আমরা আপন আপন সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়াছি, এবং আমাদের ভগিনী ও কন্যাকে তুর্কহস্তে সমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু বিপদে নিমজ্জিত থাকাই যদি আপনার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহাই থাকুন। এরাজ্যে আপনাকে আর অধিককাল বাস করিতে হইবে না।" মানসিংহ এই কথা বলিয়া অশ্বারোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় প্রতাপ আসিয়া দেখা দিলেন। তখন দুর্জ্জয় মানসিংহ সরোষে বলিলেন,—"আপনার গর্ব্ব যদি খর্ব্ব করিতে না পারি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" প্রতাপসিংহ ধীর গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন,—"আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইলেই আমি সুখী হইব।" এই সময়ে প্রতাপের পশ্চাৎ হইতে আর কে যেন বলিয়া উঠিল,—"তোমার ফুপা (পিসা) আকবরকে সঙ্গে আনিতে ভুলিও না।"

যে স্থানে মানসিংহের জন্য আহারীয় সজ্জিত হইয়াছিল, সেস্থান গঙ্গা জলে ধৌত করা হইল; যাহারা রাজপুত-কলঙ্ক মানের মুখদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্নান ও বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক পবিত্র হইলেন। মুসলমান-সংস্পর্শকে রাজপুতেরা কিরূপ ভয়ানক ঘৃণা করিতেন, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়।

এদিকে ক্রোধান্ধ মানসিংহ স্বীয় অপমানের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহের প্রতি প্রতাপের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কথা জলন্ত ভাষায় আকবরকে জানাইলেন। তখন যবনদ্রোহী প্রতাপকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য প্রাণপণে মহাযুদ্ধের বিরাট্ আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, বীরভূমি রাজপুতনাকে আকবরের অঙ্কগতা করাই মানসিংহের উদ্দেশ্য হইল। যে নৃপতির রাজ্যবিস্তার ও শত্রু-সংহার জন্য

তিনি দেহের শোণিত জলের মত ব্যয় করিতেছিলেন, এক দিন সেই আকবরের হস্তেই যে তাঁহার জন্য বিষ-লড্ডুক প্রস্তুত হইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

---

* বুন্দীর রাজদপ্তরের কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, যখন মানসিংহ স্বীয় ভাগিনেয় খসরুকে দিল্লীশ্বর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন আকবর তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিধন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার জন্য বিষের লাড়ু প্রস্তুত করেন। কিন্তু ভুলক্রমে ভাল লাড়ু মানসিংহকে দিয়া স্বয়ং বিষের লাড়ু খাইয়া ফেলেন; তাহাতেই আকবরের মৃত্যু হয় (১৬০৫)। পাঠকগণ মহাত্মা টড-কৃত রাজস্থানের দ্বিতীয় খণ্ডে বুন্দীর ইতিবৃত্ত দেখিবেন। জনৈক পর্টুগীজ ঐতিহাসিকও এই ঘটনার সমর্থন করিয়াছেন। Rajasthan, Vol. II. p. 392.

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

যুদ্ধায়োজন।

তাপসিংহ মিবারের পল্লীসমূহ জনশূন্য করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই প্রদেশ উত্তরে কমলমীর হইতে দক্ষিণে ঋষভনাথ (রিকবনাথ) * এবং পশ্চিমে মীরপুর হইতে পূর্ব্বদিকে সাতোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকেই চল্লিশ ক্রোশ হইবে। ইহার চতুর্দ্দিক্ দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-প্রাকারে পরিবেষ্টিত। মধ্যভাগে কোথায়ও দুরারোহ পর্ব্বত, কোথায় বা কদাচিৎ ঘনবিন্যস্ত তমসাচ্ছন্ন বনভূমি; সারি সারি পাহাড়ের মধ্যে যেখানে কোন অবকাশ আছে, তাহা শুধু শিলা-কঙ্করময় এবং অনুর্ব্বর; শস্যাদি বিশেষ কিছু কোথায়ও জন্মে না। চারিদিকে চাও, শুধু আঁকাবাঁকা গিরিপথ আর বক্রগামিনী গিরিনদী ভিন্ন কিছুই দেখা যাইবে না।

এই ভীষণ প্রদেশে মিবারের লোকেরা ক্রমশঃ আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। প্রতাপের কঠোর আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে; না করিলে কিরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইত, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সে আজ্ঞা পালন করায় তাহাদের নিজেরই স্বার্থ ছিল; যদি কেহ দূরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশে মহারাণার লোকদিগের চক্ষু এড়াইত, তাহারা মোগল-শত্রুর চক্ষু এড়াইতে পারিত না। প্রতাপকে নির্য্যাতন করিবার জন্য

---

* ঋষভনাথ (Rakabnath) উদয়পুরের ৪৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে আদিনাথ বা ঋষভনাথের মন্দির আছে। Raj. Gazetteer Vol. III p. 55; টড সাহেব ইহাকে রিকুমনাথ করিয়াছেন।

চারিদিক্ হইতে মোগল সৈন্য মিবারের সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের বাহিরে সমবেত হইতেছিল। গুজরাট, মালব বা যোধপুর প্রভৃতি জয় করিবার জন্য যে সকল বাদশাহী সৈন্য অবিরত মিবারের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারাও মিবারের কোন স্থানে অত্যাচার করিতে পারিলে ছাড়িত না। চিতোর ও মণ্ডলগড় উভয় দুর্গই মোগলদিগের অধিকৃত ছিল; তথাকার সৈন্যদল মিবারের পূর্ব্বভাগ সমস্ত উৎসন্ন করিতেছিল। মানসিংহ একবার মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। তিনিও সসৈন্যে আসিয়াছিলেন এবং সৈন্যদল লইয়া উদয়পুর হইতে চিতোর-নসিরাবাদের পথে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে অত্যাচারের ত্রুটি হয় নাই। আহম্মদাবাদ জয়ের পর আকবর সেনাপতি ভগবান্ দাস, শাহ কুলি খাঁ ও লস্কর খাঁ প্রভৃতিকে ইদরের পথে সসৈন্যে মহারাণার রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন।* বাদশাহের উদ্দেশ্যই এই ছিল, প্রতাপসিংহ যদি একবার কোন প্রকারে একটু অবনতি স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে অশেষ সম্মানে সম্মানিত করিবেন, তাঁহার রাজ্যে কোন প্রকারে হস্তার্পণ করিবেন না। প্রত্যেক সেনানী ও দূতের মুখে তিনি এই কথাই বলিয়া পাঠাইতে ছিলেন। সব রাজা আকবর বাদশাহের বশীভূত হইতেছেন, ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্র নৃপতি হইয়া প্রতাপসিংহ তাঁহাকে তৃণজ্ঞান করেন, ইহা তাঁহার প্রাণে সহিতেছিল না; প্রতাপের সেই গর্ব্বোন্নত প্রকৃতির জন্য দিল্লীশ্বরের অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল। এই জন্যই প্রতাপের দমনের জন্য তাঁহার এত আয়োজন ও এত সঙ্কল্প। বঙ্গ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত তিনি যেখানেই যাইতেছেন, তাঁহার বিজয়-দুন্দুভি বাজিতেছে; কিন্তু সেই সকল জয়োল্লাসের মধ্যে কেমন তাঁহার প্রাণে আঘাত করে, প্রতাপসিংহ ত অবনত হন নাই! রাজপুত

* Akbarnama (Beveridge) III p. 89.

রাজ্যের মধ্যে বাছা বাছা সকলেই দিবারাত্র তাঁহাকে প্রণিপাত করিতেছে; কিন্তু না জানি, মহাপ্রাণ প্রতাপসিংহ কত বড় বীর! মোগল বাদশাহের সকল বল-কৌশলও কি সে বীরত্ব ধরাচুম্বিত করিতে পারিবে না? মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় এবং দিল্লীশ্বরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, প্রতাপসিংহকে ক্ষুণ্ণ করিতেই হইবে।

মোগল সেনা চারিদিক্ হইতে যখন তখন আসিতেছিল বটে, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশ তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। বিশেষতঃ লোকালয় জনশূন্য হওয়াতে খাদ্যাদির অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। এজন্য মোগলপক্ষীয়েরা যথেষ্ট সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ না করিয়া সে প্রদেশে প্রবেশ করিতে দ্বিধা করিত। এদিকে মিবারের প্রজাবর্গকে পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিতে বলিয়া, প্রতাপ এক গুরুভার স্কন্ধে লইয়াছিলেন। সে শস্যহীন দুরারোহ প্রদেশে তাহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার খাদ্যভার যোগাইবে কে? অবস্থাবিশেষে উপায়ও নির্ণীত হইয়া থাকে। একটা সুবিধা এই ছিল, প্রতাপের অনুচরগণ স্বদেশের সমুদায় পথ-ঘাট জানিত; তাহারা মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ শত্রুসেনা আক্রমণ করিয়া পর মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। উত্তর ভারতবর্ষ হইতে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য ইয়োরোপে যাইত, তাহা আরাবল্লীর নিকট দিয়া সুরাটে গিয়া জাহাজে বোঝাই হইত। রাজপুতগণ এই সকল পণ্যভার লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই ভীষণ প্রদেশ ক্রমে পথিকেরও অগম্য হইয়া পড়িল। স্বল্পসংখ্যক লোক লইয়া যে জাতি বিপক্ষের অগণিত সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, কোন না কোন প্রকারে এই প্রকার অব্যবস্থিত সমরপ্রণালী সময়বিশেষে অবলম্বন করা ভিন্ন তাহাদের উপায়ান্তর নাই। কিছু দিন পরে মারহাট্টাগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তবে মারহাট্টা ও রাজপুতে প্রভেদ এই, মারহাট্টাগণের

নিকট এই প্রণালী একসময়ে একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল, তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া এই কপটযুদ্ধেরই আশ্রয় লইত, রাজপুতের তাহা নহে। রাজপুত সম্মুখযুদ্ধে ভয় করে নাই; বরং অন্যোপায় থাকিলেও শত্রুকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সম্মুখযুদ্ধ করিতে গিয়া রাজপুতগণ আত্মপক্ষ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। শীঘ্রই আমরা ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাইব।

পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজপুতের আর এক সহায় ছিল, তথাকার চিরাধিবাসী অসভ্য ভীলগণ। রাজস্থানের ভীলপল্লীর মত সুন্দর স্থান জগতে দুর্ল্লভ। ভীলেরাই রাজপুতনার আদিম অধিবাসী। প্রাচীন কালে রাজপুতগণ ইহাদিগকেই বিতাড়িত করিয়া দেশ অধিকার করেন। ভীলগণ নামে মাত্র রাজপুতের অধীনতা স্বীকার করে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা এক প্রকার শান্তির ক্রোড়ে স্বাধীন ভাবে বাস করে। তবে বিপদের সময় ভীলগণ প্রাণ দিয়াও মহারাণার সাহায্য করিত। রাজপুতের মহত্ত্ব কতক ভীলদিগেরও ছিল। তাহারাও যাহা বলে, তাঁহা করে; যাহা ধরে, তাহা ছাড়ে না। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ভীলগণ প্রাণ দিতেও ভীত হয় না।* মিবারের এই বিপদ্ সময়ে অসংখ্য ভীল সৈন্য শরধনু লইয়া প্রতাপের সাহায্যার্থ সমবেত হইতেছিল। গুপ্তভাবে পর্ব্বত-শীর্ষ হইতে বারিধারার ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া বা রাশি রাশি প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ভীলেরা সঙ্কীর্ণ পথে শত্রুর গতিবিধি বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। তাহারা এমন ভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত যে মোগলেরা অতর্কিত ভাবে একপদও অগ্রসর হইতে পারিত না।

রাজ্যপ্রাপ্তির পর হইতে প্রতাপ সিংহ কমলমীরের গিরিদুর্গেই স্বীয়

* রাজপুতনার সরকারী বিবরণীতে ভীলদিগের রীতিনীতি ও প্রকৃতির ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। *see* Rajputana Gazetteer, Vol, III. pp. 64-8.

রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। উদয়পুরে তিনি তখনও কোন রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ এই স্থান পার্ব্বত্য প্রদেশের এক সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া সেখানে সর্ব্বদাই মোগলদিগের আক্রমণের ভয় থাকিত; এজন্য রাণা সেখানে বাস করিতেন না। কমলমীর ও উদয়পুরের মাঝখানে আর একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল, তাহার নাম গোগুণ্ডা।* ইহা চারিধারে পর্ব্বতরাজিতে পরিবেষ্টিত এবং খুব উচ্চ শিখরে অবস্থিত। এজন্য সময়ে সময়ে মহারাণা বাস করিতেন। তথায় তাঁহার প্রাসাদ ও কতকগুলি দেব-মন্দির ছিল। উচ্চশিখরে অবস্থিত ভিন্ন এস্থান অন্যভাবে দুর্ভেদ্য নহে এবং এখানে কোন দুর্গ ছিল না। তবে দুর্গ গঠন করিতে পারিলে গোগুণ্ডা যে একটি বিশেষ আশ্রয়স্থান হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজ্য লাভ করার পর হইতেই মহারাণা এমন ভাবে মোগল-শত্রু দ্বারা আক্রান্ত ও বিড়ম্বিত হইতেছিলেন যে, তিনি উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ করিয়া শান্তভাবে দুর্গনির্ম্মাণে মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। এজন্য কমলমীরই তাঁহার প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়াছিল; গোগুণ্ডায় তিনি সময়ে সময়ে বাস করিতেন মাত্র।

চিতোর বিজয়ের পর ৬।৭ বৎসরের মধ্যে মোগলেরা রাজপুতদিগের সহিত কোন প্রকাশ্য যুদ্ধ করেন নাই। এপর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে যেখানে সেখানে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও উৎপাতই চলিতেছিল; বিপুলবাহিনী সজ্জিত করিয়া রাজপুতের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা এখনও হয় নাই। বিশেষতঃ গুজরাট ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহ শান্তির জন্য বাদশাহ আকবরকে এমন ভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল যে,

* নিজামুদ্দীন ও বদাউনী ইহাকে কোকাণ্ডা (Kokandah), ব্রকম্যান গোগাণ্ডা (Gogandah) এবং টড গোগুণ্ডা (Gogoondah) বলিয়াছেন।

তিনি মিবারের দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিতে পারেন নাই; একবার মাত্র ১৫৭০ খৃঃ অব্দে মাড়বার আক্রমণ করিয়া রাঠোরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তখন যোধপুর ও বিকানীরের রাজপুত রাজারা মোগলদিগের পদানত হইয়াছিলেন। ১৫৭৩ অব্দে আকবর স্বয়ং স্বসৈন্যে বঙ্গে আসিয়া তথাকার বিদ্রোহী রাজা দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করেন; দায়ুদ পলায়ন করিলে আকবর পর বৎসর দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপরে কিছুদিন বাদশাহ ফতেপুর-শিকরীতে বাস করেন ও তথায় থাকিয়া নিজের নূতন ধর্ম্মমত স্থাপনের জন্য বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন।* ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি আজমীরে আসেন। এই সময়ে তিনি প্রতাপ সিংহের কঠোর ব্রত ও কার্য্যবিধির বিশেষ বিবরণ পান। মহারাণা যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগলের বিপক্ষে বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন, চিতোর ও মণ্ডলগড় প্রভৃতি স্থানের অধিনায়ক-দিগের বিবরণীতে এবং নানাদিক্ হইতে আগত দূতগণের নিকট হইতে, তিনি তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে পারেন। এই সময়ে গর্ব্বদৃপ্ত কুমার মানসিংহ সুরঞ্জিত ভাষায়, তিনি প্রতাপের নিকট কি ভাবে অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করেন। মানসিংহের অপমান যে বাদশাহের নিজের অপমান, সে কথা তিনি তাঁহাকে বুঝাইতে ছাড়েন নাই। সেই ভাবে যদি মোগলপক্ষীয় রাজপুতেরা প্রতাপসিংহের নিকট বারংবার অপদস্থ হন, এবং প্রতাপের প্রতিজ্ঞা অটুট থাকিলে তাঁহারা যদি দেশীয় সমাজে অবিরত নির্য্যাতিত হইতে থাকেন, তাহা হইলে ক্রমে মোগল-প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে এবং মনঃক্ষুণ্ণ রাজপুতেরা ক্রমে ক্রমে মোগলের সহিত

---

* আকবর বহু ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া ইলাহি ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। সকল ধর্ম্মী লোকদিগের ধর্ম্মমত আলোচনার জন্য তিনি শিকরীতে এক প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম দেন—ইবাদাতখানা। ইহা ১৫৭৫ অব্দে নির্ম্মিত হয়।

সন্ধি ও সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন করিবে। এই সকল বিষয় লইয়া আজমীরের বাদশাহী দরবারে তুমুল আন্দোলন হইল।

অবশেষে স্থির হইল, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। মানসিংহের অপমানের প্রতিশোধ দিয়া রাণার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে। অমনি স্তাবকদিগের বিচারে স্থির হইল, রাণার মত অপদার্থ ব্যক্তিদিগের অনর্থক গর্ব্ব নাশ করাই বাদশাহের প্রধান কার্য্য।* তখন মিবারের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিবার অভিসন্ধি স্থির হইল; সর্ব্বসম্মতিক্রমে সে অভিযানের নেতা হইলেন—মানসিংহ; কারণ বুদ্ধিমত্তা, প্রভুভক্তি ও সাহসিকতায় উপস্থিত সেনানীগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই নেতৃত্বের সম্ভ্রম রক্ষা করা কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা অন্যে কেহ না বুঝুন, মানসিংহ বুঝিতেন। কিন্তু তবুও তাঁহার মনে মনে অভিমানের বহ্নি জ্বলিতেছিল; এজন্য তিনি প্রকাশ্যে আস্ফালন করিয়া বাদশাহের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। হিজরী ৯৮৪ সালে ২রা মহরম তারিখে (৩রা এপ্রিল, ১৫৭৬) মানসিংহ সদলবলে যাত্রা করিলেন। এই অভিযানে কি ভাবে কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে, আকবর তদ্বিষয়ক স্থূল স্থূল উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া মানসিংহের হস্তে প্রদান করিলেন।*

---

* "Majestic rulers cause the stiff-naked way-farers of the lanes of pride to journey to the city of supplication. And if the ill fate of the men of this class has been confirmed great rulers cleanse the earth from the rubbish of their existence." Akbarnama (Beveridge) Vol. III p. 236.

ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে আবুল ফজলের মত ঐতিহাসিকেরা আকবরের অতিরিক্ত অনর্থক প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহার বিপক্ষভুক্ত মহাত্মগণের উপর অভদ্র-ভাষায় গালিবর্ষণ করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ সাধারণ দস্যু বা দুরাত্মা ("wretch," III p. 247) বলিতেও দ্বিধা করেন নাই। এইরূপ একপক্ষে অনর্থক স্তাবকতা ও অন্যপক্ষে জাতিবিদ্বেষসূচক ঘৃণার ভাষায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়াছে।

† A. N. III 237.

তিনি তাহাই লইয়া মহারাণাকে কর্ত্তব্য ও মঙ্গলের পথ দেখাইবার জন্ত চলিলেন।*

আবুল ফজলের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, গাজীখাঁ, গিয়াস্উদ্দীন আলি আসফ খাঁ, সৈয়দ আহম্মদ, সৈয়দ হাসিম, সৈয়দ রাজু, মিহতর খাঁ, মুজাহিদ বেগ, জগন্নাথ, মধু সিংহ, ও রায় লম্বকর্ণ † প্রভৃতি বীর সেনাপতিগণ মানসিংহের সহকারী রূপে গিয়াছিলেন। আসফ খাঁ এই সৈন্যদলের মীরবক্সী (বেতন দাতা, pay-master) নিযুক্ত হইয়া চলিলেন। "মুন্তাখাব্-উৎ-তোয়ারিখ্" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখক আবদুল কাদির বদাউনী একজন গোঁড়া মুসলমান; তিনি অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং তজ্জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের যুদ্ধকে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মানসিংহের সহিত এই যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি কিছুই ছিল না; আকবর তাঁহাকে যুদ্ধের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি

---

* " (Akbar) ordered Kuar Man Singh to go with a number of loyal men and arouse him (Rana) from his infatuated slumbers and guide him to the school of auspiciousness." Ibid III, p. 244.

† ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিখ্যাত সেনানী। গাজী খাঁ তৎসময়ের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি; আকবর তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া এক হাজারী মন্সব্দার করিয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দীন আলি আসফ খাঁ এক ব্যক্তি; ইনি দ্বিতীয় আসফ খাঁ। প্রথম আসফ খাঁ চিতোরের শাসনভার পান। তাঁহার মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দীন সেই উপাধি পান। বিখ্যাত মমতাজমহল ইহার দৌহিত্রী। সৈয়দগণ বার্হানগরী হইতে আগত ও অত্যন্ত বীর। মিহতর খাঁ (আলিসৃউদ্দীন) হুমায়ুনের সময়ের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী; আকবর রন্থাম্বর দুর্গ দখল করিয়া তাঁহাকে শাসনভার দেন। তিনি তিন হাজারী মন্সব্দার হইয়াছিলেন। (Bloch. 417) জগন্নাথ বিহারীমল্লের পুত্র, বিখ্যাত যোদ্ধা। ইনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বে পাঁচ হাজারী মন্সব্দার হন। (Bloch. 387)। মধুসিংহ রাজা ভগবান্ দাসের পুত্র ও তিন হাজারী মন্সব্দার (Bloch.

আসফ খাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন এবং হিসাব রক্ষা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন।*

মানসিংহ পাঁচ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া আজমীর ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি নাসিরাবাদ ও ভীলবারার পথে মণ্ডলগড়ে পৌঁছেন। ঐ স্থানে যে মোগলবাহিনী ছিল, তাহার অধিকাংশ তাঁহার অনুযাত্রী হইল; কিন্তু তিনি চিতোরের সৈন্য-সংখ্যা কমাইতে সাহসী হইলেন না। মানসিংহ মোগল-বাদসাহের পোষ্য পুত্রের মত † যতই কেন প্রতিপত্তিশালী হউন না, মহারাণা প্রতাপ সিংহের নিকট তিনি মিবারের অধীন একজন সামান্য জমিদার-পুত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ‡ মোগলেরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন,

---

418). রায় লম্বকর্ণ (Lonkaran) ইনিও মানসিংহের মত কচ্ছবাহকুল সম্ভূত। আকবরের রাজত্বে অনেক স্থলে যুদ্ধাদি করেন। ইঁহার পুত্র রায় মনোহর একজন পারসীক কবি। Bloch. 494).

* বদাউনী স্বয়ং এই অভিযানে আসিয়া বিখ্যাত হল্‌দিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; এবং তিনি নিজেই সে যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজলের বিবরণীও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বা অসম্পূর্ণ নহে। বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের উপাদান এই দুইজনের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। *see* also Noer's Akbar (translation) I. 247.

† আকবর মানসিংহকে সমাদর করিয়া ফরজান্দ্ (Farzand বা পুত্র) উপাধি দিয়াছিলেন। *see* Blochmann. p. 339.

‡ অম্বর শিশোদীয় রাজবংশের অধীন মিবারের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র। ইক্‌বল্ নামায়ও (Elliot Vol. VI p. 400) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। A. N. III 244 note.

প্রতাপ পার্ব্বত্য প্রদেশের বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ করিবেন; * কিন্তু সেরূপ চিন্তা করাই অন্যায়, কারণ প্রতাপ নিজ পার্ব্বত্য রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে সে পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে চান, তাঁহাকে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়াই বল বিক্রম দেখাইতে হইবে; প্রতাপ স্বয়ং উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া নিজের সৈন্যবলের পরিমাণ শত্রুদিগকে দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এজন্য মানসিংহ মণ্ডলগড় হইতে সোজা পূর্ব্বমুখে নাথদ্বার প্রভৃতি স্থান দিয়া বনাস নদীর কূলে কূলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেখানে ক্ষুদ্র বনাস নদী ঘোর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহির হইয়াছে, সেই খানে এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের মুখে আসিয়া প্রতাপ সিংহ মানসিংহের গতিরোধ করিলেন।

আজমীরে যখন নূতন অভিযানের পরামর্শ স্থির হইতেছিল, প্রতাপ তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে কমলমীরে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। সমর্থকায় রাজপুতগণ সকলেই আসিয়া সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছিল; অসভ্য ভীলগণ তীরধনু লইয়া মহারাণার সাহায্যজন্য প্রস্তুত ছিল; মোগলের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কতকগুলি পাঠান সৈন্যও রাজপুতের দলপুষ্টি করিতে আসিয়াছিল। এই ভাবে প্রতাপ সিংহ প্রায় দ্বাবিংশ সহস্র সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মোগলের সৈন্য-সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক ছিল। মানসিংহ মণ্ডলগড়ে আসিবা মাত্র মহারাণা সংবাদ পাইলেন; তিনি কমলমীরের গিরিদুর্গে রাজধানী রক্ষার জন্য কিছু সৈন্য রাখিলেন; গোগুণ্ডা প্রভৃতি স্থানের সমস্ত সৈন্যকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। নিজেও সসৈন্যে দক্ষিণ মুখে গিয়া মধ্য পথে সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন। তথা হইতে সম্মিলিত সেনা পরিচালিত করিয়া হল্‌দি-

* A. N. III. 244.

ঘাটের গিরিপথে উপস্থিত হইয়া মানসিংহের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই হল্‌দিঘাটেই বিখ্যাত যুদ্ধ হইয়াছিল। *

---

* এই যুদ্ধকে গোগুণ্ডার যুদ্ধও বলে। (Malleson's Akbar, R. I. series. p. 125)। হল্‌দিঘাট নামক গিরিসঙ্কটের মুখে কামনুর নামক গ্রামে যুদ্ধ হয়, এই স্থান গোগুণ্ডার অন্তর্গত। (A. N. III 245) বদাউনী বলেন হল্‌দিঘাট গোগুণ্ডা হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। (Badaoni (Lowe) II p. 236) ঐস্থান সোজা-সুজি পথে ৭ ক্রোশ হইবে না, ৪।৫ ক্রোশ হইতে পারে। তবে ঘাটির পথে ৭ ক্রোশের কম হইবে না। "when Kanwar Mansing drew near to Kokanda, Rana Kika called all the Rajas of Hinduwara and came out of *Ghati Haldeo* with a strong force to oppose his assailant." Tobakat, Elliot, Vol. V. p 398. কবিরাজ শ্যামলদাস বলেন যে, স্থানটির মৃত্তিকার বর্ণ হল্‌দি বা হরিদ্রার মত বলিয়া এই গিরিপথের নাম হল্‌দিঘাট। A. N. III 245 note. টড সাহেবের ম্যাপে গোগুণ্ডার উত্তরে কামনর গ্রাম আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণীতে প্রতাপসিংহকে রাণা কীকা এই অপভ্রংশ নামে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে। কেন, এরূপ বলা হয়, তাহা জানা যায় নাই। (Rana Partab) "generally called in the Histories Rana Kika" Bloch, 443 note.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:0:—

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ।

ঊনিশ শত বত্রিশ সংবতের বর্ষারম্ভে * মানসিংহের প্রবল-বাহিনী হল্‌দিঘাটের সঙ্কীর্ণ গিরিপথের সম্মুখে কামন্থুর গ্রামে সমবেত হইল। তখনও মহারাণা সেই ঘাটি হইতে বহির্গত হইয়া দেখা দেন নাই; মানসিংহ শুনিয়াছিলেন তিনি যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। যদি প্রতাপসিংহ গিরিশঙ্কট হইতে বহির্গত হইয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ না করিতেন, তাহা হইলে মানসিংহ কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার গতিবিধি নির্ণয়ের নিমিত্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেন এবং অবশেষে রীতিমত সুরক্ষিত হইয়া পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু সেরূপ বিলম্ব করিবার প্রয়োজন হইল না; প্রতাপসিংহ

---

* হল্‌দিঘাট যুদ্ধের তারিখ লইয়া তর্ক আছে। খুব সম্ভবতঃ এই যুদ্ধ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে হইয়াছিল। আকবর-নামা হইতে দেখা যায়, মানসিংহ ৯৮৪ হিজরীর ২রা মহরম আজমীর হইতে যাত্রা করেন এবং ২১শে রবিয়ল আউয়ল যুদ্ধ হয় (Bloch 418 note) অর্থাৎ আজমীর হইতে বাহির হইবার ৭৮ দিন পরে যুদ্ধ হয়। ঐ যাত্রার তারিখ ১৫৭৬।৩রা এপ্রিল ধরিলে যুদ্ধের তারিখ ২০শে জুন হয়। বিভারিজ উহাকে ১৮ই জুন করিয়াছেন, (A. N. III. 245)। তবে ম্যালিসন বলিতেছেন যে যুদ্ধ ডিসেম্বর বা পৌষমাসে হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে। (Akbar p. 125) টডের হিসাবে জুলাই মাসে যুদ্ধ হয়। (Vol. I. 276).
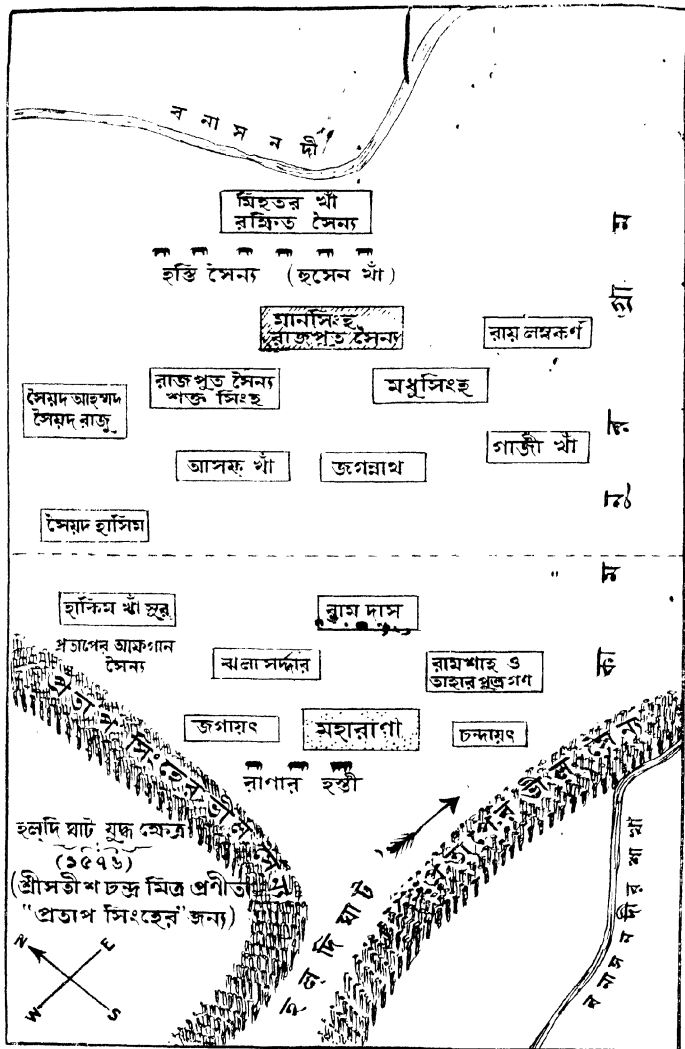
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কৃত
"প্রতাপসিংহের" জন্য

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র

ভাবিলেন তিনি মোগলসৈন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না, তৎপূর্ব্বেই তাহা বিনষ্ট করিবেন। এজন্য তিনি সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন।

অতি অল্প সময়মধ্যে উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ করা হইল। মোগলপক্ষে মানসিংহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার খুল্লতাত জগন্নাথ এবং গিয়াস্‌উদ্দীন আসফ-খাঁকে সসৈন্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে সর্ব্বাগ্রে সৈয়দ হাসিম এবং তৎপশ্চাতে সৈয়দ আহম্মদ ও সৈয়দ রাজু থাকিলেন; বাম ভাগে সম্মুখে গাজী খাঁ এবং একটু পশ্চাতে রায় লম্বকর্ণ রাজপুতসেনা লইয়া রহিলেন। মধ্যস্থলে সেনাপতি মানসিংহ স্বকীয় প্রবল রাজপুতসৈন্য লইয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। পুরোভাগে জগন্নাথ ও মধ্যস্থলে মানসিংহ এই উভয়ের মধ্যে * মধুসিংহ ও অন্যান্য রাজপুত সেনানীগণ স্থান পাইলেন। সম্ভবতঃ প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ ও সাগরজী এই স্থানে ছিলেন। মানসিংহের পশ্চাতে হুসেন খাঁ কতকগুলি হস্তীর অধিনায়ক হইয়া রহিলেন এবং সর্ব্বপশ্চাতে রহিলেন – রক্ষিত (Reserve) সৈন্যের অধিনায়ক মিহতর খাঁ। মোগল শিবিরের পশ্চাৎ দিয়াই ক্ষুদ্র বনাস নদী প্রবাহিত হইতেছিল। মানসিংহ হল্‌দিঘাটের মুখে বা পর্ব্বত-শ্রেণীর অতি সন্নিকটে আসিলেন না, কারণ সেখানে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে।

প্রতাপসিংহ হল্‌দিঘাটের মুখেই সৈন্য সংস্থান করিলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুরারোহ পর্ব্বত-শ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল।

---

* সেনাপতি ও পুরোভাগস্থ সৈন্যদলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আল্‌তামাস্‌ বলে। মধুসিংহ প্রভৃতি আল্‌তামসে ছিলেন, এইরূপ আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব কথাটি অনুবাদ না করিয়া আল্‌তামস্‌ই রাখিয়া গিয়াছেন (A. N. III 244-5)। আল্‌তামস্‌ একটি তুর্কি শব্দ; উহার সাধারণ অর্থ ৬০ সংখ্যা; সাধারণ পারসীক অভিধানে ঐ অর্থই আছে। কিন্তু আনন্দরাজকৃত অভিধানে (Fehrang Ananda Raj) শব্দটির ব্যাখ্যা আছে। *See* Tabakat, Elliot. V. 387, Badaoni (Lowe) II 197 note. De couteille, Dict. Turk-orient. p. 01.

উহারই উপরিভাগে নানা গুপ্তস্থানে প্রতাপের ভীল সৈন্য শরধনু লইয়া লুকাইয়া রহিল। ঘাটি দিয়া মোগলেরা প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য তাহারা রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড পর্ব্বত-শিখরে উঠাইয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপসিংহের পক্ষে যে পাঠানসৈন্য ছিল, তাহারা হাকিম খাঁ সুরের অধীন হইয়া বামভাগে রহিল এবং দক্ষিণভাগে ঘাটির সম্মুখেই রাজপুত সৈন্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। উহার পুরোভাগে সর্ব্বাগ্রে রহিলেন মহাবীর জয়মল্লের পুত্র রামদাস; চিতোর রক্ষার্থ তাঁহার পিতা যে অসামান্য বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ দেখাইয়া ছিলেন, তাহারই গৌরব-বর্দ্ধনের নিমিত্ত আজ মহাবীর রামদাস রাজপুত সৈন্যের অগ্রণী হইলেন।

রামদাসের একটু পশ্চাতে দক্ষিণভাগে রহিলেন গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব নৃপতি রামশাহ * ও তাঁহার তিন পুত্র শালিবাহন, ভানুসিংহ ও প্রতাপসিংহ। † এবং বামভাগে থাকিলেন, ঝালাপতি মান্নাসিংহ। ‡ মধ্যস্থলে স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ বামে দক্ষিণে চন্দায়ৎ, জগায়ৎ প্রভৃতি অসংখ্য রাজপুত সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রণক্রীড়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণার হস্তীগুলি পশ্চাদ্ভাগে পর্ব্বতের পাদদেশে ছিল।

রাজপুত পক্ষ হইতে আক্রমণ করা হইলেই যুদ্ধ আরব্ধ হইল। পাঠানবীর হাকিম খাঁ সুর প্রথমেই সৈয়দ হাম্মিকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে প্রথম হইতেই সৈয়দ ভ্রাতৃগণ অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া মোগলের

---

* ইঁহাকে ব্লকম্যান, Ram Sah, বিভারিজ, লো প্রভৃতি Ram Shah বলিয়াছেন। কিন্তু ইলিয়ট তবকাতের অনুবাদে রামেশ্বর গোয়ালিয়রী লিখিয়াছেন। (Vol. V. p. 399) উহারই অনুবাদ করিয়া বিশ্বকোষে (১২শ—২৫৬ পৃঃ) রামেশ্বর লেখা হইয়াছে। রামশাহ না হইয়া রামেশ্বর হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

† A. N. (Bev.) III. 246.

‡ শ্রীযুক্ত টড ঝালাসর্দ্দার মান্নার কথা বলিয়াছেন। আবুল ফজলের অনুবাদে "Bedamata of the Jhala tribe" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। A. N. III. 245.

গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজপুতের দক্ষিণদিকে গোয়ালিয়রাধিপতি রামশাহ মোগল পক্ষীয় রায় লম্বকর্ণকে এবং মহারাণা স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া গাজী খাঁকে আক্রমণ করিলেন। লম্বকর্ণ সেই প্রথম আক্রমণেই তাঁহার রাজপুত সৈন্য লইয়া মেষের মত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন এবং দক্ষিণভাগে আশ্রয় লইতে গেলেন। তজ্জন্য মোগল-ব্যূহের মধ্যে এক ভীষণ গোলমাল উপস্থিত হইল। কিন্তু গাজী খাঁ, মোল্যা হইলে কি হয়, তিনি প্রথমে সেরূপ করেন নাই; কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বীরবিক্রমে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ভাবিলেন, মহারাণার যখন সৈন্যসংখ্যা বেশী, তখন তাহাদের সহিত যুদ্ধে পলায়ন করায় দোষ নাই। এমন সময়ে হস্তে এক তরবারির আঘাত পাইয়া তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। পলায়ন, পলায়ন, মোগলসৈন্য প্রথমেই ভীষণবেগে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল; এমন কি নদী পার হইয়া পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ না গিয়া তাহারা থামিয়াছিল না। * রামশাহের ভীম বিক্রমে মধু-সিংহ প্রভৃতির রাজপুত সৈন্যও পলায়ন করিতেছিল, এবং তাহাদের পলায়নে আসফ খাঁর সৈন্যদলও ছত্রভঙ্গ দিল। † ঐতিহাসিক বদাউনী এই আসফ খাঁর সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন; তিনি নিজের কথাটি লিখেন নাই, তবে তিনিও যে আসফ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। উভয় পক্ষের রাজপুত সৈন্য এমন ভাবে মিশিয়া গেল যে শত্রুমিত্র চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় সৈয়দগণ পূর্ণবিক্রমে আত্মরক্ষা না করিলে তখনই মোগলপক্ষের পরাজয় হইত।

স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য রাজপুতগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

---

* Those of the army who had fled on the first attack, did not draw rein till they had passed five or six *cosses* beyond the river". Badaoni (Lowe) II. p. 238. † *Ibid*,

তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত রাজপুত সেনা মোগল-শত্রুর উপর পতিত হইতে লাগিল। সামন্তবর্গ স্বীয় স্বীয় রণদুর্ব্বার অনুচর লইয়া শত্রুসৈন্য মথিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজপুতের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখিয়া বিপক্ষদল বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। শরকার্ম্মুক-ধারী ভীলগণ পর্ব্বতশীর্ষ হইতে, বৃক্ষান্তরাল হইতে, শরবৃষ্টি করিতেছিল; কখন কখন প্রস্তর নিক্ষেপে শত শত তুর্কীর মস্তক নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছিল। অনেক স্থলে অগ্রসর হওয়াই মোগল পক্ষীয়দিগের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল। রাজপুত যুদ্ধ করিতেছে প্রাণের দায়ে, দেশের দায়ে এবং রাজপুতজাতির জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য; মোগল যুদ্ধ করিতেছে প্রতিহিংসা লইতে, রাজ্য বিস্তার করিতে এবং পরস্ব নিজস্ব করিবার জন্য। উৎসৃষ্ট-প্রাণ স্বদেশভক্তের সহিত যুদ্ধ করা পররাজ্য-লিপ্সুর পক্ষে কষ্টকর না হইয়া পারে না।

যখন বামে দক্ষিণে মোগল সৈন্যের মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন একজন বীর স্থির হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বিহারী মল্লের পুত্র জগন্নাথ। তাঁহার সহিত মহাবীর রামদাসের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল; অবশেষে জগন্নাথ স্বহস্তে রামদাসের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। * তাঁহার পিতা চিতোরের যুদ্ধে মোগল বাদশাহের হস্তে ভবলীলা শেষ করিয়াছিলেন; তিনিও আজ এক মোগল সেনানীর হস্তে জীবন ত্যাগ করিয়া স্বদেশ-ভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে পুত্রোচিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গেলেন। শুধু রামদাস নহে, দক্ষিণভাগে রামশাহও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। † দুই জন প্রধান বীরের পতনে প্রতাপ সিংহের বুক

* Blochmann Ain, p. 387.

† রামশাহের-বীরত্ব-কাহিনী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বদাউনীও বলিয়াছেন "Ram Shah performed such prodigies of valour against the Rajputs of Mansingh as baffle description" বদাউনী এ যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখনই অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন এবং চৈতক নামক নীলাশ্বে আরূঢ় হইয়া মত্তকুঞ্জরবৎ মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহারাণার বীর-প্রভাব দেখিয়া বীরভূমির বীরযোদ্ধৃদল ক্রমে উৎসাহিত, উদ্রিক্ত ও উগ্রমূর্ত্তি হইতেছিল। প্রতাপ রাজপুতকুলাঙ্গার মানসিংহের অনুসন্ধান করিয়া, রণপ্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; তিনি পর পর দুইবার শত্রুসেনামধ্যে প্রবেশ করিলেন; স্বকীয় সুদক্ষ হস্তের সুতীক্ষ্ণ অসির প্রচণ্ড আঘাতে কত শত শত্রুকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলেন;—কিন্তু মানসিংহকে পাইলেন না। তিনি এক সময়ে মানসিংহকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু তাহা হইল না। আজ দৃপ্ত মানসিংহ প্রতাপের সে রুদ্রমূর্ত্তি হইতে দূরে থাকিয়া, ঘনসমাবিষ্ট অনুচরবর্গ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। অপর দিকে প্রতাপ তাঁহারই অনুসন্ধানে অসংখ্য শত্রু-বেষ্টিত হইয়া মহাবিপদে পড়িলেন—কিন্তু রাঠোর, চোহান, চন্দায়ৎ বা জগায়ৎ বীরগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। শতশত রাজপুতবীর প্রভুর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া, দুইবারই প্রতাপকে রক্ষা করিলেন—মিবারের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিলেন।

প্রতাপ সিংহ আজ ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত। তিনি মধুসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেম। বর্ষার বারিধারার ন্যায় তাঁহার উপর তীর পড়িতেছিল। রামদাসের মৃত্যুর পর রাজপুত সর্দ্দারেরা ভীষণ বিক্রমে জগন্নাথকে আক্রমণ

তাঁহার নিরপেক্ষ সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। রামশাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শালিবাহন অসমসাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন (Badaoni II 239). বোধ হয় এই পুত্রেরই অন্য নাম খণ্ডিরাও। Rajasthan Vol. I. p. 276.

করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে জগন্নাথ নিহত হইতেছিলেন, এমন সময় মানসিংহ স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিলেন। প্রতাপ সিংহ অনেক ক্ষণ পরে দূর হইতে মানসিংহকে হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় দেখিতে পাইয়া সেই দিকে ধাবমান হইলেন। * চারিদিক্ হইতে মোগল সৈন্য তাহাদের সেনাপতিকে রক্ষা করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল এবং প্রতাপকে ভীম বাহুবলে আক্রমণ করিল। কিন্তু প্রতাপের সে দিকে লক্ষ্য নাই—তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল; স্বদেশের জন্য এই ভীষণ যুদ্ধে প্রাণপাত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি দূর হইতে মানসিংহের প্রতি শাণিত বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। দৈবযোগে সে বর্শা লৌহময়ী হাওদায় লাগিয়া ব্যর্থ হইল। প্রতাপের অশ্ব চৈতক তাঁহারই উপযুক্ত বাহন। সে শত্রুসেনা মথিত করিয়া প্রভুকে লইয়া চলিল। প্রতাপ মানসিংহের নিকটবর্ত্তী

---

* শ্রীযুক্ত টড্ সাহেব লিখিয়াছেন যে আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সেলিমই এই হল্‌দিঘাট যুদ্ধের নেতা, মানসিংহ তাঁহার সহকারী। কিন্তু "আকবর নামা", বদাউনীর "মুন্তাখাবুৎ-তোয়ারিখ," নিজামউদ্দীনের "তবকাত-ই-আকবরী" প্রভৃতি কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই সেলিমের উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ টড সাহেবের কথা সম্ভবপরও হইতে পারে না। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী হইতে জানা যায়, তিনি ৯৭৮ হিজরীতে বা ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। Memoirs of Jehangir, translated by Major Price. p. 3). বদাউনী হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সেলিমের কথা বলেন নাই; তাঁহার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় উক্ত যুদ্ধ ৯৮৪ হিজরী বা ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে হয়; তখন সেলিমের বয়স ৬।৭ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। সুতরাং সেলিম এ যুদ্ধের নেতা নহেন এবং আমরা টডের কথা সত্য বলিয়া ধরিতে পারি না। অথচ রাজপুতনায় প্রতাপসিংহের চৈতক কর্তৃক হস্তিশুণ্ডের উপর পা তুলিয়া দেওয়ার কথা প্রচলিত আছে; এজন্য আমরা টডের বিবরণীতে সেলিমের স্থলে মানসিংহকে ধরিয়া লইলাম। প্রতাপ কর্তৃক মানসিংহের প্রতি আক্রমণের এই ঘটনাটুকু ব্যতীত এ যুদ্ধের অন্যান্য বিবরণী সমস্তই বদাউনী ও আবুল ফজলের গ্রন্থ হইতে গৃহীত। আবুল ফজল বলিয়াছেন, "During these blazing sparks of commotion and contest and heat of the fires of fortune. Kuar Mansingh and the Rana approached one another and did valiant deeds'', A. N. Vol, III p. 246.

হইলেন। তেজস্বী চৈতক তাঁহার হস্তীর মস্তকে পা উঠাইয়া দিল। প্রতাপ আঘাত করিবার জন্য অস্ত্রোত্তোলন করিলেন। মাহুত নিহত হইল। চালকহীন মত্ত-মাতঙ্গ লম্ফ দিয়া উঠিল এবং মানসিংহকে লইয়া পলায়ন করিল। আজ দৈববলে মানের জীবনরক্ষা হইল।

সেনাপতির আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া সাগর-তরঙ্গবৎ মোগল সেনা সেই দিকে ধাবমান হইল। পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে মিহতর খাঁ তাঁহার রক্ষিত সৈন্য লইয়া দামামা নিনাদ করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং বাদশাহী সৈন্যগণকে উৎসাহ-বাণীর দ্বারা আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক পলায়নপর মোগল সৈন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। এদিকে প্রভুভক্ত রাজপুতগণও প্রতাপের জীবনরক্ষার্থ অগ্রসর হইল; সেই স্থানে ভীষণ সংগ্রাম বাধিল।

এই সময়ে মোগলপক্ষের হস্তিনায়ক হুসেন খাঁ হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। রাজপুতপক্ষের হস্তীও যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। মানসিংহ একটি হস্তীর উপর বসিয়া এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন যে, তাহা কল্পনাতীত। * বাদশাহের একটি হস্তীর সহিত রাণার পক্ষীয় "রামপ্রসাদ" নামক এক প্রকাণ্ড হস্তীর বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে রাণার হস্তীর মাহুত হঠাৎ নিহত হইলে, মোগল হস্তিপক "রামপ্রসাদের" উপর আসিয়া বসিল এবং তাহাকে হস্তগত করিল। এইরূপে হস্তীতে হস্তীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। এতক্ষণ প্রতাপ সিংহ অবিরত অসি সঞ্চালনে শত্রু নিপাত করিতেছিলেন; রাজপুতের হস্তে মোগল ও মোগলের হস্তে রাজপুত ধরাশায়ী হইতেছিল; ক্রমে স্তূপীকৃত শবরাশিতে

* "Man singh springing into the place of the elephant driver, exhibited such intrepidity as surpasses all imagination", Badaoni II 238.

সে স্থান ভীষণ আকার ধারণ করিল। * এবারে বুঝি প্রতাপের জীবন-রক্ষা হয় না; তিনি সমস্ত দিবসের যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার শরীরে তিনটি বর্শার, তিনটি তরবারির ও একটি গুলির আঘাত লাগিয়াছিল; সাতটি ক্ষত স্থান হইতে অবিরত রক্ত-নিস্রাব হইতেছিল। † এদিকে প্রধান প্রধান রাজপুতবীর নিহত ও রাজপুত সৈন্য হীনবল হইয়াছে; এবার বুঝি প্রতাপের রক্ষা নাই।

দৈলওয়ারের অধিপতি বীরবর মান্না দূর হইতে ইহা দেখিলেন; তিনি নিজের প্রাণ দিয়া মহারাণার প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং অবিলম্বে স্বীয় ঝালা সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, বীর-বিক্রমে রাজপুত সৈন্য জয়-নিনাদ করিতে করিতে আক্রমণ করিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজপুতের রাজচ্ছত্র মান্নার মস্তকোপরি শোভা পাইল; রাজপুতের রক্তপতাকা ঝালাকুলের অগ্রবর্ত্তী হইল। নিমেষের মধ্যে এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইল। মোগলেরা মান্নাকেই মহারাণা বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং তাঁহারই হত্যার জন্য প্রতাপকে ছাড়িয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। প্রতাপ রক্ষা পাইলেন; তিনি দূর হইতে দেখিলেন যে, মান্না তাঁহারই জীবন বাঁচাইতে আত্মজীবন বলি দিলেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে একজনও প্রাণ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল না। ‡ মহাপ্রাণ মান্নার এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ রাজবারার বীর-গাথায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

---

* "There was a market of life-taking and life-surrendering", A, N. III 245. † Rajasthan, Vol. I p. 275 note,

‡ প্রতাপ ঝালামান্নার আত্মত্যাগের কথা কখনও ভুলেন নাই। সেই দিন হইতে ঝালাকুল মিবারের রাজপতাকাবহনের অধিকার পাইলেন। তাঁহাদিগকে সদ্রিদেশ ভূমিবৃত্তি দেওয়া হয়। রাজধানী হইতে নিষ্ক্রমণকালে রাজবাটীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নাগরাবাদ্য দ্বারা তাঁহাদের সম্মানবর্দ্ধন করা হয়।

প্রতাপ চাহিয়া দেখিলেন সায়াহ্ন সমাগত; * রাজপুত সৈন্য অধিকাংশই নিহত হইয়াছে। জয়ের আর কোন আশা নাই। তখন আবশ্যক মত আজ্ঞা প্রচার করিয়া, তিনি স্বয়ং বিষন্ন মনে অবসন্ন দেহে রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ শেষ হইল; মানসিংহের অভীষ্ট পূর্ণ হইল; মোগলশিবির জয়োল্লাসে প্রমত্ত হইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ-ফল রাজপুতের পক্ষে পরাজয় কি বিজয়—তাহা বলিতে পারা যায় না। গৌরব-বৃদ্ধি ও অমরত্ব-লাভই যদি বিজয়ের চিহ্ন হয়, তবে হল্‌দিঘাটে রাজপুতের পরাজয় হয় নাই। গ্রীস দেশে থর্ম্মপলির সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে মহাবীর লিওনিডসের অধীন স্বল্পসংখ্যক গ্রীক যোদ্ধা যেরূপ পারস্যাধিপতির বিরাট্ সৈন্যদলের প্রবেশপথে আত্মবলি দিয়া জগতের ইতিহাসে অমর হইয়াছেন, হল্‌দিঘাটের সঙ্কীর্ণ গিরিব্রজেও সেইরূপ চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতবীর অমানুষিক বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অমর হইয়া রহিলেন †।

---

* বদাউনীর মতে প্রত্যূষকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। Lowe, II. 239.

† শ্রীযুক্ত টড সাহেবের মতে হল্‌দিঘাটের ভীষণ যুদ্ধে রাজপুতের দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে সর্ব্বসমেত প্রায় চৌদ্দ হাজার নিহত হইয়াছিল। এতন্মধ্যে প্রতাপের আত্মীয় স্বজনই প্রায় পাঁচশত ছিল। মহাবীর রামদাস ও রামশাহের আত্মোৎসর্গের কথা বলা হইয়াছে। রামশাহের তিনটি পুত্রই নিহত হয়। তুয়ারবংশীয় ৩৫০ জন জীবন ত্যাগ করে। ঝালাকুলপতি দেড়শত অনুচরসহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই যুদ্ধের ফলে মিবারের প্রত্যেক পরিবারকেই শোকগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। বদাউনী বলিয়াছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে মোট ৫০০ লোক নিহত হয়, তন্মধ্যে ৩৫০ হিন্দু ও ১৫০ জন মুসলমান। ইহা ব্যতীত ৩০০ শতের অধিক মুসলমান আহত হন। সম্ভবতঃ বদাউনী সাধারণ সৈনিকের বিবরণ দেন নাই। হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষেই ছিল; সামরিক কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫০০ হওয়া অসম্ভব নহে। তবে টডের বর্ণনানুসারে ১৪ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাও কিছু অতিরঞ্জিত বোধ হইতে পারে। কিন্তু এযুদ্ধে যে মরণান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বহুলোক হতাহত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শক্ত সিংহ।

তাপ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া একাকী দক্ষিণদিক্ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দূর হইতে তাহা দেখিয়া দুইজন মোগলসেনানী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। মহাবীর প্রতাপকে নিহত করিতে পারিলেই যে মোগল সরকারে যথেষ্ট পুরস্কারের প্রত্যাশা ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রতাপ একে শ্রান্ত ও আহত, তাহাতে আবার যুদ্ধের ফল ও স্বদেশের পরিণাম ভাবিয়া চিন্তায় ও বিষাদে ম্রিয়মাণ। শরীর ও মন উভয়ের জন্যই তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। রণশ্রান্ত চৈতক বিষমরূপে আহত হইয়াও প্রভুকে লইয়া ছুটিল এবং এক লম্ফে একটি গিরিনদী * পার হইয়া অনুসরণকারিগণের হস্ত হইতে আপাততঃ প্রতাপকে রক্ষা করিল; কারণ তাহাদের অশ্বদ্বয় লম্ফ দিয়া সে নদী পার হইতে পারিল না। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন, কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে—"হো নীল-ঘোড়াকা আসোয়ার!" প্রতাপসিংহ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; একজন অশ্বারোহী তীরবেগে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিলেন; তিনি তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহ।

---

* এই গিরিনদী সম্ভবতঃ সাবরমতী নদীরই একটি শাখা। শাখাটি কোট্রিয়া নগরীর দক্ষিণে গিয়া মূলনদীতে মিশিয়াছে।

শক্তসিংহ জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বদেশের শত্রুরূপে পরিণত হন, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি হল্‌দিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহের নিজ দলভুক্ত সৈন্যগণের জনৈক অধিনায়করূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রতাপসিংহের অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া, তাঁহার মনে বিমল ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি যখন দেখিলেন যে, দুইজন মোগলপক্ষীয় সেনানী তাঁহার রণশ্রান্ত ভ্রাতার অনুসরণ করিতেছে, তখন সমস্ত বিদ্বেষভাব ভুলিয়া গেলেন। সোদর-প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইল; তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; অগ্রজের জীবনরক্ষার্থ ব্যগ্রভাগে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অব্যর্থ বর্শাঘাতে সেনানীদ্বয় পঞ্চত্ব পাইল। তখন তিনি প্রতাপকে ডাকিলেন। উভয় ভ্রাতায় মিলন হইল। শক্তসিংহ ভক্তিপ্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে চরণ বন্দনা করিয়া, পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সজল-নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সে সম্মিলনে প্রতাপসিংহ হল্‌দিঘাটের পরাজয়ের কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিলেন; তাঁহার মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার হইল। দিবাভাগে হল্‌দিঘাটে মোগলেরা জয়লাভ করিয়াছিল—সন্ধ্যাকালে গিরিপথে ভ্রাতৃস্নেহই জয়লাভ করিল।

কিন্তু অকস্মাৎ একটি দুর্ঘটনা এই আনন্দময় সম্মিলনকে নিরানন্দ করিয়া দিল। প্রতাপের যে প্রিয় অশ্ব রণক্ষেত্রে ও গিরিপথে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, সে সমস্ত দিনের রণক্লান্তিতে অত্যন্ত কাতর ছিল; প্রভুর মত সেও নানাস্থানে আঘাত পাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; ক্রমে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। যখন উভয় ভ্রাতায় কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন চৈতক ধরাশায়ী হইয়া প্রাণ হারাইল। প্রতাপ প্রভুভক্ত রণতুরঙ্গের মৃত্যু দেখিয়া কিছুতেই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। বর্ত্তমান জারোলের সন্নিকটে যেখানে চৈতকের মৃত্যু হইয়াছিল, তথায় প্রতাপের আদেশে একটি উচ্চ বেদিকা নির্ম্মিত

হইয়াছিল। * উহা এখন "চৈতক্‌কা চারুত্রা" নামে খ্যাত আছে। মিবারের গৃহে গৃহে যেখানেই প্রতাপের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই চৈতকের চিত্র আছে।

শক্ত আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিলেন না; পাছে মোগল সেনাপতি কি মনে করেন। তিনি নিজের অশ্বটি প্রতাপকে দিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, শীঘ্রই সুবিধা পাইবা মাত্র তিনি ভ্রাতার সহিত পুনর্মিলিত হইবেন।

কিছুদিন পরে এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তাহার ফলে মোগল সেনাপতির আদেশে তাঁহাকে মোগল শিবির ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। † শক্ত সে আদেশ পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সদলবলে বহির্গত হন। এই সময় হইতে আবার তাঁহার সুদিন ফিরিল। ‡ অনর্থক ঘৃণা ভ্রাতৃ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মহাবীর শক্তকে স্বদেশদ্রোহী হইতে হইয়াছিল।

---

* Rajasthan, Vol. I. p. 276 note. রাজপুতনার মানচিত্রে গোগুণ্ডা হইতে প্রায় ১০।১৫ মাইল দক্ষিণে জারোল নামক স্থান দেখা যায়।

† টড্‌ কৃত "রাজস্থানে" এই স্থলে শক্তের সহিত সেলিমের কথোপকথনের বিবরণ আছে। অপর কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিছুই পাওয়া যায় না। সেলিম হল্‌দিঘাটে উপস্থিত ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের পরে যে সেলিমের সহিত কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই, তাহা সত্য। যদি কোন কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, তাহা মানসিংহের সঙ্গে হইতে পারে। কিন্তু হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে শক্ত মোগলপক্ষ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

‡ সম্ভবতঃ হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে এই ঘটনা হয়। কারণ শক্ত সিংহ যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন প্রতাপসিংহেরও সুদিন ফিরিয়াছে। "রাজ-স্থানেই" আছে, যে তিনি ফিরিয়া আসিয়া উদয়পুর রাজধানীতে প্রতাপের সহিত মিলিত হন। ১০।১২ বৎসর পরে উদয়পুর অধিকৃত হইয়াছিল।

রাজপুতের শাস্ত্রে স্বদেশদ্রোহিতার মত পাপ আর নাই। সেই পাপের হাতে নিষ্কৃতির আশায় শক্ত সানন্দে মোগলপক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। পুনর্ম্মিলন সময়ে মহারাণাকে উপযুক্ত "নজর" দিবার জন্য শক্তের বাসনা হইল। তিনি পথিমধ্যে একদা সদলবলে ভাইন্স্রোর দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন এবং উদয়পুরে গিয়া সেই বিজিত দুর্গ প্রতাপকে উপহার দিলেন। * প্রতাপ কনিষ্ঠের বীরোচিত ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া, সে দুর্গ পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তদবধি মনোবিমোহন ভাইন্স্রোর দুর্গ শক্তের বংশধর বা শক্তাওয়ৎদিগের আবাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

রাজমাতা পুত্র শক্তকেই অধিক ভালবাসিতেন। শক্ত ভাইন্স্রোরে অবস্থান কালে তিনি তথায় গিয়া পুত্রের সংসারের তত্ত্বাবধানের ভারগ্রহণ করিলেন। মিবারের রাজমাতাকে "বাইজিরাজ" বলে; এজন্য শক্তাওয়ৎ কুলের জননীগণ চিরদিন বাইজিরাজ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। শক্তের সম্মিলনে প্রতাপের বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল; চন্দাওয়ৎদিগের মত শক্তাওয়ৎগণও বীরেন্দ্র-সমাজে বরণীয় হইলেন। শক্ত খোরাসানী ও মূলতানী সেনানীদ্বয়কে হত্যা করিয়া ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশধরগণ সকলেই "খোরাসানী মূলতানী কা অগ্‌গল" (অর্গল বা প্রতিরোধকারী) নামে কীর্ত্তিত হইলেন।

---

* ভাইন্স্রোর দুর্গ মিবারের পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রাহ্মণী ও চম্বল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অবস্থান-মাহাত্ম্যে ও রমণীয় পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্যে এস্থান অতুলনীয়। শ্রীযুক্ত টড্ সাহেব ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। Rajasthan, Vol. II. Personal Narratives pp. 558-66. ভাইন্স্রোর এক্ষণে কোটা এজেন্সীর অন্তর্গত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সমর-লীলা।

আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগেই হলদিঘাটের যুদ্ধ হইল। তখনও ভীষণ গ্রীষ্মকাল। বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরের পর যখন যুদ্ধ শেষ হইল, তখন রবিতাপে পার্ব্বত্য প্রদেশ অনল প্রায় জ্বলিতেছিল। হতাবশিষ্ট রাজপুত সৈন্য অল্প সময় মধ্যে চিরপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে বিলুপ্ত হইয়া গেল; মোগল সৈন্যগণ এমন রণশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, সেই ভীষণ গরমের মধ্যে অজানিত গিরিপথে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। বিশেষতঃ তাহারা মনে করিয়াছিল, রাণার সৈন্যগণ সুকৌশলে কোথায়ও লুকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া তাহারা রাজপুতদিগের অনুসরণ না করিয়া শিবিরে আশ্রয় লইল। হল্‌দিঘাট পার্ব্বত্য-প্রদেশের দ্বার স্বরূপ; সে দ্বার অতিক্রম করিলে কোথায় কি ভাবে কি বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা কেহই জানিত না।

দিবাশেষে মানসিংহ গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী পথের সন্ধান লইলেন। গুপ্তচরেরা পথের সন্ধান দিল বটে, কিন্তু সে আঁকাবাঁকা পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরালে কোথায়ও কোন রাজপুত সেনা লুক্কায়িত আছে কি না, এমন কোন সন্ধান দিতে পারিল না। মানসিংহ প্রাতে উঠিয়া প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং পরে সসৈন্যে গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করিলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই তাঁহারা গোগুণ্ডায় পৌছিলেন। সেখানে গিয়াও দেখিলেন, যে গিরি-শিখরস্থ সুন্দর সহরও

পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কেবল মাত্র জন কয়েক রাজপুত যোদ্ধা প্রহরীর মত তথাকার মন্দির ও দুর্গরক্ষার জন্য অবস্থান করিতেছে। তাহারাও হিন্দুবীরের চিরানুগত প্রথায় দুর্গ রক্ষার জন্য মরণান্ত যুদ্ধ করিয়াছিল। অনায়াসে গোগুণ্ডা হস্তগত হইল ; কিন্তু মানসিংহ নিরাপদ্ হইলেন না। সকলেরই মনে ভয় হইল, রাণা নিশাযোগে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারেন। এজন্য তাঁহারা কয়েক দিনমধ্যে সহরের চারিধারে গড়খাই কাটিলেন, এবং এমন উচ্চ করিয়া এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন যে রাজপুতের অশ্ব যাহাতে তাহার উপর লম্ফ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। তখন তাহারা কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধের ক্ষতিবৃদ্ধির তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থাদি পরিদর্শন করিয়া গেলেন। অবশেষে মানসিংহ ঐতিহাসিক আব্দুল কাদীর বদাউনীকে যাবতীয় বিবরণী ও লুণ্ঠন দ্রব্যাদি সহ উপযুক্ত রক্ষিসৈন্য দিয়া বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। * যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাণার "রামপ্রসাদ" নামক যে হস্তীটিকে ধৃত করা হইয়াছিল, তাহাকেও এই সঙ্গে পাঠান হইল। মানসিংহ স্বয়ং মোহানী পর্য্যন্ত বদাউনীর সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। † শিকার করিবার ব্যপদেশে

---

* বদাউনী বাখোর, মণ্ডলগড়ের পথে প্রথম অম্বরে যান, এবং তথা হইতে ফতেপুর গিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আকবর তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করেন। বদাউনীর ইতিহাসে সব ঘটনার বিশেষ বিবরণ না থাকিলেও, কোন কোন ঘটনার খুঁটিনাটি বৃত্তান্তও চাক্ষুষ সংবাদ আছে। কিন্তু আমরা এস্থলে অনর্থক প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি।

† মোহানী নগরী, গোগুণ্ডা হইতে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহাকে বদাউনী মোহানী, ব্লকম্যান মোহিনী ও বিভারিজ মোহি বলিয়াছেন। Badaoni (Lowe) II 242—9. A. N. (Beveridge) III. 274, Bloch. 372, 383.

ঘাটিতে ঘাটিতে প্রহরী রাখিয়া আসিবার জন্যই তিনি গিয়াছিলেন। বদাউনী পথে যাইতে যাইতে যুদ্ধের সংবাদ প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু কেহই মোগলপক্ষীয়ের কথা বিশ্বাস করিতেছিল না; * কারণ প্রতাপ সিংহের পরাজয়বার্ত্তা রাজপুত মাত্রের নিকট বড় অপ্রিয় সংবাদ।

প্রতাপ সিংহ হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের পর দক্ষিণদিকে গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার সৈন্যগণও ক্রমে ক্রমে সেই প্রদেশে সংগৃহীত হইতে লাগিল। বহু লোকক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু তবুও রাজপুত দমিত হইবার নহে। মিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পার্ব্বত্য ভূভাগে আশ্রয় লইয়াছে; তাহারা সকলেই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। প্রতাপ সিংহ তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং আবার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এবার যুদ্ধপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া যখন প্রবল শত্রুর অসংখ্য সেনাদলের সহিত বিরোধ করিতে হয়, তখন সম্মুখ-যুদ্ধ প্রশস্ত উপায় নহে। সেরূপ যুদ্ধে তখন সর্ব্বনাশই অবশ্যম্ভাবী হয়। এজন্য সেরূপ বিপৎ কালে যোদ্ধৃগণ এক কূট যুদ্ধের অবতারণা করেন। পার্ব্বত্য প্রদেশ না হইলে সেরূপ যুদ্ধের সুবিধা হয় না। যে কোন প্রকারে কূট কৌশলে শত্রুর ক্ষতিসাধন এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়। দুর্ব্বল পক্ষীয় সৈন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে যেখানে সেখান লুকাইয়া থাকিয়া শত্রুর পথ বন্ধ করে; তাহাদের খাদ্যাদি সরবরাহ ও সাহায্যকারী সৈন্যদলের আগমন বন্ধ করে। তাহারা হঠাৎ শত্রুর উপর পড়িয়া দ্রব্যভার লুণ্ঠন করিয়া লয়, শীঘ্র শীঘ্র যতটুকু ক্ষতি করা বা লোক-নাশ করা সম্ভব, তাহাই করিয়া নিমেষে পার্ব্বত্য পথে বিলুপ্ত হয়, কখনও

---

* "Wherever we Passed, the circumstances of the battle were published but the people would not credit our statements". Lowe II. p. 242.

সমতল ক্ষেত্রে আড়ম্বর করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। ইহারই নাম অব্যবস্থিত সমর-প্রণালী (Guerrilla warfare)। বহুদেশে দুর্ব্বল পক্ষে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে; মারহাট্টা বীর শিবাজীও এই প্রণালীতে যুদ্ধ করিয়া, বহু বৎসর পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেবের মত পরাক্রান্ত বাদশাহের বিরাট্ বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তাহার শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রতাপ সিংহও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্রাট্ আকবরকে মহা বিভ্রাটে ফেলিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহের অবলম্বিত প্রণালী যে শিবাজীর আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপের এই প্রণালীর ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি মোগলের যুদ্ধবল সম্পূর্ণ নিরূপণ করিতে পারেন নাই; এজন্য ভাবিয়াছিলেন, মোগল সৈন্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিবার পথে যদি একবার হারাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সহজে এদিকে অগ্রসর হইবে না। তিনি যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা যে পরাজিতই হইবে, এমনও বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। তবে অপ্রত্যাশিতরূপে যদিই তাঁহার পরাজয় হয়, যদ্যপি এমন বিপদ্ আসে, তাহার জন্যও প্রতাপ অপ্রস্তুত ছিলেন না। ইহাই তাঁহার দূরদর্শিতার প্রমাণ। তাঁহার পরাজয় হইলে নিশ্চয়ই মোগলেরা তাঁহার অনুসরণ করিবে এবং গোগুণ্ডা ও কমলমীর দুর্গ আক্রমণ করিবে, ইহা তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন। গোগুণ্ডা বিজয়দৃপ্ত মোগল কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইবে; এজন্য তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পরিবারাদি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন; কমলমীরের দিকে মোগলেরা যায় কিনা তাহা স্পষ্ট না দেখিয়া সেখানেও সৈন্য রক্ষা কর উপযুক্ত মনে করেন নাই। কারণ কমলমীর অবরুদ্ধ হইলে নিরাপদে বাহির হওয়ার পথ অতি কম। এজন্য তিনি প্রথমেই

দুরধিগম্য দক্ষিণ ভাগে অবস্থান করিয়া মোগলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি কোথায় কি করিতেছেন, তাহা শত্রুকে জানিতে দিলেন না।

এদিকে মানসিংহ সৈন্য লইয়া গোগুণ্ডায় মহা অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। গোগুণ্ডা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই রাজপুতেরা তাঁহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত স্থান লোকশূন্য ও শস্যশূন্য করিয়া গিয়াছে। অসংখ্য মোগল সৈন্যের খাদ্য সংগ্রহের কোন ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না। রাজপুতনা অঞ্চলে বণিকেরা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া শস্য বিক্রয় করিয়া যাইত; যুদ্ধবিগ্রহের জন্য তাহাদের আসিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। * সুতরাং মোগল সৈন্যের খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। কতক শিকার-লব্ধ মাংস দ্বারা জীবনরক্ষা করিতে লাগিল। একটা সুবিধা হইল যে, এই সময়ে সেই পার্ব্বত্য স্থানে অপরিমিত আম্র ফলিয়াছিল। সৈন্যেরা তাহাই যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে লাগিলে অসুস্থ হইয়া পড়িল। † এ সময়ে লুণ্ঠন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু মানসিংহ তাহাতে সম্মত ছিলেন না। যাহাই হউক, মানসিংহ রাজপুত; তিনি মোগলের সেবায় আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু স্বজাতীয় রাজপুতের দরিদ্র গৃহ উৎসন্ন করিয়া, তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে তাঁহার প্রাণ সরিল না। স্বদেশ-প্রেমিক প্রতাপ সিংহের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ইহার অন্যতম গুপ্ত কারণ। তাঁহার অজ্ঞাতসারে সময়ে সময়ে সৈন্যেরা দূরবর্ত্তী স্থানে পড়িয়া রাজপুতের খাদ্য

* Elliot, "the Races of the provinces of India," Vol. I p. 52; Lowe, II p. 250.

† বদাউনী বলিয়াছেন যে আম্র এত অধিক ফলিয়াছিল, যে তাহা বলিবার কথা নহে। আমের আকারও খুব বড়; তাহাদের এক একটির ওজন আকবরী সেরের একসের পর্য্যন্ত হইত। Badaoni, II p. 241.

লুটিয়া খাইত বটে, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলে বিরক্ত হইতেন; এমন কি, সেরূপ ভাবে লুণ্ঠন করিতে তিনি তাহাদিগকে বারণ করিয়াছিলেন।

অবশেষে এ সব কথা বাদশাহ আকবরের কর্ণে উঠিল। তিনি এই সময়ে আজমীরে আসিয়াছিলেন। তিনি মানসিংহ, আসফ খাঁ প্রভৃতিকে তথায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। মানসিংহ দরবারে উপস্থিত হইলে, তিনি কেন যুদ্ধান্তেই শত্রুর অনুসরণ করেন নাই এবং কেনই বা শত্রু-রাজ্য লুণ্ঠন করা রহিত করিয়াছেন, এজন্য আকবর তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন; এমন কি, ক্রুদ্ধ হইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত মানসিংহের দরবারে আসা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। *

এদিকে আরাবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশে ভীষণ বর্ষা চলিয়াছে। মানসিংহের চলিয়া যাওয়ার পর যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য যেখানে সেখানে ছিল, অবিশ্রান্ত বর্ষায় তাহাদের গতিবিধি বন্ধ হইল। তাহারা আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া দূরবর্ত্তী সমতল ভাগে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। তখন প্রতাপ সিংহ সসৈন্যে আসিয়া উদয়পুর অঞ্চল হস্তগত করিয়া লইলেন।† চারিদিকে আবার রাজপুতের বিজয়-শঙ্খ বাজিল; মিবারের ক্রীড়াভূমিতে তাহাদের সমরলীলা চলিল; রাজপুতেরা যেখানে সেখানে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হইয়া অর্থ ও রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা জানিত বর্ষান্তে মোগল সৈন্য আবার দেখা দিবে; আবার রণরঙ্গে

* "when the distress of the army was inquired into, it appeared that, althongh the men were in such great straits, Kunwar Mansingh would not suffer any plundering of Rana Kika's (Pratap's) country." Tabakat-i-Akbari, Elliot, Vol. V. p. 401; Bloch, p, 340 বদাউনী বলেন শুধু মানসিংহ নহেন, আসফ খাঁ ও উক্ত অপরাধে তিরস্কৃত হন। Lowe, II p. 247.

† Badaoni (Lowe) II p, 247.

মত্ত হইতে হইবে। তাই চারণেরা মহারাণার আদেশে সকলকে সমরে উৎসাহিত করিবার জন্য সুদূর পল্লীর ঘরে ঘরে ফিরিতে লাগিলেন; মিবারের সীমার বাহিরে ও অন্যান্য রাজপুত সামন্তদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগ দিবার জন্য মাতাইয়া তুলিলেন। কোটা, বুন্দী, ডুঙ্গারপুর, ইদর, সিরোহী, ঝালোর প্রভৃতি স্থানের প্রত্যন্ত নৃপতিগণ কেহই তাহাদের হস্তে নিস্তার পাইলেন না। যে সমরলীলা আরব্ধ হইয়াছে, কোথায় তাহার পরিসমাপ্তি হইবে, কেহই তাহা জানিত না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—:*○*:—

মিবারের অবরোধ।

বর্ষা শেষ হইল। আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই আবার মোগলদিগের যুদ্ধায়োজন চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে আজমীরে আকবরের নিকট সংবাদ আসিল যে, ঝালোরের পাঠান সর্দ্দার তাজ খাঁ ও শিরোহীর দেবরা রায় * উভয়েই বিদ্রোহী হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ তর্ষণ খাঁ, রায় সিংহ ও সৈয়দ হাসিম বার্হাকে † অন্যান্য বহু যোদ্ধা সহ বিদ্রোহ

---

* শিরোহী সর্দ্দার দেবরা রায় চৌহানবংশীয় রাজপুত এবং সুবিখ্যাত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বংশধর। এই বংশীয় দেবরাজ নামক এক ব্যক্তি শিরোহীতে অবস্থান করেন বলিয়া তথাকার চৌহানগণ দেবরা রাজপুত বলিয়া খ্যাত। সিরোহী সর্দ্দার প্রথমতঃ প্রতাপসিংহের পক্ষভুক্ত ছিলেন; পরে মোগল কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেন।. Rajputana Gazetteer, Vol. III p. 96. Rajasthan Vol. II. Annals of Haravati chap. I.

† সৈয়দগণ কিরূপ অতুল বিক্রমে হল্‌দিঘাটে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাদিগকে কেন বার্হা সৈয়দ বলে তাহার বহু কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, "Scandalised at the debaucheries of the Mina Bazar of Delhi, they obtained leave to reside outside the town (*bahir*)" বার্হা সৈয়দগণ প্রথমতঃ আকবরের সময়ে বিখ্যাত হন। Elphinstone. p. 667 note' Elliot's "Supplementary Glossary."

দমনের জন্য পাঠাইলেন। আদেশ ছিল যে, তাঁহারা প্রথমতঃ মিষ্ট কথায় ও শিষ্ট ব্যবহারে বিদ্রোহিগণকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন; তাহাতে কোন ফল না হইলে, তাহাদের দেশ উৎসন্ন করিয়া সমুচিত শিক্ষা দিবেন। মোগল সৈন্য ঝালোরে পৌঁছিলে তাজ খাঁ প্রথমেই বশ্যতা স্বীকার করিলেন; দেবরা সর্দ্দারও অবনত হইলেন। সহজে কার্য্য শেষ হইলে, তর্ব্বণ খাঁ গুজরাটের শাসনভার গ্রহণ করিতে চলিয়া গেলেন এবং রায়সিংহ ও সৈয়দ হাসিম শিরোহীর উত্তরে নাদোল নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। * কমলমীর প্রভৃতি স্থান হইতে দেসুরি পথ দিয়া মাড়বারে যাইতে হইলে নাদোলের পথে যাইতে হয়। এই স্থানে সৈন্য রক্ষা করিলে প্রতাপ সিংহের মাড়বারে প্রবেশ করিবার পথ বন্ধ হয়। সেই জন্যই মোগল সৈন্য সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়া বসিলেন। †

এমন সময়ে দেবরা সর্দ্দার পুনরায় বল সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হন। রাজপুতপক্ষীয় মন্ত্রণা যে ইহার মূলে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রায়সিংহ ও হাসিম উভয়ে আসিয়া শিরোহী অবরোধ করিলেন। সর্দ্দার কিন্তু তখন শিরোহীতে ছিলেন না, তিনি পর্ব্বতমালার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কয়েক দিন অবরোধের পর রায়সিংহ স্বীয় পরিবারবর্গকে শিবিরে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিলেন, এমন সময়ে দেবরা বীর হঠাৎ পথিমধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রায়সিংহের কয়েকজন আত্মীয়কে

---

* বিভারিজ ও ব্লকম্যান উভয়েই আবুল ফজলের অনুবাদে এই স্থানের নাম নাদোট করিয়াছেন। উহা সম্ভবতঃ নাদোল হইবে। বিভারিজ যেরূপ বলিয়াছেন, এইস্থান গুজরাটে হইতে পারে না। নাদোল যোধপুরের একটি সুন্দর সহর। অনুবাদে এরূপ ভুল স্বাভাবিক। ব্লকম্যান শিরোহী সর্দ্দারকে দেবরা না বলিয়া দেওদা বলিয়াছেন; পারসীক ভাষায় হস্ত লিখিত পুথিতে "র" স্থানে "দ" হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

† "The roads of ingress and egress from the Rana's country were closed." A. N. (Bev.) III p. 267.

নিহত করিলেন ও পরে আবুপর্ব্বতে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। * তখন রায়সিংহ শিরোহী দখল করিয়া আবুগড় অবরুদ্ধ করিলেন। আবুর মত অত্যুন্নত পর্ব্বতশিখরে দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইলে কি হয়, দেবরা সর্দ্দারের সে অবরোধে আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত শক্তি বা সাহস ছিল না; তাই তিনি অনন্যোপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। রায়সিংহ তাঁহাকে উপযুক্ত রক্ষিসহ বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং আরাবল্লীর পশ্চিম পাদদেশে মহারাণার পথ বন্ধ ও গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সসৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। + এইরূপে মিবার পশ্চিম দিকে অবরুদ্ধ হইল।

এ দিকে আকবর স্বয়ং মহাড়ম্বরে মিবার যাত্রা করিলেন। আশ্বিন মাসের শেষভাগে (১১ই অক্টোবর, ১৫৭৬) তিনি আজমীর হইতে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে বহুসংখ্যক মুসলমান-যাত্রী মক্কা তীর্থে যাইবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়া বাদশাহের দরবারে প্রার্থনা জানান। যাত্রিগণকে রাজপুতনার মধ্য দিয়া স্থলপথে গিয়া সুরাটে জাহাজে আরোহণ করিতে হইত। কিন্তু রাজপুত যুদ্ধের জন্য মিবারের পথ এখন রুদ্ধ। বাদশাহ উপযুক্ত যানবাহন ও রক্ষক সৈন্যের ব্যবস্থা না করিলে, তাঁহাদের গুজরাটে পৌঁছিবার কোন উপায় নাই। এই জন্যই তাঁহারা আকবরের কৃপা-

* আবু বা অর্ব্বুদাচল রাজস্থানের মধ্যে একটি অতি রমণীয় সহর ও স্বাস্থ্য-নিবাস। ইহা হিন্দু ও জৈনদিগের মহাতীর্থ। ইহার মন্দিরসমূহ স্থাপত্যের চরমোৎকর্ষ দেখায়। ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে মহামতি টড সাহেব এইস্থান প্রথম দর্শন করেন, এবং ইহাকে Olympus of India বলেন। আবুর গুরুশিখর রাজপুতনার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ।

+ Blochmann, pp 357-8; A. N. III p. 278. মোগলেরা শিরোহী সহজে দখল করিতে পারে নাই। দেবরার পক্ষীয় রাজপুতগণ বীর রায়মল্লের অধীনতায় ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিল। আবুল ফজল তাঁহাদের বীরত্বের উপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি এই সময় মহারাণার নির্য্যাতনের জন্য গোগুণ্ডা ও ইদরে দুই দল সৈন্য পাঠাইতেছিলেন। উর্হাদেরই উপর যাত্রিগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন। নিজেও তিনি ধর্ম্মকার্য্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়া বীরবেশে তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিলেন। *

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আকবর স্বয়ং মিবার যাত্রা করিলেন কেন? তিনি মুখে বলিলেন, ইদর প্রদেশে শিকার করিবার জন্য যাইতেছেন; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা নহে। মোগলেরা হল্‌দিঘাটে জয়লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে যুদ্ধে কোন ফললাভ করিতে পারেন নাই; মানসিংহের মত বীরবৃন্দও পার্ব্বত্য প্রদেশে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। তবে কি প্রতাপ সিংহকে দমন করা এতই কঠিন ব্যাপার? বাদশাহ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়াই ত কঠোর যুদ্ধে চিতোর জয় করিয়াছেন! মহারাণা ত মুষ্টিমেয় সৈন্যের দলপতি; বিশেষতঃ তিনি আজ গৃহশূন্য, অর্থশূন্য ও সহায়শূন্য। তাঁহার মত নগণ্য শত্রুকে জয় করা চিতোর যুদ্ধের মত কঠিন কার্য্য হইতে-পারে না। বাদশাহ ভাবিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার সেনানীদিগের শৈথিল্যে কার্য্যহানি হইয়াছে। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিলে তাহা হইবে না। বিশেষতঃ এবার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে চারিদিক্ হইতে মিবার অবরোধ করিলে, প্রতাপ সিংহকে নিশ্চয়ই ধরা দিতে হইবে; চারিদিকে মোগলের প্রবল প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে; বঙ্গে, বিহারে, মালবে, গুজরাটে, সর্ব্বত্র আকবর বাদশাহের বিজয়-দুন্দুভি বাজিতেছে। প্রতাপের মত সামান্য শত্রুকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতে না পারিলে, সে যশোরাশিতে কলঙ্ক আরোপিত হয়। এবার যে ভাবে হউক, আর বিলম্ব সহ্য

* আকবর সুলতান খাজাকে "মীর-হাজি" বা তীর্থযাত্রীর দলপতি নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী জুটিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাদশাহের পরিবারভুক্ত কয়েকজন মহিলাও ছিলেন।

হয় না, সে কলঙ্ক মোচন করিতেই হইবে। তাই আকবর স্বয়ং চলিলেন। *

তিনি গোগুণ্ডা যাইবার পথে মোহানী নগরে শিবির স্থাপন করিলেন। পথে কত রাজপুত সর্দ্দার আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল, কিন্তু মহারাণার কোন সন্ধান নাই। বাদশাহ বহুসংখ্যক সেনানীর সঙ্গে যাত্রীদিগকে আরাবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া গুজরাট অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাহারা হল্‌দিঘাটের গিরিপথ দিয়া গোগুণ্ডায় পৌঁছিল, তথা হইতে আরাবল্লী পার হইয়া পণবারা নামক স্থানে * উপস্থিত হইল। এইস্থান হইতে রাজা ভগবান্ দাস, কুমার মানসিংহ, কুতব খাঁ ও কাশিম খাঁ প্রভৃতি সেনানীবর্গ বাদশাহী আদেশানুসারে গোগুণ্ডায় ফিরিয়া আসিলেন এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেখানে সেখানে অভিযান করিয়া প্রতাপ সিংহের সন্ধান করিতে লাগিলেন। গণবারা হইতে কুলিজ খাঁ, আসফ খাঁ, নকীব খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত সেনানী যাত্রীদিগকে লইয়া ইদরে পৌঁছিলেন। †

মোহানীতে তিনহাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ গাজী খাঁ, সেরিফ খাঁ ও মুজাহিদ খাঁ প্রভিৃত সেনাপতিকে রাখিয়া, আকবর অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি পরে মাদারিয়া নামক স্থানে ‡ আবদর রহমন প্রভৃতি কয়েকজন সুদক্ষ সেনানীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আরও অনেক স্থানে সৈন্য রহিল। প্রতাপ সিংহ গিরিগুহা হইতে বহির্গত

---

* এই পণবারা শিরোহীর অন্তর্গত। সম্ভবতঃ ইহারই বর্ত্তমান নাম পিণ্ডবারা। গোগুণ্ডা হইতে আরাবল্লী পার হইয়া এই স্থানে যাওয়ার রাজপথ আছে।

† রাজপুতনার দক্ষিণে ও আহম্মদ নগরের উত্তরে ইদর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইদরই তাহার রাজধানী। আকবরের সময়ে একজন রাজপুত সর্দ্দার তথাকার অধিপতি ছিলেন। Bombay Gezetteer, Vol I part I p. 232.

‡ এইস্থান চিতোর বিভাগের অন্তর্গত। Jarrett, Vol. II, p. 274

হইতে গেলেই উপযুক্ত শাস্তি পাইবেন। * এইভাবে মিবারের উত্তরদিক্‌ও এক প্রকার অবরুদ্ধ হইল।

আকবর যখন উদয়পুরের মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখে বাঁশবারা † অঞ্চলে যাইতেছিলেন, তখন সেনাপতি কুতব খাঁ ও রাজা ভগবান্ দাস আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তাঁহারা পার্ব্বত্যপ্রদেশে বহুস্থানে রাণার অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই। এজন্য বাদশাহের আদেশ না পাইয়াই তাঁহারা দ্রুতবেগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বাদশাহ এজন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। পরে সেনাপতি ফকরউদ্দীন ও জগন্নাথকে উদয়পুরে এবং সৈয়দ আবহুল্যা ও ভগবান্‌দাসকে উদয়পুরের প্রবেশপথে স্থাপিত করিয়া নিজে বাঁশবারার দিকে চলিয়া গেলেন। ‡ সুতরাং পূর্ব্বদিকেও মিবারের পথঘাট বন্ধ করা হইল।

আকবর বাঁশবারায় পৌঁছিলে তথাকার রাওল প্রতাপ এবং ডুঙ্গারপুরের রাওল আস্করণ উভয়ই আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তখন বাদশাহের আনন্দ আর ধরে না, কারণ এই উভয় স্থানের রাওলই মহারাণা প্রতাপসিংহের মত শিশোদীয় বংশীয়। এবার মহারাণার আভিজাত্য গৌরব রহিল কই? কিন্তু তখনও বাদশাহের বুঝিতে বাকী ছিল যে, সকলের আভিজাত্য যাইতে পারে, আর কেহ তাহা রক্ষা না করিলেও

* "Similarly, brave man were appolntd to other places, in order that whenever that wicked strife-monger (Rana Partap) should come out of the ravines of disgrace, he might suffer retribution." Akbarnama, (Beveridge) III p. 274.

† মিবারের দক্ষিণদিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য। এখানকার রাওলগণ শিশোদীয় রাজপুতের এক শাখা।

‡ Badaoni (Lowe) II p. 249 ; A. N. III p. 274.

মহারাণা একাকীই তাঁহার বংশগৌরব রক্ষা করিবেন। ডুঙ্গারপুরের রাওলের পতনের আরও যাহা বাকী ছিল, তাহাও এই সময়ে হইয়া গেল; তিনি বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যাকে বাদশাহের করে সমর্পণ করিতে চান; বাদশাহ কৃপা করিয়া তাঁহার অনুগত ভৃত্য রাজা বীরবল ও রায় লম্বকর্ণকে কন্যা আনিবার জন্য পাঠাইলেন; এবং শীঘ্রই তাঁহারা কর্ত্তব্যপালন করিয়া যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিলেন। *

এই সকল সীমান্তপ্রদেশীয় রাওলগণ যাহাই করুন, মহারাণা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। দক্ষিণদিকেও ইদর, বাঁশবারা প্রভৃতি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে; বাদশাহ স্বয়ং দলবল লইয়া সে প্রদেশে উপস্থিত। তিনি রাজধানীর সব কথা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র ক্ষুদ্র প্রতাপের নির্য্যাতনে ব্যস্ত। মিবার চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়াছে; সাগর-তরঙ্গের মত রাশি রাশি মোগল সৈন্য চারিদিক্ হইতে মিবারে প্রবেশ করিতেছে। প্রতাপের কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মানসিংহের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেনাপতির কূট কৌশল তাঁহার বিপক্ষে নিয়োজিত মানের সৈন্যদল পার্ব্বত্য প্রদেশের অলিগলি পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিতেছে; কিন্তু রাজপুত সৈন্যের সহিত কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়; দেখা হইলেও এমন ভাবে অকস্মাৎ রাজপুত অশ্বারোহী মোগল সেনার উপর পড়ে যে, তাহারা প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতেই কোথায় বিলুপ্ত হয়, কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না। এইরূপ ভাবে যখন তখন অল্প বিস্তর লোকহত্যা দ্বারা মোগলের যাহা ক্ষতি হয়, তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে। দুই তিন দিনের মধ্যে রাজপুত সৈন্যের সহিত দেখাশুনা

* A. N. III p. 278. মহারাওলের কন্যা দানের কথা অন্যত্র নাই। Raj. Gazetteer, Vol I p. 275. Malleson, "Native States". p. 128.

না হইলেই মোগল-সেনানী ভাবেন, তাঁহার ভয়ে রাজপুতগণ পলায়ন করিয়াছে; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি রঞ্জিত ভাষায় বিদ্রোহদমনের সংবাদ বাদশাহ-দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু সংবাদ পৌঁছিতে না পৌঁছিতে আবার রাজপুত দেখা দেয়, তাহাদের ভীল সৈন্যের তীরের আঘাতে মোগল-শিবিরে হাহাকার পড়িয়া যায়। মানসিংহ কতবার বিদ্রোহ দমনের জন্য বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় তাঁহার সকল বর্ণনা মিথ্যায় পরিণত করিল। এইভাবে শীতকাল শেষ হইয়া আসিল। আরাবল্লী পর্ব্বতের দারুণ শীতে নিরাশ্রয় কন্দরে প্রতাপের পরিবারবর্গ ও প্রভুভক্ত রাজপুতগণের কি ভীষণ কষ্ট হইতেছিল, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

মক্কা-যাত্রীদিগের রক্ষকরূপে যে সকল বাদশাহী সৈন্য গিয়া ইদরে ছাউনী করিয়াছিল, কুলিজ্ খাঁ তাহাদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইদর হইতে অন্য সৈন্যদলের সাহায্যে যাত্রীদিগকে সুরাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু গুজরাট অঞ্চলে ঐ সকল যাত্রীর উপর অত্যাচার হইতেছিল শুনিয়া, বাদশাহ কুলিজ্ খাঁকেই সেইদিকে যাইবার অনুমতি করেন এবং আসফ খাঁকে ইদরের সৈন্যদলের অধিনায়ক করেন। এই সুযোগে ইদরের রাজপুত রাজা নারায়ণ দাস ভীষণ বিদ্রোহ আরম্ভ করেন।* তিনি বাঁশবারা ও ডুঙ্গারপুরের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই; তিনি প্রথম হইতেই মহারাণার পবিত্র আদর্শের অনুসরণ করিয়া ছায়ার মত তাঁহারই পন্থাবলম্বন করেন। মোগলসৈন্য ইদরে আসিবামাত্র তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া রাণার মত পর্ব্বতে আশ্রয় লন এবং জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বলসঞ্চয় করিতে থাকেন। কুলিজ্ খাঁ গুজরাটযাত্রা করিবামাত্র

* আবুল ফজল ইদরের রাজার নাম "আশা রাওল" বলিয়াছেন। বদাউনীই ঠিক ভাবে তাঁহার নাম দিয়াছেন। ইনি রাঠোর বংশীয়। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম রাওল নারায়ণ দাস রাঠোর। Bloch. p. 433, A. N. p. 281, Lowe p. 249.

তিনি যেখানে সেখানে মোগলসেনা আক্রমণ করিয়া, তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন।

আকবর বাঁশবারা অঞ্চলে রাওলগণের বশ্যতাস্বীকারে আনন্দিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে; যেরূপে তিনি চারিদিক্ হইতে মিবার অবরুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতাপসিংহ আর অধিকদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। এজন্য তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। যখন তিনি মালবের অন্তর্গত দীপালপুরে আসিয়াছেন, তখনই ইদরের বিদ্রোহের কথা শুনিলেন। যখন তিনি নববর্ষের আনন্দোৎসবের * আয়োজন করিতেছিলেন, তখনই এই নূতন উৎপাতের সংবাদে শান্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন।

রাওল নারায়ণ প্রতাপসিংহ ও অন্যান্য জমিদারদিগের সাহায্যে একদল দুঃসাহসিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইদরের দশক্রোশ দূরে উপস্থিত হন। † রাত্রিযোগে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আসফ খাঁ পূর্ব্ব হইতে তাহা জানিতে পারিয়া সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি ইদর রক্ষার জন্য শের খাঁর অধীন মাত্র পাঁচশত সৈন্য রাখিয়া রাওলের আক্রমণের পূর্ব্বেই তাঁহাকে নিশাযোগে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। মোগল পক্ষে সম্মুখভাগে মহম্মদ মুকিম, নুর কুলিজ, কুতব খাঁ প্রভৃতি; বামপার্শ্বে আবুল ঘৈয়স,

* আকবরের রাজত্বের দ্বাবিংশ বর্ষ। সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করিবার দিন আকবরের বর্ষারম্ভ হইত। নববর্ষ উপলক্ষে নানাবিধ উৎসব হইত; সেকথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দীপালপুরে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে নববর্ষোৎসব হয়।

† The Raja of Idar had with the assistance of Rana Kika and other Zamindars collected an army and advanced to within 10 *cosses* of the station of Idar, intending to make a night attack." Badaoni (Lowe) II p. 251. প্রতাপসিংহকেই যে মুসলমানেরা রাণা কীকা বলিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দক্ষিণ পার্শ্বে তাইমুর বদাক্ষী এবং মধ্যস্থলে স্বয়ং সেনাপতি আসফ খাঁ ও মুজঃফর খাঁ রহিলেন। ভীষণ যুদ্ধে নারায়ণদাসের রাজপুত ও ভীলসৈন্য অদ্ভুত রণকৌশল দেখাইল। তাহারা এমন ভীষণবেগে হাতাহাতি যুদ্ধে মোগলের সম্মুখভাগ আক্রমণ করিল যে, তথাকার সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহম্মদ মুকিম ও কুতবখাঁ নিহত হইলেন; নুরকুলিজ আহত হইয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবার বুঝি মোগলপক্ষের পরাজয় হয়। এমন সময় সেনাপতি আসফ খাঁ পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত সৈন্য লইয়া শত্রুর উপর পতিত হইলেন; আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, মুজঃফর খাঁ ভূমিশায়ী হইয়া পরে রক্ষা পাইয়াছিলেন। পশ্চাৎ হইতে মোগলপক্ষীর শিমাল খাঁ প্রভৃতির গুপ্তসৈন্য আসিয়া যোগ দিল। তখন রাজপুতগণ পরাজিত হইল। নারায়ণ দাস হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পর্ব্বতের কোলে আশ্রয় লইলেন। *

মোগলসৈন্য হাপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। জয়ের সংবাদ দীপালপুরে পৌঁছিলে, বাদশাহ ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বীরবৃন্দকে পুরস্কৃত করিলেন। এই সময়ে শিরোহী হইতেও দেবরা রায়ের পরাজয়বার্ত্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আকবর সহর্ষে নববর্ষের উৎসব সম্পন্ন করিলেন; এবং গুজরাট জয়ের জন্য রাজা টোডরমল্লকে পাঠাইয়া ও অন্যান্য কার্য্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া, দীপালপুর ত্যাগ করিলেন। তিনি কিছুদিন মধ্যে রাজধানী ফতেপুরে পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আদেশক্রমে জৈন খাঁ রামপুর হইতে বুন্দীজয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। †বুন্দীর দুর্গ

* In the fight which ensued the van of the Imperialists gave way, and Muqim-i-Naqshbandi, the leader, was killed. The day was almost lost, when Acaf, with the troops of the wings, pressed forward and routed the enemies." Blockmann, p. 433. See also A. N. (Beveridge) III, p. 281.

† ১৫৭৭।৩০শে মার্চ্চ তারিখে জৈন খাঁ যাত্রা করেন।

ও সহর অতি সুন্দর; উদয়পুর ভিন্ন রাজপুতনার মধ্যে এমন সুন্দর সহর আর নাই। পূর্ব্ব বৎসর বুন্দীর অধীশ্বর রায় সূর্য্যন্ মানসিংহের প্ররোচনায় মোগলপক্ষে যোগ দেন; তিনি এতদিন যাবৎ চিতোরাধিপতি মহারাণারই সামন্তস্বরূপ বুন্দীর অধিপতি ছিলেন। কিন্তু অবশেষে বংশ-গৌরব ও মৈত্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া আকবরের পদানত হন।* সূর্য্যেন্ রাও যাহাই করুন, তাঁহার মধ্যম পুত্র দুদা রাও সহজে আত্মবিক্রয় করেন নাই। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহী হইলে জৈন খাঁ তাহার বিপক্ষে প্রেরিত হন; সূর্য্যন্ রাও স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে গিয়া পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এইরূপ ভাবে আত্মকলহেই দেশ ছারখার হইয়া থাকে। দুদা রাও পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলে, মোগল সেনাপতি বুন্দীদুর্গ দখল করিয়া বসেন।† সীমান্ত প্রদেশে বুন্দী রাজপুতনার একটি প্রধান দুর্গ ছিল। তাহাও শত্রুহস্তে পড়িল।

বাহির হইতে প্রতাপের কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা রহিল না। ইদরের যুদ্ধের পর ‡ নারায়ণ দাস সসৈন্যে আসিয়া প্রতাপের সহিত যোগ দিলেন। তাহার পরে বর্ষা আসিয়া পড়িল। বর্ষাকালে মোগলেরা পার্ব্বত্য প্রদেশে তিষ্ঠিতে না পারিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গেল। তখন মহারাণাও কিছুদিনের জন্য একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। সামন্তগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এই সময় তিনিও সসৈন্যে কমলমীর দুর্গে আশ্রয় লইলেন

* Rajputana Gazetteer. Vol. I p. 220. 235; Rajasthan. Vol. II. p. 390-1.

† A. N. III pp, 284-5.

‡ টড্ কৃত রাজস্থানে এই সময়ে (মাঘ সুদি, ১৬৩৩ সম্বৎ অর্থাৎ ১৫৭৭, ফেব্রুয়ারী) প্রতাপ মোগলের সহিত আর একটি যুদ্ধে পরাজিত হন, এইরূপ আছে। (Raj. Vol. I p. 277) কিন্তু এই ইদরের যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন বিশিষ্ট যুদ্ধের কথা মুসলমান-ইতিহাসে নাই। তবে মধ্যে মধ্যে মোগল সৈন্যের সহিত যে কত খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

এবং কয়েকমাস ধরিয়া অনবরত খাদ্যাদি ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কারণ যদিও মোগলেরা প্রায় একবৎসর কাল সমগ্র মিবার চারিদিকে অবরুদ্ধ করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই, তথাপি তাহারা যে বর্ষান্তে আবার দেখা দিবে না, এমন ভরসা হয় না। সুতরাং আবার রাজপুতগণ বলসঞ্চয় করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

——0——

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কমলমীর দুর্গ।

কমলমীর অতি মনোরম স্থান। মিবারের যে উত্তর পশ্চিম সীমা হইতে আরাবল্লী গিরিশ্রেণী ক্রম-বিস্তৃত হইয়া, পূর্ব্ব দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত জুড়িয়া বসিয়াছে, সেই সীমান্তের সন্নিকটে এক উচ্চ গিরি-শিখরে কমলমীর অবস্থিত। কমলমীরে যিনি গিরিদুর্গের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার রণকৌশল ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। মিবারের পূর্ব্বভাগে চিতোরের যাহা বিশেষত্ব, পশ্চিম ভাগে কমলমীরেরও তাহাই। চিতোর প্রান্তর-মধ্যে একটি শৃঙ্গোপরি সংস্থিত; কমলমীর পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে পার্ব্বত্য অধিত্যকার উপরিভাগে গিরিশৃঙ্গে সমারূঢ়। উভয় স্থানই মিবারের রাজধানী। যখনই চিতোর শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, তখনই কমল-মীর মহারাণাদিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। কেন হইয়াছে? কমলমীরের বিশেষত্ব কি? তাহাই এখন বলিব।

কমলমীরের উত্তর হইতে আরাবল্লী ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া আসিয়াছে। উহার পূর্ব্বদিক্ হইতে পর্ব্বতমালা, শ্রেণীর পর শ্রেণী রাখিয়া, ক্রমে ক্রমে আরও পূর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম দিকেও গিরিপৃষ্ঠ কিছু

নিম্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু সে দিকে উহা দূরবিস্তৃত নহে। সে দিকে অবরোহণ বড় দ্রুত, পথ বড় পিচ্ছিল; তুঙ্গ গিরি সোজা ভাবে নামিয়া গিয়া মরুপৃষ্ঠে লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সে দিক্ হইতে শত্রুর পক্ষে পর্ব্বতের উপর উঠা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু পূর্ব্বদিক্ হইতে সেরূপ না হইলেও, সে পথে শত্রুদিগকে পর পর এতগুলি পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া আসিতে হয়, কোথায়ও পর্ব্বত, কোথায়ও ঘোর জঙ্গল প্রভৃতি এত রকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, যে সেদিক্ হইতেও পার্ব্বত্য প্রদেশ এক প্রকার দুর্ভেদ্য। দক্ষিণদিকে পর্ব্বতমালা এতদূর পর্য্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং তাহার পথ ঘাট এত জটিল যে শত্রুর পক্ষে সে দিক্ হইতে আসিবার চেষ্টা করা বিফল। চতুর্দ্দিকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যখনই শত্রু আসিয়াছে, পূর্ব্বদিক্ হইতেই আসিবার চেষ্টা করিয়াছে।

পূর্ব্ব ভাগে নাথদ্বার * হইতে পথ বনাস নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখার কূলে কূলে পশ্চিম মুখে পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই প্রদেশের চারিধারে যেখানে একটু ফাঁক আছে বা জমি অপেক্ষাকৃত সমতল, সেখানে শস্যক্ষেত্র। তাহাতে প্রচুর ধান্য জন্মে; সুন্দর ইক্ষুর চাষ হয়; অন্যান্য শস্যও অল্পাধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেখানে সেখানে অসংখ্য আমের গাছ দেখা যায় ও তাহাতে প্রচুর ফল ধরে। এ স্থানের নির্ম্মল বায়ু জীর্ণ দেহে শক্তি দেয়, রুগ্ন ব্যক্তির ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। সেই পাহাড়িয়া পথে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলে, এক বৃক্ষশোভাময়ী বিস্তীর্ণা অধিত্যকায় পৌছান যায়; উহার চারিধারে উচ্চ পাহাড়শ্রেণী প্রাচীরের মত ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই অধিত্যকা এক সুন্দর নগরী, উহার নাম কৈলবারা। মহাবীর হাম্বীর

---

* উদয়পুরের ২২মাইল উত্তরে বনাসের দক্ষিণকূলে অবস্থিত প্রাচীরবেষ্টিত নগরী। এখানকার কানাই বা কৃষ্ণের মন্দির বিখ্যাত।

এক সময়ে এই স্থানে অধিষ্ঠান করেন ; * মহাবীর পুত্ত এই কৈলবারারই অধিবাসী। উভয়ের সম্পর্ক-গৌরবে কৈলবারা পবিত্র হইয়াছে। বীরত্ব বুঝি পর্ব্বত-ক্রোড়েই আত্মপ্রকাশ করিতে ভালবাসে।

কৈলবারা হইতে নাথদ্বারের পথ পশ্চিম দিকে হাতীগড়া নাল দিয়া নামিয়া মরুদেশে পড়িয়াছে ; ইহারই বর্ত্তমান নাম গণেরুবত্ম´। কৈলবারা হইতে আর একটি পথ দক্ষিণ মুখে দুর্জ্জেয় পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়াছে। সেই পথেরই একটি শাখা গোগুণ্ডা ও উদয়পুরে গিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উদয়পুরের উচ্চতা প্রায় ২000´ ফুট ; তদপেক্ষা গোগুণ্ডা আরও উর্দ্ধে অবস্থিত, উহার উচ্চতা ২৭৫0´ ফুট। কৈলবারার উচ্চতা প্রায় ৩000´ ফুট হইবে ; কৈলবারা হইতে আরও উর্দ্ধে উঠিয়া কমলমীর, তাহার উচ্চতা ৩৩৫৩´ ফুট। উহারই সর্ব্বোচ্চ শিখরে মহারাণার রাজ-প্রাসাদ, তাহার নাম "বাদল মহল।"

প্রাচীন কালে কৈলবারা হইতে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর জলধারা সকল অধিকাংশই পূর্ব্বমুখে গিয়া বনাসের অঙ্গপুষ্টি করিত, উহার অতি সামান্যই পশ্চিম দিকে যাইত। † মহারাণা কুম্ভই কমলমীরে অপূর্ব্ব দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ; তাহাকে রাণার নামানুসারে কুম্ভুমেরু দুর্গ বলে। রাণা কুম্ভের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেও কমলমীর বিখ্যাত স্থান ছিল। ইহা জৈন সম্প্রদায়ের একটি প্রধান আড্ডা ; দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে সকল

* হাম্বীর নিজনামে যে "হাম্বীর-তলাও" বা দীর্ঘিকা খনন করেন ও তাহার কূলে যে দেবীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা এখনও আছে। Rajasthan, Vol. I p. 224.

† প্রতাপের বংশধর মহারাণা রাজসিংহ বনাসের একটি নির্ঝরিণীর পথরুদ্ধ করিয়া, রাজসমুদ্র নামক অপূর্ব্ব হ্রদ নির্ম্মাণ করেন। তদবধি পার্ব্বত্য জলধারা কতক পশ্চিম, মুখে যাইতেছে।

জৈন-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, * তাহার কতক এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু গিরিদুর্গের অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশলই কমলমীরের শোভা ও গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। সেই গিরি-দুর্গের জন্যই এস্থান প্রতাপ সিংহের শেষ আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। মোগলের নির্দ্দয় হস্ত হইতে রাজপুতের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যখন তিনি মিবারের প্রজাবর্গকে পর্ব্বতের কোলে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন কৈলবারার বিস্তৃত নগরীই তাহাদের আবাস-স্থলী হইল। কৈলবারার বাসভূমি ও বনজঙ্গল সকলই তখন প্রজাবর্গের দখলে আসিয়াছিল। তাহারা তখন আশে-পাশে অলি-গলিতে মোগলের সাথে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার কাহিনী সকল এখনও প্রবাদ-বিজড়িত হইয়া কৈলবারার সর্ব্বস্থানকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। †

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৈলবারা হইতে কমলমীরে যাইতে হইলে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়; নগরী হইতে এক মাইল দূরে আড়াইল পোলে সেই দুর্গে উঠিবার পথের প্রথম তোরণ। ক্রমে হুল্লা পোল পার হইয়া হনুমান্ পোলে পৌঁছিতে হয়; সেখান হইতে দুর্গের প্রাচীরমালা আরব্ধ হইয়াছে। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও ক্রমে ক্রমে বিজয়পোল, রক্তপোল, রামপোল নামক তিনটি তোরণ পার হইয়া সর্ব্বশীর্ষদেশে চৌগুণ তোরণে পৌঁছিতে হয়।

* স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এই সকল মন্দির জৈন সম্রাট্ সম্প্রতির সময় নির্ম্মিত হয়। সম্প্রতি মহারাজ অশোকের পৌত্র; ২৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রেরা রাজা হন। সম্ভবতঃ দশরথ তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বভাগ এবং সম্প্রতি পশ্চিম ভাগ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, অশোক যেমন সহস্র সহস্র বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মাণ করেন, সম্প্রতি সেইরূপ জৈনমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। *See* Bombay Gazetteer, Vol. I. part. I p. 15, Smith's Early History (3rd edition) p. 193, Tod's Rajasthan, Vol. I pp. 238, 525.

† "There is not a rock or a stream that has not some legend attached to it, connected with these times." Tod, Vol. I p. 523.

[শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত 'প্রতাপসিংহের জন্য']

কমলমীর দুর্গ

১৩৭ পৃঃ

শুধু একটি প্রাচীর নহে, তাকে তাকে আঁকা বাঁকা প্রাচীরমালা এমন ভাবে দুর্গের চারিধার ঘিরিয়া রহিয়াছে যে, উর্দ্ধে উঠিবার একটি মাত্র প্রকাশ্য রাজপথ ভিন্ন উপায় নাই। দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার যে দুই একটি গুপ্ত পথ ছিল, তাহা দুর্গবাসী ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না। দূর হইতে দেখিলে দুর্গের গায়ে কোন কোন স্থানে একটি মাত্র প্রাচীর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। একটি প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে নামিলে আবার বন্ধুর পথে উপরে উঠিতে হয়, আবার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহাতেও দুর্গে পৌছান যায় না। প্রাচীরমালার মাঝে কোথায় কোন্ পাহাড়ের অন্তরালে দুর্গ-সৈন্য কি ভাবে লুক্কায়িত থাকিত, আক্রমণকারী শত্রুর পক্ষে তাহা জানিবার উপায় ছিল না, এই জন্যই কমলমীর দুর্ভেদ্য দুর্গ; সেই জন্যই প্রতাপ সিংহ দুর্গম পথ দিয়া আপনার সৈন্য লইয়া আসিয়া, এই চিরপরিচিত গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

প্রতাপ যখন প্রথম আসিলেন, তখন বর্ষাকাল। তাঁহার সৈন্য ও অনুচরগণ কিছুদিন একটু বিশ্রাম লাভ করিয়া বাঁচিল। বর্ষা শেষ হইলেও মোগলেরা আসিল না, তৎপরে অত্যুচ্চ গিরিশিখরে প্রচণ্ড শীত আসিল। প্রতাপ সিংহ দুর্গ ত্যাগ না করিয়া, সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ভীষণ শীতকালে মোগলেরা কিছুতেই গিরিদুর্গ আক্রমণ করিতে আসিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কার্য্যতঃও তাহাই হইল; তবে শীত যাইতে না যাইতে মোগলেরা আবার দেখা দিল। (১৫৭৮)

এই সময়ে বাদশাহ কমলমীরে প্রতাপ সিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য নূতন সৈন্যদল পাঠাইলেন; শাহবাজ খাঁ ঐ দলের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। মানসিংহ তখনও পার্ব্বত্য প্রদেশে ছিলেন; তিনি ও রাজা ভগবান্ দাস উভয়ে শাহবাজ খাঁর অনুবর্ত্তী হইবার আদেশ পাইয়াছিলেন।

সকলে কয়েকদল প্রবল সৈন্য লইয়া নাথদ্বারের পথে কমলমীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এবার শাহবাজ খাঁ ভাবিলেন, কমলমীর অধিকার করিতেই হইবে। কমলমীর দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া খ্যাত। সে দুর্গ দখল করিতে পারিলে, তিনি বাদশাহ-দরবারে বিশেষ যশস্বী হইবেন। কিন্তু মহাবীর ভগবান্ দাস ও মানসিংহ সঙ্গে থাকিলে, সে যশোলাভ একাকী তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ শাহবাজ বুঝিতেন, তাঁহারা উভয়ে রাজপুত এবং মহারাণার প্রতি শ্রদ্ধাবান্; দুর্গ অধিকার জন্য কোন কূট অভিসন্ধি বা অত্যাচারের কথা হইলে, তাঁহারা পদে পদে বাধা দিতে পারেন। এমত অবস্থায় তাঁহারা সঙ্গে না থাকাই ভাল। সুতরাং তিনি পিতাপুত্র উভয়কে দরবারে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিলেন। তাঁহারাও উভয়ে রক্ষা পাইলেন, কারণ মহারাণার ক্ষতি বা স্বজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিবার ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। কেবল মাত্র বাদশাহের প্রীতি-সাধনই তাঁহাদের অধিকতর অভিপ্রেত ছিল।

রাজা ভগবান্ ও মানসিংহ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, শাহবাজ খাঁ দ্রুতবেগে আসিয়া কৈলবারা অধিকার করিয়া বসিলেন। মোগলের আগমনের পূর্ব্বেই কৈলবারা একপ্রকার জনশূন্য হইয়াছিল; সুতরাং সে স্থান দখল করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

কৈলবারার প্রজাবৃন্দ প্রতাপের সৈন্য সহ কমলমীরে আশ্রয় লইয়া হনুমান্ পোলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। শাহবাজ এক্ষণে সেই একমাত্র পথে গিরিদুর্গে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা মধ্যে মধ্যে তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ করিতেছিল। কিন্তু যশোলিপ্সু মোগল সেনানী প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহেন। তিনি অবশেষে দুর্গ অবরোধ করিলেন।

প্রতাপসিংহ কিছুদিন পর্য্যন্ত বীর বিক্রমে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন। তাই দুর্গমধ্যে কয়েকটি দুর্ঘটনা হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিল। একদিন হঠাৎ একটি বড় কামান ফাটিয়া আগুন ছড়াইয়া পড়িল ও তাহাতে বারুদখানা পুড়িয়াগেল।* আবার অবরুদ্ধ সৈন্যদের পানীয় জলেরও অভাব হইয়া পড়িল। উন্নত স্থানে অবস্থিত বলিয়া গিরিদুর্গের একটি প্রধান অসুবিধা—জলকষ্ট। এই জলকষ্ট গ্রীষ্মকালে ভীষণ হয়। কমলমীরে "নগুণ" নামে একটি উৎকৃষ্ট কূপ ছিল; উহারই জল অবরুদ্ধ সেনার প্রধান সম্বল। শিরোহি সর্দ্দার দেবরা রাও কিছুদিন পূর্ব্বে মোগলের বশীভূত হইয়া আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কথিত আছে, তিনিই উক্ত কূপের কথা মোগলদিগকে বলিয়া দেন। তখন মোগলেরা গোপনে কৃত্রিম উপায়ে উহার জল নষ্ট করিয়া দেয়। † দূষিত জলের জন্য যখন রাজপুতগণ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন, তখন প্রতাপসিংহ দুর্গ ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি শোণিগুরু সর্দ্দারের উপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়া, একদা রাত্রিযোগে অধিকাংশ সৈন্যবল সহ গুপ্তপথে কমলমীর ত্যাগ করিলেন।‡ মোগলেরা তাহার কিছুই জানিতে পারিল না; কারণ দুর্গ হইতে অবতরণ করিবার কোন গুপ্তপথের সন্ধান তাহারা জানিত না।

* Akbarnama (Beveridge) Vol. III, p. 340. Elliot Vol. VI. p. 58.

† Rajasthan, Vol. I, p. 277.

‡ Elliot Vol. V p. 410. কেহ কেহ বলেন রাণা রাত্রিকালে সন্ন্যাসীর বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন. Masir-ul-umra, Vol. II. p. 593; Blochmann's Ain. p 500. বিভারিজ মহোদয় সন্ন্যাসীর বেশে পলায়নের কথা বিশ্বাস করেন নাই, Vol. III p. 340, টড সাহেব লিখিয়াছেন, "Partap thence withdrew to Chaond."

পরদিন প্রাতে দুর্গদ্বারের দেবমন্দিরের সন্নিকটে. ভীষণ সমর বাধিল। রাজপুত সৈন্যগণ বহুশত্রু হত্যা করিয়া জীবন বলি দিয়াছিলেন।* শোণিগুরু সর্দ্দারের বীরত্ব অমানুষিক; তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। যে চারণদেবের অমৃতময়ী কবিতায় প্রতাপের বীর্য্যকাহিনী খ্যাতি লাভ করিয়াছে, যাঁহার ওজস্বিনী ভাষা নির্জ্জীব প্রাণেও সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিত, যাঁহার উৎসাহ গীতে রাজপুত-বীরগণকে কঠোর ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিল, তিনিও এই যুদ্ধে নিহত হন। যে চারণদেবের বীরগাথা রাজপুতের উৎসাহের উৎস-স্বরূপ ছিল, তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু রাজপুতের উৎসাহ কমিল না। রাজপুতের প্রধান আশ্রয় কমলমীর শত্রুকরায়ত্ত হইল বটে, কিন্তু আশ্রয়-হীন প্রতাপ ব্রতহীন হইলেন না।

দুর্গ অধিকার করিবার পর শাহবাজ খাঁ জানিতে পারিলেন যে যাঁহার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, সে মহারাণা হাতছাড়া হইয়াছেন। † তখন তিনি কমলমীরে অপেক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সেনানী গাজী খাঁর উপর দুর্গশাসনের ভার দিয়া শাহবাজ স্বয়ং প্রতাপের অনুসরণ জন্য দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইলেন।

---

* "They (Moghuls) encountered a large body of Rajputs posted at a gate near the temple, who made a firm stand, but were cut to pieces and the fort was secured." Akbarnama (Elliot) Vol. VI pp. 58-9.

† ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে চৈত্র মাসের মধ্যভাগে শাহবাজ খাঁ কমলমীর দুর্গ অধিকার করেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——::0::——

কঠোর পরীক্ষা।

মলমীর অধিকার করিবার পর শাহবাজ খাঁ ভাবিলেন প্রতাপ সিংহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোগুণ্ডা বা উদয়পুরে গিয়াছেন। তদনুসারে তিনি পরদিনই গোগুণ্ডায় পৌঁছিলেন; সে পরিত্যক্ত নগরী সহজেই তাঁহার অধিকৃত হইল। তখন তিনি সেই রাত্রিতেই উদয়পুরে পৌঁছিলেন; উদয়পুর তখন নামে মাত্র রাজধানী ছিল বটে, কিন্তু তথায় দুর্গাদি কিছুই রচিত হয় নাই। তথাপি শাহবাজ তথাকার স্বল্প সংখ্যক অধিবাসিগণের শস্যাদি যাহাকিছু ছিল তাহা লুঠ করিয়া লইলেন। প্রতাপকে সেখানেও পাইলেন না। এইস্থান হইতে শাহবাজ খাঁ কমলমীর দুর্গজয়ের সুসংবাদ বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। আকবর তখন লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি বীর সেনাপতিগণের জন্য যথেষ্ট পুরস্কারের আদেশ দিলেন।*

শাহবাজ খাঁ উদয়পুর হইতে পুর-মণ্ডল পর্য্যন্ত মিবারের পার্ব্বত্য বিভাগে ৫০টি এবং প্রান্তর প্রদেশে ৩৫টি পৃথক্ থানা নির্দ্দেশ করিয়া তথায় সৈন্য স্থাপন করিলেন; পরে হারাবতীর বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন।† কমলমীর জয় করিবার পূর্ব্বে যখন রাজা

---

* Akbarnama (Beveridge) Vol. III pp. 340 41 note.

† Blochmann p. 400. পুর ও মণ্ডল দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অতি প্রাচীন সহর; উহা উদয়পুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে ৬০।৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। Raj. Gaz, Vol, III, 50.

ভগবান্ দাস ও মানসিংহ প্রত্যাবৃত হন, তখন রাজা ভগবান্ রাজধানীতে চলিয়া যান ও কিছুদিন পরে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। মানসিংহ কিছুদিন পার্ব্বত্য অঞ্চলে ছিলেন; তিনি ধরমেতি * ও গোগুণ্ডা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শাহবাজ চলিয়া যাইবার পর মহাবৎ খাঁ উদয়-পুরে রহিলেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ কোথায় গেলেন, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

মিবারের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে চপ্পন নামক এক প্রদেশ আছে। এস্থান অত্যন্ত পর্ব্বতাকীর্ণ এবং ইহাতে প্রায় সাড়ে তিনশত ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই সকল পল্লীতে ভীলগণই বাস করে। এই প্রদেশের কেন্দ্র স্থলে চৌন্দানামক এক গিরিনগরী দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত ছিল। এ নগরী আক্রমণ করা শত্রুর পক্ষে সহজসাধ্য নহে। প্রতাপ কমল-মীর পরিত্যাগ করিয়া চৌন্দায় আসিয়া অবস্থান করিলেন।

প্রতাপের প্রতিজ্ঞা—সর্ব্বস্ব যাউক, কিন্তু শির অবনত করিবেন না। আকবরের প্রতিজ্ঞা—যেরূপে হয়, প্রতাপকে অবনত করিতেই হইবে। তিনি মিবার জয়ের জন্য বিভিন্ন সেনাপতির অধীন দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা মিবারের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য লইয়া প্রতাপ একস্থান রক্ষা করিতে গেলে, অন্যস্থান অপর সৈন্যদল দ্বারা অধিকৃত হইত। প্রতাপের শত্রু তাঁহার দেশের মধ্যেও ছিল; কেহ শত্রুর নিকট তাঁহার গতিবিধির সন্ধান দিত, আবার কেহ বা তাঁহার খাদ্য সংগ্রহের পথে অন্তরায় হইত। অগুণা-পণোরাপ্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ প্রতাপের জন্য যে রসদ যোগাইতেছিল, আমি-শাহ নামক এক রাজপুতকুলাঙ্গার তাহার

* উদয়পুরের উত্তরদিকে বর্ত্তমান রাজসমুদ্রের সন্নিকটে অবস্থিত ক্ষুদ্র সহর।

পথ বন্ধ করিয়া দিল।* এমন সময়ে ফরিদ খাঁ † নামক আর এক মোগল সেনাপতি চপ্পন আক্রমণ করিলেন এবং দক্ষিণ দিক্ হইতে ক্রমশঃ চৌন্দা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবার প্রতাপসিংহ চতুর্দ্দিক্ হইতে শত্রুবেষ্টিত হইলেন; তাঁহার রসদ বন্ধ হইল; নিষ্ক্রমণের পথ বন্ধ হইল; অবশেষে চৌন্দাও পরিত্যাগ করিতে হইল। মানসিংহ, শাহবাজ খাঁ, মহাবৎ খাঁ, ফরিদ খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান মোগল সেনানী তাঁহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র দণ্ডায়মান; মোগলের অপরিমিত অর্থবল ও অগণিত সৈন্যদল তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত। এই ভীষণ সঙ্কটে পড়িয়াও মহাপ্রাণ প্রতাপসিংহ অচল ও অটল; যবন-চরণে শিশোদীয়ের মস্তক কোন ক্রমেই অবনত হইবে না।

চৌন্দা পরিত্যাগ করিবার পর, প্রতাপের কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়স্থান রহিল না। তিনি সসৈন্যে সেই ভীলপ্রদেশের কন্দরে কন্দরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভীলগণ অনার্য্য বা অসভ্য হউক, কিন্তু তাহারা পরম বিশ্বস্ত এবং বিপদ্ সময়ে রাজপুতের পরম সহায়। প্রতাপের পরিবারবর্গ রক্ষার ভার ভীলগণই গ্রহণ করিল। মহারাণার মহিষী অপোগণ্ড শিশু সন্তান সহ ভীলগণদ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; ভীলেরাই তাঁহাদের আহার যোগাইত, দিবারাত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাদিগকে করণ্ডকে তুলিয়া লইয়া গুপ্ত-পথে পলায়ন করিত। সময়ে সময়ে সপ্তাহ মধ্যেও প্রতাপের সহিত তাঁহার পরিবারবর্গের সাক্ষাৎ হইত না। তিনি প্রভুভক্ত সৈন্যদল লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে, গতিবিধি করিতেন। তিনি নানা

* Rajasthan, Vol, I, p, 277 note. অগুণা ও পণোরা পার্ব্বত্য প্রদেশের দুইটি পৃথক্ পল্লী।

† যে ফরিদ খাঁ শাহজাহানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া উদয়পুরে মারা যান, হয়ত ইনি সে ফরিদ খাঁ নহেন। Bloch, p. 478, Tuzuk, 131. Raj. I p. 277.

অবোধ্য সঙ্কেতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন, অপরিজ্ঞাত স্থানে লুক্কায়িত থাকিতেন এবং অতর্কিত ভাবে সুকৌশলে শত্রুসেনা আক্রমণ করিতেন। কখন তিনি পর্ব্বত-শীর্ষে দেখা দিতেন, শত্রুরা তাঁহার অনুসরণ করিত; তখন পার্শ্বদেশ হইতে ভীলগণ তীর ও লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত; ইত্যবসরে প্রতাপ সদলবলে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেন। শত্রুগণ ভাবিত, প্রতাপ প্রাণ লইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছেন; সুতরাং তাহারা নিরুদ্বেগে জয়োল্লাসে সময়ক্ষেপ করিত এবং প্রতাপকে আর একবার পরাজিত করা হইল বলিয়া, মোগলদরবারে সংবাদ পাঠাইত। এমন সময়ে পর্ব্বতপৃষ্ঠ কম্পিত হইত; গিরিকন্দর ভেরীনাদে ধ্বনিত হইত; সহসা সসৈন্যে রাজপুতবীর শত্রুশিবির আক্রমণ করিতেন। মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া রুধিরস্রোতে পর্ব্বতগাত্র রঞ্জিত করিয়া, আবার রাজপুত সেনা সেই চিরপরিজ্ঞাত পর্ব্বতপথে বিলীন হইত। একবার ফরিদ খাঁ একস্থানে রাজপুত সেনাকে পরাজিত করিলেন; তখন প্রতাপকে বন্দী করিবার আশায় তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রতাপের কূট কৌশলে তাঁহার সৈন্যদল গিরি-সঙ্কটে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহাদের একজনও প্রাণ লইয়া প্রত্যাগত হইল না। এবংবিধ উচ্ছৃঙ্খল যুদ্ধব্যাপারে মোগল-সৈন্য অভ্যস্ত ছিল না; তাহারা কিছুতেই প্রতাপকে দমন করিতে পারিল না; উর্ব্বর-মস্তিষ্ক সেনানীবর্গের সকল মন্ত্রণা ব্যর্থ হইয়া গেল। এমন সময়ে আবার বর্ষা সমাগত হইল; গিরিনদী খরস্রোতা হইল; গিরিদরী অগম্য হইয়া উঠিল। মোগলেরা আবার মিবার পরিত্যাগ করিল। বর্ষাগমে প্রতাপ আবার শ্বাস ফেলিলেন।

এইরূপে বর্ষের পর বর্ষ যাইতে লাগিল। প্রতিবর্ষে বর্ষাগমে মোগল সেনা চলিয়া যায়; আবার বসন্তাগমে নববলে দেখা দেয়। প্রতাপ সেই

একই পার্ব্বত্য প্রদেশে, সেই একই যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া, অশেষ কষ্ট ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোরব্রত ভাঙ্গিল না; প্রতিজ্ঞা টলিল না। রাজপুত সর্দ্দারগণ স্বামিধর্ম্ম ভুলিলেন না; তাঁহাদের অনুচরবর্গের মতিগতি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। ফলমূল ভোজন ও বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া, বীরভূমির সুসন্তানগণ হীনভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজধানীতে মহাড়ম্বরে যে সকল অনুষ্ঠান দ্বারা সামন্তগণ মহারাণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, সেই প্রবাসে পর্ব্বতগহ্বরে দীনভাবে সেই সকল উৎসব যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

প্রতাপের অবস্থাদির বিবরণ জানিবার জন্য আকবর সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। তিনি সন্ধানের জন্য নানা স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিতেন; তাহাদের কেহ কেহ কখন স্বচক্ষে, কখন পরোক্ষে, প্রতাপের কার্য্যকলাপের বিষয় অবগত হইয়া, মোগল দরবারে বিজ্ঞাপিত করিত। প্রতাপের শত্রুমণ্ডলীও তাঁহার অলোকসামান্য বীরধর্ম্মের বিষয় শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া থাকিতেন। প্রতাপের শত্রুগণেরও অন্তঃকরণে ভক্তি এবং মুখে প্রশংসা ধরিত না। এমন কি, একদিন মোগল সরকারের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি (খান্‌খানান্) * প্রতাপের বীরত্ব ও

* ইনি বিখ্যাত বাহরাম খাঁর পুত্র মীর্জা আবদর রহিম। পিতার মৃত্যুকালে ইনি বালক মাত্র। তদবধি আকবর তাঁহাকে সস্নেহে প্রতিপালন করেন ও পরে তাঁহার রাজত্বে ইঁহার বিশেষ উন্নতি হয়। ইনি পাঁচ হাজারী মন্সবদার হইয়াছিলেন। তিনি গুজরাট ও সিন্ধু প্রভৃতি বহু রাজ্য জয় করেন; কিন্তু তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি অপেক্ষা জ্ঞানচর্চ্চা ও কবিত্বের খ্যাতি অধিক। মাছির-ই-রহিমী হইতে জানা যায়, যে বিদ্যাচর্চ্চার উৎসাহ দিবার জন্য তিনি কিরূপ দান-ব্রত ছিলেন। ব্লকম্যান বলিয়াছেন। "He was the Mecœnas of Akbar's age". তিনি অনর্গল পারসী, তুর্কী, আরবী ও হিন্দী লিখিতে পারিতেন। রহিম নামে পরিচিত হইয়া তিনি বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন। *See* Blochmann pp. 284-9. Elliot's Index (1st edition) p. 377.

মহত্ত্বের প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট একটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রেরণ করেন। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

আমাদের এ জগতে ক্ষণস্থায়ী সব
রাজ্যধন সব যায়, কিছুই না প'ড়ে রয়,
রহে শুধু মহতের নামের গৌরব।
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ অটল সতত;
গেছে রাজ্য, গেছে ধন, গেছে জ্ঞাতি অগণন,
শত্রুপদে শিরঃ কিন্তু হয় নাই নত।
ভারতের নৃপকুলে প্রতাপ অতুল;
স্বাধীনতা স্বদেশীর, জাতিধর্ম্ম স্বজাতির—
রক্ষা করি, ধন্য ধন্য প্রতাপ কেবল। *

---

* Rajasthan Vol. I, p. 274. মূলে প্রতাপ স্থলে "পুত্ত" আছে; উহা "প্রতাপ" নামেরই অপভ্রংশ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——::::——

পৃথ্বীরাজের পত্র।

জগতে স্নেহ-মমতার মত শক্তি আর নাই। যিনি কঠোর রাজদণ্ড লইয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে রাজ্যশাসন করেন, স্ত্রীপরিবারের মধ্যবর্ত্তী হইলে তাঁহারও সাহাস্য বদনে সরস বচন বহির্গত হয়। রণক্ষেত্রে শত্রুমধ্যে অস্ত্র-ক্রীড়ার সময় যিনি নৃশংসতার মূর্ত্তিস্বরূপ প্রতীয়মান হন, স্নেহপুত্তলিকার কোমল পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলেও তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত দেখা যায়। যে প্রতাপসিংহের কঠোর প্রতিজ্ঞা, অবিচলিত লক্ষ্য ও দুষ্কর সাধনা শত্রুর নিকট হইতেও ভক্তি-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহাকেও স্ত্রীপুত্রের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া সময়ে সময়ে আত্মহারা হইতে হইত। প্রতাপের পরিবারবর্গ কিরূপে পর্ব্বতে জঙ্গলে ভীলগণকর্ত্তৃক রক্ষিত ও পালিত হইতেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কতকগুলি ঝুড়িতে লৌহের কড়া ও দড়ি বান্ধা থাকিত; ভীলেরা বন্য-জন্তু হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপের পরিবারবর্গকে অনেক সময়ে ঐ সকল ঝুড়িতে করিয়া উচ্চবৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিত, এবং বনমধ্য হইতে আহারাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সেবা করিত। যখন চৌন্দা শত্রুকর্ত্তৃক সমাবৃত হয়, তখন ভীলগণ উহাদিগকে জহুরার অন্ধকারময় টিনের খনিতে লুকাইত রাখিয়াছিল। জহুরা ও চৌন্দার যে সকল উচ্চবৃক্ষে মিবারের রাজ-মহিষী ও রাজ-সন্তানগণ করণ্ডকে বিলম্বিত থাকিতেন, আজিও

সাগ্রহে সে সকল স্থান পরিদর্শকদিগকে প্রদর্শিত হয়। মহাত্মা টড্ যখন এতৎ প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি স্বচক্ষে ঐ সকল লৌহবলয়াদি দেখিয়াছিলেন।

মানুষে সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে অন্নগ্রাস জুটিতেছে না—এদৃশ্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ যাহারা রাজোপচারে সেবা পাইবার যোগ্য, তাহাদের যদি অন্নমুষ্টিরও অভাব হয়, তবে সে দৃশ্য বাস্তবিকই কঠোর ও হৃদয়-বিদারক হইয়া থাকে। প্রতাপের পুত্র কন্যা অনেক সময়ে বন্য ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত; প্রতাপের প্রিয়তমা মহিষী অনেক সময়ে অনাবৃত বা অরক্ষিত স্থলে বাস করিতেন এবং সর্ব্বদা যবন-হস্ত হইতে আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। কখন কখন খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে শত্রু আসিতেছে শুনিয়া, তাঁহাদিগকে খাদ্য ফেলিয়া পলায়ন করিতে হইত। দুরন্ত মোগল শত্রু এমন একাগ্রভাবে অনেক সময়ে তাঁহাদের অনুসরণ করিত যে, একদিন মহারাণার পরিবারবর্গের জন্য পাঁচবার খাদ্য প্রস্তুত হইল, পাঁচবারই তাঁহাদিগকে প্রস্তুত খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল, একবারও খাইবার অবকাশ জুটিল না।

মানুষের জীবনে কখনও দৈবাৎ এমন ঘটনা ঘটে যে, তাহা অতি সামান্য বা নগণ্য হইলেও তদ্দ্বারা তাহার সমস্ত জীবনের স্থির-নীতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। প্রতাপের জীবনে একদিন এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূ "মল" নামক এক প্রকার ঘাসের বীজ হইতে রাজপরিবারের জন্য কয়েকখানি রুটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহার এক একখানি মাত্র রুটি সন্তানগণের প্রত্যেকের ভাগে পড়িয়াছিল। সেদিন অন্য খাদ্য ছিল না; ঐ এক-

খানি রুটিই সম্বল। প্রত্যেকেই ঐ একখানি রুটির অর্দ্ধেক তখন খাইবে, এবং, অপরার্দ্ধ পর-বেলার জন্য সঞ্চিত রাখিবে। প্রতাপের কন্যা আধখানা রুটি কক্ষে রাখিয়া অপরার্দ্ধ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছিল। এমন সময়ে একটী বন্য বিড়াল হঠাৎ লম্ফ দিয়া পড়িয়া, তাহার কোল হইতে আধখানা রুটি লইয়া পলায়ন করিল। বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সময়ে প্রতাপসিংহ নিকটে দুর্ব্বাশয্যায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া স্বকীয় ও স্বরাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিষাদ-মলিন হইতেছিলেন। কন্যার করুণ ক্রন্দনে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; চাহিয়া দেখিলেন; যখন প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। যিনি রণস্থলে অসংখ্য জ্ঞাতিবন্ধুর হত্যা-দর্শনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই, তিনি আজ, কেন জানি না, এই সামান্য ঘটনায় একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। রাজ্য ধন, বিলাস বিভ্রাট,—সব বিসর্জ্জন দিয়াও যিনি অটল ছিলেন, দুহিতার কাতর কণ্ঠে তিনি সব ভুলিয়া গেলেন। কঠোর ব্রতের কথা ভুলিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কত কষ্টের ও শোকের কাহিনী তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তাঁহার নয়নদ্বয়ে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, প্রতাপ হতাশ ভাবে বলিলেন "আর না! যথেষ্ট হইয়াছে।" মহিষী কত সান্ত্বনা করিলেন, সর্দ্দারগণ কত প্রবোধ দিলেন; কিন্তু উন্মুক্ত গিরিস্রোত আর বাধা মানিল না। প্রতাপসিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

ইহা প্রতাপ-চরিত্রের দুর্ব্বলতা কিনা জানি না; তবে ইহা প্রতাপচরিত্রের যে কলঙ্ক নহে, তাহা নিশ্চিত; কারণ ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। তাঁহার চরিত্রে দেবত্ব থাকিলেও তিনি মানুষ। মানুষের দুর্ব্বলতা, মানুষের মায়া, মানুষের ভ্রান্তি হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না।

প্রতাপ প্রকারান্তরে দেখাইলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণ পাষাণবৎ কঠিন হইলেও কুসুমবৎ কোমল। কঠিন এবং কোমলের সমাবেশেই মহত্ত্ব; প্রতাপের সে মহত্ত্ব ছিল। পাষাণে যেরূপ উৎস ছুটে এবং পাষাণ-গাত্র যেরূপ নির্ঝর-সলিলে প্লাবিত হয়, প্রতাপও সেইরূপ হৃদয়োদ্ভূত স্নেহ-মমতায় দ্রবীভূত হইয়া গেলেন।

প্রতাপের সে পত্র মোগলদরবারে পৌঁছিলে, সম্রাট্ আকবর উৎকৃট আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তিনি মিবারের রাজত্ব বা রাজস্ব কামনা করিতেন না, প্রতাপ একবার মাত্র অবনত হইলেই তাঁহার সকল সাধ মিটিল। রাজধানীতে আনন্দ আর ধরে না; সর্ব্বত্র আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। আকবর পৃথ্বীরাজকে এই পত্র দেখাইলেন। তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। রাজপুতের মধ্যে যাঁহারা মোগল-আশ্রয়ে তৃপ্তিলাভ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পৃথ্বীর মত স্বজাতিভক্ত বা মহানুভব কেহই ছিলেন না। প্রথমতঃ পৃথ্বীরাজ এ ঘটনা বিশ্বাস করিলেন না। বিশ্বাস হইলেও উহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত দুঃসংবাদ বলিয়া বোধ হইল। তিনি প্রকাশ্যে বাদশাহকে বলিলেন, "জাঁহাপনা! এ-পত্র জাল; প্রতাপ কখনও বশ্যতা স্বীকার করেন নাই; আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি; তিনি আপনার রাজমুকুট পাইলেও আপনার অভীষ্ট মত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না; সম্ভবতঃ প্রতাপের কোন শত্রু এ পত্র প্রেরণ করিয়াছে।" তিনি প্রতাপের নিকট স্বয়ং পত্র লিখিবার অনুমতি পাইলেন। তিনি আকবরকে বুঝাইলেন যে, ঘটনা সত্য কি না, তাহাই জানিবার জন্য তিনি পত্র লিখিতেছেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। প্রতাপকে নিবৃত্ত করিয়া, শিশোদীয় কুলের গৌরব রক্ষা করাই তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। পৃথ্বীরাজ সুকবি; তাঁহার কবিত্বখ্যাতি বহুজনবিদিত ছিল। তিনি মহারাণা প্রতাপের নিকট তাঁহার মাতৃভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ

যুদ্ধফল অন্যরূপ হইলে, ইয়োরোপের ইতিহাস আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত ; দেবীরের যুদ্ধে প্রতাপ জয়লাভ না করিলে, রাজপুতদিগের বংশ-গৌরব ও জাতীয় অস্তিত্বের কি পরিণতি হইত, কে জানে ? কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রীসদেশীয় থুকিদিদিস্ বা জেনোফনের মত কোন সত্যনিষ্ঠ ঐতি-হাসিক রাজপুতদিগের বীর্য্যকাহিনী জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া রাখেন নাই।

দেবীরের যুদ্ধের পর প্রতাপসিংহ পর পর বহুস্থানে যে জয়লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এস্থলে এক প্রকার নির্ব্বাক্। মোগল সৈন্যের পরাজয়কাহিনী কোন সমসাময়িক লেখকই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই। মিবার দেশের পর্ব্বতসঙ্কুল দুর্গম পথে নানাদিকে পরিভ্রমণ করিয়া দেখ, কত শত শত স্থান প্রতাপসিংহের বীর্য্যপ্রতিভায় উজ্জ্বল, কীর্ত্তিচিহ্নে চিরস্মরণীয় ও গৌরব-গাথায় মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। কোথায়ও তাঁহার সৈন্যদল জয়লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, কোথায়ও বা তাহারা পরাজিত হইয়াও অধিকতর গৌরবভাজন হইয়াছে। হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্বে উদ্ভাসিত হইতে পারিলে, জয় পরাজয়ে গৌরবের তারতম্য হয় না।*

---

* মহামতি টড সাহেব রাজপুতজাতির প্রতি একান্ত সহানুভূতিবশতঃ হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া দিয়া জ্বলন্ত ভাষায় লিখিয়াগিয়াছেন :—"There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pertap,—*b*rilliant victory, or oftener, more glorious defeat, Haldighat is the Thermopyloe of Mewar ; the field of Deweir her Marathon." *Rajasthan* Vol, I p. 283.

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:0:——

জীবন-সন্ধ্যা।

দয়পুর অধিকৃত হইলে, প্রতাপসিংহ তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। মিবারের অধিকাংশ হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু শিশোদীয় রাজপুতের প্রাচীন রাজধানী চিতোর হস্তগত হয় নাই। প্রতাপসিংহ ভীম সিংহের অর্থসাহায্যে যে সৈন্যবল লইয়া শেষবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বহুক্ষেত্রে বহুযুদ্ধে তাহার অধিকাংশ নিঃশেষ হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল, আত্মরক্ষার্থ তাহার অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ চিতোরের সুরক্ষিত দুর্গে মুসলমানদিগের যে সৈন্যবল ছিল, সামান্য সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ তাহার সম্মুখীন হওয়া অন্যায়। যে সকলস্থান করায়ত্ত হইয়াছে, রণশ্রান্ত সৈন্যদল তাহাই রক্ষা করিতে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সুতরাং প্রতাপসিংহ চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

চিতোরই প্রতাপের পিতৃপুরুষের লীলাক্ষেত্র; চিতোর হইতে বিতাড়িত হইয়াই রাজপুতগণ অপদস্থ ও হতশ্রী হইয়াছেন। চিতোরের পুনরুদ্ধার জন্যই প্রতাপসিংহ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মিবারের অনেকস্থল অধিকৃত হইয়াছে, কিন্তু চিতোরের উদ্ধার হয় নাই। সুতরাং প্রতাপের কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত হইল না। তিনি গুম্ফ পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি স্বর্ণপাত্রে পান ভোজন আরম্ভ করিলেন না;

তিনি অট্টালিকায় বাস করিতে চাহিলেন না। উদয়পুরে রাজধানী হইল বটে, কিন্তু তথায় রাজপ্রাসাদ হইল না।

উদয়সিংহের সময়ে উদয় সাগরের অনতিদূরে রাজধানী ছিল। প্রতাপ-সিংহ সেস্থান হইতে ৫ মাইল পশ্চিমদিকে পেশোলা হ্রদের তটে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। * উদয়পুরে দেখিবার মত অনেক দৃশ্য আছে; কিন্তু পেশোলা হ্রদের মত কিছুই সুন্দর নহে। সেই পেশোলার তীরে প্রতাপের জন্য কতকগুলি কুটীর নির্ম্মিত হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে এই সকল কুটীর ভাঙ্গিয়া মহারাণার জন্য মর্ম্মর প্রস্তরের রাজপ্রাসাদমালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। † আজকাল যখন পেশোলার স্বচ্ছ সলিলে অসংখ্য মর্ম্মর গৃহের রজত-সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, তখন দর্শকমাত্রের মনে হয়, জগতে বুঝি এমন দৃশ্য আর নাই! সে দৃশ্যের বর্ণ ফলাইতে গেলে

---

* প্রস্তর নির্ম্মিত কঠিন প্রাচীর দ্বারা পার্ব্বত্যসরিতের গতিরোধ করিয়া রাজপুতনার বহু সরোবরের ব্যবস্থা হইত। উদয়সাগর ও পেশোলা এইরূপ দুইটি সরোবর। উদয়সাগর ২½ মাইল দীর্ঘ ও ১¼ মাইল প্রশস্ত এবং পেশোলা ২½ মাইল দীর্ঘ ও ১¼ মাইল বিস্তৃত। কৃত্রিম উপায়ে এই সকল জলাশয় গঠিত হইলেও ইহারা পার্ব্বত্য সলিলে পূর্ণ ও সাগরবৎ প্রকাণ্ড বলিয়া ইহাদিগকে হ্রদ বলা যায়।

† প্রতাপসিংহের রাজত্ব কাল ১৫৭২-১৫৯৭, অমর সিংহ ১৫৯৭-১৬২১, কর্ণসিংহ ১৬২১-১৬২৮, জগৎ সিংহ ১৬২৮-১৬৫৪। জগৎ সিংহ প্রতাপের প্রপৌত্র। তাঁহার সময়ে পেশোলার তটে প্রায় ১০।১২ বিঘা জমির উপর মার্ব্বল পাথরের বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়; উহার নাম ছিল, "জগমিবাস"। পেশোলা হ্রদের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে; সেই দ্বীপের উপর "জগমন্দির" নামে আর একটি মর্ম্মর গৃহ রচিত হয়। যে যুগে শাহজাহান বাদশাহ "তাজমহল" প্রভৃতি দ্বারা মোগল রাজধানীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেই যুগেই উদয়পুরের সৌধরাজি নির্ম্মিত হয়। ইহা ভারতীয় স্থাপত্যের এক স্বর্ণযুগ।

উদয়পুর নগরী ও পেশোলা হ্রদ।

ভাষার দৈন্য সহজে অনুভূত হয়। * কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সে সব মর্ম্মর-সৌধ ছিল না; তখন পেশোলার শান্ত-সলিলে পর্ব্বতের সানুতলে অবস্থিত দীন পর্ণকুটীরগুলির প্রতিবিম্ব পড়িত; জীর্ণ মণ্ডপের শীর্ষদেশে মহারাণার রক্তপতাকা উড়িত। কিন্তু তখন যে গৌরব-প্রতিমা হৃদয়ে ধরিয়া পেশোলা আনন্দ-বিহ্বলা হইত, প্রকৃতির চিত্রপটে তাহার তুলনা খুজিয়া পাই না। সেই সকল পর্ণকুটীরে রাজ-দরবার বসিত; সর্দ্দারগণ সমবেত হইতেন; রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত; শিশোদীয় রাণার রাজোচিত উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত। এই কুটীর যে উচ্চ হৃদয় ও উচ্চকল্পনার আবাসস্থল ছিল, আগ্রার স্বর্ণাট্টালিকায়ও তাহা স্বপ্নের বিষয় ছিল। মহারাণার জীবন-সন্ধ্যা এই জীর্ণগৃহেই সমাহিত হইল।

নানাস্থানে বারংবার পরাজিত হইয়া, মোগল সৈন্য অবশেষে উদয়-পুর পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তাহারা উক্ত স্থান পুনরধিকার করিবার কোনও চেষ্টা করিল না। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ মোগলেরা রাজ-পুতের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়াছে; জয় পরাজয় যে কতবার কত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজপুতগণ যুদ্ধ করে—স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য; মুসলমানেরা যুদ্ধ করে—জীবিকার জন্য এবং অর্থের লোভে। রাজপুতের মহোৎসাহ ও মহোৎসর্গ মুসলমানের ছিল না, থাকিতেও পারে না। মরিয়া মরিয়াও রাজপুতের উৎসাহ যায় নাই; বাঁচিয়া থাকিয়াও মোগলের উদ্যম রহিল না। প্রতাপসিংহ উদয়পুরে

* "It is easy to waste adjectives on such a sight, but in sober truth, there cannot be, there can never have been elsewhere in the world, such a spectacle as the Pichola Lake presents &c." *Under the Sun* p. 33.

প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মুসলমানগণ যে রাজপুতনা পরিত্যাগ করিল, তাহার প্রথম কারণ এই।

দ্বিতীয়তঃ প্রতাপসিংহের কঠোর ব্রত, অসাধারণ অধ্যবসায় ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া শত্রুমিত্র উভয় পক্ষই অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতাপের স্বদলভুক্ত রাজপুতগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। যাঁহারা মোগল পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রতাপকে মনে মনে ভক্তি করিতেন এবং অনিষ্ট কল্পনা হইতে বিরত হইতেন। পৃথ্বীরাজ প্রতাপের প্রতি কিরূপ আসক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার পত্রে সপ্রমাণ হইয়াছে। রাজপুতের মধ্যে যাঁহারা প্রতাপের শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মানসিংহই প্রধান; মানসিংহ কিরূপে প্রতাপের নিকট অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে প্রতিশোধ লওয়ার পর, এই মানসিংহও প্রতাপের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিলেন। তিনি মোগল সৈনিকদিগকে প্রতাপের রাজ্য লুণ্ঠন করিতে বারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিরূপে বাদশাহ দরবারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শুধু মানসিংহ নহেন, সেনাপতি আসফ খাঁও সেই একই অপরাধে বাদশাহের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। এক সময়ে মোগল পক্ষের প্রধান সেনাপতি খাঁ খানান্ প্রতাপের অত্যধিক প্রশংসা করিয়া যে কবিতা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যের কথা দূরে যাউক, সম্রাট্ আকবরও স্বয়ং প্রতাপ-চরিত্রে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন; প্রথমে তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি যতই অধিক থাকুক্ না কেন, অবশেষে তিনিও মনে মনে বিমুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই।

বিশেষতঃ পর্ব্বত-বহুল মিবার প্রদেশে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ কোন ফল নাই; কারণ জয় পরাজয়ের প্রভেদ অতি সামান্য। দুর্দ্দান্ত রাজপুত

দমিত হইবার নহে। সুতরাং মিবার বিজয়ের জন্য অনর্থক তথায় সৈন্য-রক্ষা করা সম্রাটেরও অভিপ্রেত হইল না।

তৃতীয়তঃ এই সময়ে আকবর বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা বঙ্গদেশে জয়লাভ করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করা এক কথা এবং দেশ অধিকার করিয়া শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা স্বতন্ত্র কথা। সরোবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে জলরাশি অপসারিত হইয়া যেরূপ প্রস্তরকে স্থান দেয় এবং পরমুহূর্ত্তেই পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া লয়, বঙ্গদেশেও সেইরূপ মোগলেরা সৈন্য চালনা করিলে, পাঠান বা দেশীয় রাজন্যবর্গ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্থান ত্যাগ করিতেন, আবার সময় পাইলেই পূর্ব্ববৎ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সমৃদ্ধ বঙ্গদেশ অধিকার করিবার জন্য মোগলের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল; তজ্জন্য সর্ব্বদা তথায় সৈন্য প্রেরণ করিতে হইত। কাশ্মীর ও কাবুল বিজয়ের জন্যও মোগলদিগকে যথেষ্ট সৈন্যক্ষয় করিতে হইয়াছিল। এমন সময়ে দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী আহম্মদনগর জয় করিতে গিয়া বাদশাহকে এক দীর্ঘকালস্থায়ী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সংগ্রাম ক্রমে এত ঘোরতর হয় যে, মোগল সরকারের অধিকাংশ সৈন্যবল সেই দিকে প্রেরণ করিতে হয়।

এই সকল কারণে মোগলেরা রাজপুতনা পরিত্যাগ করিল; দূরপথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত পথিক যেরূপ পান্থাবাসে শান্তি লাভ করে, রণশ্রান্ত পরাক্রান্ত মহারাণাও সেইরূপ উদয়পুরের জীর্ণ কুটীরে শেষ জীবনের কয়েকটি দিন শান্তিতে অতিবাহিত করিবার অবসর পাইলেন।

কিন্তু শুধু বিশ্রামেই শান্তি দেয় না; মানুষের মনেই শান্তি;

মানসিক অশান্তি থাকিলে, বিশ্রাম শ্রান্তিরই কারণ হয়। প্রতাপ জীবন ভরিয়া যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু চিরগৌরবের—চিরসাধের চিতোর তাঁহার হস্তগত হইল না। দিবানিশি তিনি চিতোরের ভাবনাই ভাবিতেন। কিন্তু ভাবিয়া কূল নাই; আশাপূরণের আশা নাই; প্রতাপ নৈরাশ্যের অন্ধকার দেখিতেন। যখনই তিনি উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে দূরবর্ত্তী চিতোরের দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিতেন, তখনই ক্রোধে, বিষাদে ও নৈরাশ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। পিতৃপুরুষের লীলাস্থল চিতোর মোগলের করায়ত্ত—এ চিন্তা প্রতাপ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বাপ্পার বীরকীর্ত্তি, সমর সিংহের জীবনাহুতি, লক্ষ্মণ সিংহের মহোৎসর্গ, বাদল, হামীর, পুত্ত ও জয়মল্ল প্রভৃতি বীরবৃন্দের অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতি সমস্তই একে একে তাঁহার চিত্তপটে সমঙ্কিত হইত; তাঁহার বিষাদ-মলিন মুখচ্ছবি গম্ভীরভাব ধারণ করিত; তিনি নিস্পন্দ পাষাণখণ্ডবৎ নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিতেন। উদ্বেগ ও অশান্তি শত বৃশ্চিকদংশনবৎ তাঁহার ব্রতক্লিষ্ট তনুকে জর্জ্জরিত করিত।

যেখানে চিন্তার সীমা নাই, অথচ চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিরও আশা নাই—সেখানে মানসিক ব্যাধি শরীরের উপর কার্য্যকর হয়। প্রতাপের অনলবৎ উজ্জ্বল তনু পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল; অকালে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার জীবনপথের চিরসহচর সর্দ্দারগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা সান্ত্বনা প্রদান করিতে সচেষ্ট হইতেন—কিন্তু সে সকলই বিফল হইত। কারণ যাঁহার মনের মত মন এ জগতেও দুর্ল্লভ, তাঁহার মনের উপর অপরের আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রতাপ সিংহ তাঁহার পর্ণপ্রাসাদের দীন শয্যায় শায়িত হইয়া, কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপের সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে অমর সিংহই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; প্রতাপ

তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন। যুবরাজ অমর পিতৃপুরুষের পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন কি না—প্রতাপ সর্ব্বদা তাহাই ভাবিতেন। অমর সিংহ কিছু দীর্ঘকায় ছিলেন। একদা পিতার গৃহ হইতে অন্যমনস্ক ভাবে বাহিরে যাইবার সময়, একটি বংশদণ্ডে লাগিয়া তাঁহার উষ্ণীষটি ভূমিতে পড়িয়া গেল। সন্দেহাকুলিত প্রতাপ ইহাকে একটি অশুভ লক্ষণ বলিয়া স্থির করিলেন; তিনি ভাবিলেন—অমরসিংহ কঠোর-ব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না—পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই আশঙ্কা মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক সময়ে প্রতাপকে প্রপীড়িত করিত।

ক্রমে দিন ফুরাইয়া আসিল; অবশেষে অন্তিম সময় সমাগত হইল। প্রতাপ কুটীরের মধ্যে দীন শয্যায় শায়িত; চতুঃপার্শ্বে প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ সকলেই সমবেত হইয়াছেন। কাহারও মুখে কথা নাই; হৃদয়ের ব্যথায় অধীর হইয়া, সকলেই মহাবীরের শেষমুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রতাপের মুখে একটি যন্ত্রণাব্যঞ্জক কাতরধ্বনি শুনা গেল। চন্দায়ৎ সর্দ্দার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাণার মনে এমন কি কষ্ট আছে, যে তিনি শান্তিতে চিরনিদ্রিত হইতে পারিতেছেন না?" প্রতাপ প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর দিলেন, "তুর্কীর হস্তে মিবার ভূমি পরিত্যক্ত হইবে না—এই প্রতিজ্ঞা শুনিতে পারিলেই তিনি শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন।"

কিছুক্ষণ পরে প্রতাপ ধীরে ধীরে অমর সিংহ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি বিবৃত করিলেন; এবং বলিলেন "সালুম্ব্রাপতে! আমা হইতে চিতোর উদ্ধার হইল না; আমার পুত্র হইতেও হইবে না; এ রাজ্য রক্ষা করিতে যে কষ্ট ও কঠোরতার প্রয়োজন, অমর তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে এই

সকল কুটীর উৎপাটিত হইয়া এস্থলে দিব্য হর্ম্ম্যরাজি বিনির্ম্মিত হইবে; তাহা হইতে সুখ-প্রিয়তা আসিবে; এবং বিলাসের আনুষঙ্গিক যাহা কিছু হইয়া থাকে, সে সমস্ত হইবে। জন্মভূমির যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা দেহের শোণিত জলের মত ব্যয় করিয়াছি, তাহা সেই বিলাস-বিভ্রাটে কোথায় ভাসিয়া যাইবে। তখন, হায়! তোমরাও সকলে সেই অসাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে!" *

রোষে ও ক্ষোভে মুমূর্ষু বীর শয্যা হইতে উত্থিত হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন; সর্দ্দারগণ তাঁহাকে নিরস্ত ও আশ্বস্ত করিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন, "আমরা বাপ্পা

---

* প্রতাপের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছিল। যে আলস্য, বিলাস, কাপুরুষতা ও পর-নির্ভরতা তাঁহার নিকট একান্ত ঘৃণ্য ছিল, তাহাই অবশেষে রাণার বংশীয়গণের ব্যবসায় হইয়াছিল। একমাত্র রাজসিংহ কুল-প্রদীপ স্বরূপ মহারাণার চরিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন (১৬৫৪-১৬৮১)। রাজসিংহের মৃত্যুর পর শতাধিক বর্ষের মধ্যে উদয়পুর বংশের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে, ১৮১৮ খৃঃ অব্দে যখন মহারাণার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন মহারাণা অনর্থক প্রমোদ-বিলাসেই জীবন পাত করিতেন। মহামতি টড স্বচক্ষে সেই অবস্থা দেখিয়া মহারাণার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন:—"Vain shows, frivolous amusement and an ill regulated liberality alone occupied him" অন্যত্র "All were in ruins; and the Rana, the descendant of those patriot Rajpoots who opposed Baber, Akber and Aurangzeb in the days of Moghul splendour, had not fifty horse to attend him and was indebted for all the comforts to the liberality of Kotah." Rajasthan Vol. I pp. 381, 383. সুখের বিষয়, বর্ত্তমান মহারাণা ফতে সিংহ বাহাদুর সেরূপ নহেন। তিনি সুদক্ষ ও সুশাসক বলিয়া খ্যাত। জনৈক সুলেখক লিখিয়া গিয়াছেন:—"He knows every inch of his territory and is familiar with every detail of his administration. No issue is too petty for him to consider. No problem is too tedious for him to solve." St. Nehal Singh's "The King's Indian Allies" p.39.

রাওলের পবিত্র সিংহাসন স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—যে পর্য্যন্ত মিবারভূমির সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার না হয়, সে পর্য্যন্ত এস্থলে কোন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে দিব না। আমরা আপনার পুত্রের প্রতিভূস্বরূপ রহিলাম।" এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া প্রতাপ তৃপ্ত হইলেন এবং ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, সানন্দে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহত্ত্ব, বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রেমের পবিত্রমূর্ত্তি প্রতাপ সিংহ দেহত্যাগ করিলেন। রাজপুতের আশা ও ভরসা, হিন্দুরাজন্যের সহায় ও সম্বল, হিন্দুস্থানের গৌরব ও অলঙ্কার—মহাবীর প্রতাপ সিংহ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সমর সিংহ ও সংগ্রাম সিংহের উপযুক্ত বংশধর সমর ও সংগ্রামে সংকীর্ণ জীবনের কঠোর দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া, অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ভারতের ভাগ্যাকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন হইল; ভারতমাতার রত্নহার হইতে একটি উজ্জ্বল মণি খসিয়া পড়িল। সমগ্র দেশ শোকাচ্ছন্ন হইল; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাহাকার করিতে লাগিল। রাজপুত ও ভীল, হিন্দু ও মুসলমান, শত্রু ও মিত্র, ধনী ও দরিদ্র, আমীর ও ফকীর সকলেই সমভাবে প্রতাপের শোকে ব্যথিত হইল। প্রতাপের মৃত্যুদিন ভারতেতিহাসে একটি মহাশোকের দিন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

চরিত্র ও শিক্ষা।

ভারতবর্ষ বীরপ্রসূ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। যখন সিন্ধুদেশ ও পঞ্চনদ বেদ-নাদ-মুখরিত হইত, তখনও মুনিব্রত আর্য্যদিগের মধ্যে বীরের অভাব ছিল না। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে পরবর্ত্তী সময়ের যে প্রতিবিম্ব রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই বীর-কাহিনী! আবার যখন আর্য্য-প্রতিভা ধর্ম্ম ও দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত ছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিস্রোতে যখন ভারতবক্ষ ভাসিয়া গিয়াছিল, তখনও ভারতবাসী বীরধর্ম্ম ও যুদ্ধনীতির উৎকর্ষসাধনে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু সে প্রাচীন যুগের বীরকীর্ত্তির কথা পরিত্যাগ করিলেও ক্ষতি নাই।

আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে মুসলমান শাসনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে তিনটি বীর জাতির উদ্ভব হয়,—রাজপুত, মারহাট্টা ও শিখ। ইহারাই ক্রমে ক্রমে প্রবল মুসলমান জাতির বলক্ষয় করিয়াছিল; সেই জন্যই মুসলমানাধিকৃত ভারতভূমি অবশেষে এক বৈদেশিক মহাজাতির পক্ষে অনায়াসলভ্য হইয়াছিল। এই তিন বীর জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক বীর প্রাদুর্ভূত হন; তন্মধ্যে তিন জনকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য ধরা যাইতে পারে—মহারাণা প্রতাপ সিংহ, ছত্রপতি শিবাজী ও শিখগুরু

গোবিন্দ সিংহ। এই তিন জন মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এই তিন জাতির বীরত্ব ও মহত্ত্ব বিশ্ব-বিশ্রুত হয়।

এই তিন জনের মধ্যে প্রতাপ সিংহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। শান্ত-সলিলে নাবিকের নৌবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না; প্রবল বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে না হইলেও, কাহারও বীর্য্যপ্রতিভা স্ফুরিত হয় না। অনেক সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর বল পরীক্ষা দ্বারাই যোদ্ধার বল পরীক্ষিত হয়। মুসলমান সম্রাট্‌দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাঁহার শাসননীতির মোহিনী শক্তিতে হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার প্রতি সমাসক্ত, সেই বিশ্ববিখ্যাত বাদশাহ আকবরই প্রতাপের প্রতিদ্বন্দ্বী। শিবাজীর পরম শত্রু আওরঙ্গজেব কূটনীতি ও ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য অধিকাংশ লোকের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন; তাঁহার বিরাট্‌ বল ও প্রদীপ্ত গৌরব প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য ছিল। গোবিন্দ সিংহ যখন প্রাদুর্ভূত হন, তখন মোগলের বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল। মোগল-গৌরবের মধ্যাহ্নকালে স্বল্পসংখ্যক অনুচর সহ বহুবৎসর যাবৎ প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিয়া, প্রতাপ সিংহ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহ এই তিন জনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহার শত্রুর বল, সুবিধা ও আয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রতাপ সিংহ বীরচূড়ামণি।

সে বীরত্বের মধ্যে নীচতার চিহ্নমাত্র নাই। প্রতাপের ইতিহাসে দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি অপব্যবহার নাই, শত্রুবিনাশের জন্য কপটতা বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের প্রসঙ্গমাত্র নাই। প্রতাপের কঠোর শাসনে রাজপুতনা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু সে শ্মশান ভূমিতে অপদৃশ্য নাই, অপবিত্রতা নাই, পূতিগন্ধ নাই; প্রতাপের জীবনে নীতি বা ধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও অবমাননা হয় নাই। প্রতাপের চরিত্র নির্ম্মল,

বিশুদ্ধ ও শুচিশুভ্র। রাজপুতনার সর্ব্বত্র সেই পবিত্র চরিত্রের প্রদীপ্ত প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

বীরত্ব অপেক্ষা মহত্ত্বই প্রতাপ-চরিত্রের প্রধান উপাদান। তাঁহার জীবন যোদ্ধৃজীবন বটে; কিন্তু সাধারণ যোদ্ধার মত তিনি পররাজ্যলিপ্সু ছিলেন না, পরধন লুণ্ঠন তাঁহার ব্যবসায় ছিল না, অন্যায় বা অনর্থক হত্যায় তাঁহার নিষ্কোষিত অসি কলঙ্কিত হয় নাই। স্বরাজ্যের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য, পররাজ্যের প্রতি লোভ তাঁহার ছিল না। কর্ম্মবীর প্রতাপ মানব-চরিত্রের উচ্চতম শিখরে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার দেবমূর্ত্তির মত তাঁহার চরিত্রও দেবত্বপূর্ণ। সে মূর্ত্তি ও সে চরিত্র হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে পূজিত হইবার যোগ্য।

মহাপুরুষদিগের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে তাঁহারা প্রথমে বহু বিবেচনার পর যথন কোন কার্য্য করিবেন বলিয়া স্থির করেন, তখন জগতের কোন বাধা বিঘ্নই তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। মহাবীর নেপোলীয়ন যথন স্থির করিলেন যে ইতালী বিজয় করিতেই হইবে, তখন বলিয়া বসিলেন, "আল্পপর্ব্বত উড়াইয়া দাও" অর্থাৎ অভ্রভেদী দুরারোহ আল্প পর্ব্বতমালা তাঁহার ইতালী গমনের পথ রোধ করিতে পারিবে না, কারণ তিনি দৃঢ়ব্রত ও অদ্ভুত-কর্ম্মা। মহাবীর প্রতাপ সিংহ যথন স্থির করিলেন যে দেশের শত্রু তুর্কের হস্তে স্বদেশ বিক্রয় করিবেন না, তখন মহাপরাক্রান্ত প্রজাপ্রিয় আকবর বাদশাহের সৈন্যবল, অর্থবল ও মন্ত্রবল তাঁহার নিকট নগণ্য বলিয়া বোধ হইল। শত শত স্বজাতীয় বীর শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে; করুক। সহস্র সহস্র শত্রুসেনা আরাবল্লীর গিরিদ্বারে সমবেত হইয়াছে; হউক। দুর্গের পর দুর্গ, রাজ্যাংশের পর রাজ্যাংশ শত্রুহস্তে যাইতেছে; যাউক। প্রতাপ সিংহ অচল ও অটল। "আত্মবিক্রয় বা স্বদেশবিক্রয় করিব

না”—বলিয়া প্রতাপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই টলিবে না। মোগলের প্রাধান্য মাত্র স্বীকার করিলে স্বদেশ প্রত্যর্পিত হইবে, চিরসাধের চিতোরে প্রবেশাধিকার মিলিবে, প্রতাপ তাহা চাহেন না। একটুমাত্র অবনত হইলে, মোগল দরবারে প্রবল প্রতিপত্তি ও স্বরাজ্যে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যাইবে—প্রতাপ তাহা চাহেন না; শত্রুর নিকট হইতে অনুগ্রহ প্রার্থনা প্রতাপের নিকট অতীব ঘৃণিত কার্য্য। ইহ জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার জন্য আত্ম-বিক্রয় বা স্বদেশ-বিক্রয় করা যাইতে পারে। প্রতাপ আত্মসম্মান বা স্বদেশের গৌরব বিসর্জ্জন দিলেন না। দুর্দ্দান্ত মোগলের সহিত শত্রুতা করিতে গেলে, রাজ্য-রাজধানী, ধনসম্পত্তি সকলই যাইবে, আত্মীয়স্বজন শমন-সদনে প্রেরিত হইবে, জ্ঞাতিরক্তে গিরিগাত্র রঞ্জিত হইবে, দেশ ছারে খারে যাইবে —প্রতাপের তাহাতে আপত্তি নাই। স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যের নিকট কয়েক সহস্র স্বদেশীর জীবন প্রতাপের নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইল। প্রতিজ্ঞা রক্ষণ করিতে গিয়া যদি সব যায়, প্রতাপের তাহাতে আপত্তি নাই; আর প্রতিজ্ঞাই যদি রক্ষিত না হয়, তবে কিছুই থাকিয়া কায নাই। “হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্”—প্রতাপ-সিংহ এ ভগবদ্বাক্য ভুলেন নাই; যুদ্ধে জয় করিলে রাজ্য ভোগ করিবেন, যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইবেন; এ দু’য়ের একতর প্রতাপের জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল, জন্মভূমির জন্য প্রতাপ যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এজগতে তাহার তুলনা নাই।

“মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন”—প্রতাপসিংহের জীবনের ইহাই মূলসূত্র। এ মূলমন্ত্র ব্যতীত, মনুষ্যত্ব রক্ষণ করিয়া কেহ কোন দিন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। প্রতাপ মন্ত্রের সাধনের

জন্য এক অত্যদ্ভুত কঠোর-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। জন্মের মত সুখবিলাস বিসর্জ্জন দিয়া, পুরুষানুক্রমে রাণার বংশধরগণকে সুখসেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া, সমগ্র দেশকে উৎসন্ন করিয়া, সমস্ত স্বদেশীয়দিগকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সাজাইয়া, প্রতাপসিংহ স্বদেশ উদ্ধারের এক নূতন আদর্শ ও নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা যেমন কঠোর— প্রতিজ্ঞা-পালনের প্রণালীও সেইরূপ কঠোর হইল। ধর্ম্ম বা মোক্ষের জন্যই লোকে তপস্যা করিয়া থাকে; প্রতাপ তপস্যা করিলেন—রাজ্যের জন্য, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য, আর রাজপুত জাতির জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য। প্রতাপের রাজনৈতিক তপস্যা তাঁহাকে বীরেন্দ্রসমাজে বরণীয় করিয়া রাখিল।

প্রতাপের চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব—তাঁহার স্বদেশ-ভক্তি, তাঁহার মাতৃপূজা। প্রকৃতই তিনি জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতি কথায় এবং প্রতি কার্য্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইত। জননীর দেহত্যাগে সন্তানের শোকোচ্ছ্বাস সকলেই দেখিয়াছি, অনেকেই অনুভব করিয়াছি; কিন্তু চিতোর ধ্বংসের জন্য প্রতাপের অন্তঃকরণে যে দারুণ শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, আমরণ জন্ম-ভূমির উদ্ধারের জন্য তিনি যে ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনায়ও উপলব্ধি করিতে পারি না। স্বদেশকে প্রকৃতই কিরূপে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতে হয়, দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে হয়; লোকাচার ধর্ম্মাচার সমস্তই কিরূপে মাতৃপূজায় বিলীন করিতে হয়, প্রতাপের জীবনে তাহা সমস্তই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতাপের ইতিহাস অন্তোপান্ত মাতৃ-পূজার ইতিহাস—অসাধারণ আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত ইতিহাস। স্বদেশভক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে প্রতাপসিংহ অগ্রগণ্য।

আজ্ যে উদয়পুরের রাজবংশ সমস্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয়,